নীতি সংগ্রহ।

শ্রী কালী কিশোর বসু কর্ত্তৃক

সংগৃহীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

CALCUTTA.

PRINTED AND PUBLISHED BY K. C. DATTA B. M. PRESS

211, CORNWALLIS STREET

18[illegible]

মূল্য ।৹ আট আনা।

নীতিসংগ্রহ।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীকালীকিশোর বসু কর্ত্তৃক

সংগৃহীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।
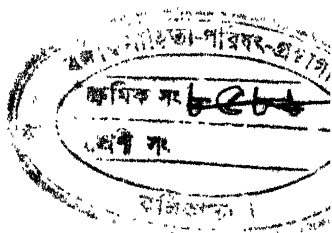
কলিকাতা,

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে

শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সংবৎ ১৯৪৬।

বিজ্ঞাপন।

—
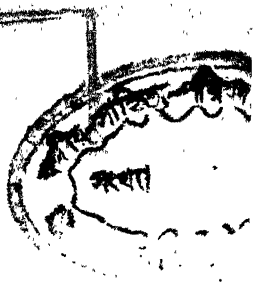
অধুনা বিদ্যোৎসাহী মহাত্মাগণের অনুগ্রহে দিন দিন পুরাণ ও অন্যান্য নানাবিধ গ্রন্থ সমুদায় বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে অস্মদ্দেশের যে কত উন্নতি সাধিত হইতেছে, তাহা বর্ণনাতীত। সদুপদেশপূর্ণ জ্ঞানোদ্দীপক গ্রন্থের কোন অভাব নাই, কিন্তু তন্মধ্যে বালক, বালিকা; যুবক, যুবতী; প্রাচীন প্রাচীনা সকলের পক্ষেই ফলপ্রদ নীতিপূর্ণ, অথচ অল্প মূল্যের কোন একখান পুস্তক দৃষ্ট হয় না; যাহা আছে তত্তাবতই অতি বৃহৎ ও অধিক মূল্য, সুতরাং তাহা অবগত হইতে অনেকের অভিলাষ থাকা সত্ত্বেও অধিক সময় ও অর্থব্যয় করিতে অসমর্থতা প্রযুক্ত সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না; এ নিমিত্ত মহাভারত অবলম্বনে অন্যান্য নানাবিধ গ্রন্থ হইতে নীতি উপদেশ সংগৃহীত করিয়া "নীতিসংগ্রহ" নামে এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি প্রকাশ করিলাম। ইহাতে স্বমনকল্পিত অমূলক কোন বিষয় লিখিত হয় নাই; যে কয়েকটি বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে, বোধ করি তৎপাঠে অমূলক কল্পিত গল্প পাঠ অপেক্ষা অনেক উপকার দর্শিতে পারিবেক। কিন্তু, মনের চিন্তা ভাষায় পরিস্ফুট করিতে অনভিজ্ঞ, সাহিত্য ভাষা ব্যাকরণে জ্ঞানশূন্য বিদ্যাবিহীন জনগণের এরূপ ইচ্ছা যে অবশ্যই হাস্যের কারণ হইয়া থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? নীতি উপদেশ বিষয় যেরূপে সঙ্কলিত হওয়া উচিত, প্রত্যেক বিষয়

প্রারম্ভে ও শেষভাগে যে প্রণালীতে লিখা কর্ত্তব্য অজ্ঞতা নিবন্ধন তাহা হইতে পারে নাই এবং অনেক স্থলে অসংলগ্ন ভাব ও অসঙ্গত শব্দ সকল রহিয়াছে; সুতরাং ইহা পাঠ করিয়া, অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় ইহাতেও যে পাঠকগণ সন্তোষ লাভ করিবেন এরূপ প্রত্যাশা দুরাশামাত্র। এইক্ষণ মহানুভব গুণগ্রাহী সহৃদয় পাঠক মহাশয়গণের সমীপে সবিনয়ে নিবেদন এই যে, ইহাতে অসাধুসম্মত অবৈধ, ন্যায়যুক্তিবিরুদ্ধ কোন বিষয় দৃষ্ট হইলে, কৃপাবলোকনে যাহা ন্যায়ানুগত হয় তাহা জানাইয়া চিরবাধিত করিবেন,ইহাই প্রার্থনা। অধিক কি নিবেদিব? ইতি।

সংবৎ ১৯৩৮ অগ্রহায়ণ। } বজ্রযোগিনী শ্রীকালীকিশোর বসু।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

প্রথম বার ১২৮৮ সনে এই গ্রন্থে জাতিভেদ, কর্ত্তব্যাধিকার জন্ম, মৃত্যু, ঈশ্বর, উপাসনাদি সম্বন্ধে সংগৃহীত সংস্কৃত শ্লোক সকল মুদ্রাঙ্কন কালে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল। এইবার আবশ্যক বিবেচনায় ঐ ঐ বিষয়ে কয়েকটি শ্লোক সন্নিবেশিত এবং গ্রন্থের আকৃতি বৃদ্ধি হইল। এই গ্রন্থের এবং আমার অবস্থানুসারে আশা করিতে পারি না, তবে যদি কৃতবিদ্য মহানুভব ব্যক্তিগণের কৃপাবশতঃ এই গ্রন্থ সাধারণ্যে প্রচারিত এবং এতদ্দ্বারা কাহারও কোন উপকার হয় পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সফল জ্ঞান করিব। ইতি সংবৎ ১৯৪৪। ৯ই অগ্রহায়ণ।

শ্রীকালীকিশোর বসু।

নীতিসংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিশোর বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

—০ঃ০—

এই গ্রন্থের প্রচার আমার পক্ষে বড় আনন্দের কারণ হইতেছে। আনন্দের কারণ প্রকাশ করিতে হইলেই পুস্তক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে হয়। সাধারণ্যে এই গ্রন্থ প্রচার করিবেন কি না, প্রথমত গ্রন্থকার তদ্বিষয় চিন্তা করেন নাই। আপনার অধ্যায়ন ও চিন্তার ফল স্বরূপ একখানি পুস্তক লিখিয়া তিনি আমাকে উপহার দেন। ইতঃপূর্ব্বে গ্রন্থকারের লিখন শক্তির কিছুই পরিচয় আমি পাই নাই, বিশেষ তিনি কস্মিন্ কালেও বিদ্যালয়ে কোন রূপ শিক্ষা লাভ করেন নাই; এই কারণে আমি অত্যন্ত উৎসুক হইয়া তাঁহার লিখিত পুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করি; কিঞ্চিন্মাত্র পাঠ করিয়াই তাঁহার সুন্দর লিপিক্ষমতা ও অভিপ্রায়ের উচ্চতা অনুভব করিতে পারি এবং নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করি। পাঠ করিয়া আমার যেরূপ আনন্দ জন্মিয়াছিল, এই গ্রন্থ সাধারণ্যে প্রচারিত দেখিয়াও আমার তদ্রূপ আনন্দ জন্মিতেছে। আমার আনন্দের বিশেষ কারণ এই যে, গ্রন্থকার বিদ্যালয়স্পর্শও করেন নাই, তিনি ইংরেজী ভাষানভিজ্ঞ দরিদ্র, সুতরাং উদরান্নের জন্য অর্থোপার্জ্জনে ব্যস্ত থাকিয়াও এই রূপ পাঠাভ্যাস, চিন্তাশীলতা, সুরুচি ও সহৃদয়তা প্রকাশ করিতে সময় পাইয়াছেন।

গ্রন্থকার যে প্রণালীতে নীতি শিক্ষা দিতে অভিলাষী, তাহা

প্রশিষ্ট। পুস্তক খানিও সুন্দর হইয়াছে; তবে উপাখ্যানে তত বৈচিত্র নাই, তজ্জন্য তিনি যত্নও করেন নাই, উপাখ্যান কেবল কথার অবলম্বন মাত্র করিয়াছেন। ইহাও বলিতে হইবে যে, উপাখ্যানের সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এতগুলি তত্ত্ব ও নানা বিষয়িনী উপদেশের অবতারণা করিতে গেলে অতি প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। গ্রন্থের কোন কোন স্থানে, বিশেষত শেষ ভাগে দুই একটি গূঢ় ও জটিল তত্ত্বের উল্লেখ আছে তাহা না থাকিলে ইহা বিদ্যালয়ের বালক দিগের পাঠ্য পক্ষে উপাদেয় হইত। পুস্তকের ভাষা বিষয়ে কোথাও কোথাও কিছু না বলিয়াছি এমন নয়, কিন্তু মত বিষয়ে গ্রন্থকার সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমি ভরসা করি ভবিষ্যতে গ্রন্থকার স্বেচ্ছায় কোন কোন কথা পরিবর্ত্তন করিবেন।

এই পুস্তক প্রচার করিতে গ্রন্থকারকে আমিই পরামর্শ প্রদান করি। আজ কাল বাঙ্গালা সাহিত্যের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে নীতিবিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়া কেহ যে লাভভাগী হইবেন তাহার আশা অতি অল্প, তবে এই গ্রন্থখানি যেমন হইয়াছে এবং ইহার গ্রন্থকার যেরূপ উৎসাহ পাইবার যোগ্য তাহাতে আমার ভরসা আছে যে, গ্রন্থকারকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে না। আমার একান্ত অনুরোধ এই, যাঁহারা মাতৃভাষার কান্তি বৃদ্ধি করিতে যত্নশীল তাঁহারা ইহার এক একখণ্ড পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করেন ইতি। ১২৮৮। ১২ই পৌষ ঢাকা।

আনন্দচন্দ্র মিত্র

শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিশোর বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত "নীতি-সংগ্রহ" বর্ত্তমান সময়ের যুবক যুবতীর প্রেম ও বিচ্ছেদ ঘটনা

অবলম্বনে রচিত নাটকাদি হইতে সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট। বঙ্গ দেশে বিদ্বান্ বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তির অভাব নাই, কিন্তু তন্মধ্যে অধিকাংশ লোকই আড়ম্বর প্রিয়, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভে একান্ত লোলুপ। কালীকিশোর বাবুর ন্যায় নির্জ্জন-প্রিয়, আড়ম্বরশূন্য, সারবান ও সুরুচি সম্পন্ন লোক অতি বিরল। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থই তাঁহার প্রকৃতি ও সুরুচির পরিচায়ক। তিনি কোন বিদ্যালয়ে কোন প্রকার শিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়াও নিজ অধ্যবসায় গুণে অনেক বিষয়ে অধিকারী হইয়াছেন। গ্রন্থকার এইগ্রন্থে গুরুতর ও অবশ্যজ্ঞাতব্য নীতি এবং অনেক স্থলে নানাবিধ যুক্তি দ্বারা নিজ স্বাধীনমত সকল প্রকাশ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই প্রশস্ত। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, নানা বিষয়ে এতগুলি তত্ত্ব, নীতি ও উপদেশ উপাখ্যানচ্ছলে, সঙ্ক্ষেপে, এরূপ সুন্দর ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে বাঙ্গালায় এরূপ পুস্তক অতি বিরল।

স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থা ও সন্তানের শৈশবাবস্থায় জননীর কর্ত্তব্য; পুত্র কন্যার বিদ্যা ও নীতিশিক্ষা প্রণালী; বিবাহাদি সম্বন্ধে নানাবিধ যুক্তি ও তৎসম্বন্ধে পাত্রাপাত্র ও কালাকাল নির্ণয়; পতি এবং শ্বশুর শ্বাশুড়ির প্রতি স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য; স্ত্রীলোকের বিদ্যা ও জ্ঞানশিক্ষা, লজ্জা, শীলতা, আত্মরক্ষা দুষ্ক্রিয়াসক্তদের চরিত্র সংশোধন; পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীর প্রতি কর্ত্তব্য; বহু বিবাহ, স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রী শাসন বিষয়েমত; ইন্দ্রিয় দমন ও পরিচালনাদি বিষয়ে নিয়ম, জন্ম-তত্ত্ব; কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে নানাবিধ উপদেশ; সাধারণ ধর্ম্ম ও রাজনীতি; পতি পত্নির কর্ত্তব্য এবং ভক্তি জ্ঞান লাভার্থ

উপদেশ; ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির লক্ষণ, অধিকার ও কর্ত্তব্যবিষয়ে যুক্তি; ঈশ্বরাধনা ও তাহার স্থান কাল সম্বন্ধে যুক্তি; ঈশ্বর উপাসনার নিয়ম, ঈশ্বর, পূজা, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, জন্ম, মৃত্যু, যোগ ও বিবেক তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি নানাপ্রকার গুরুতর বিষয়ে সুন্দর সুন্দর যুক্তি উপদেশ বিশদরূপে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, এই গ্রন্থ পাঠে পাঠক অবশ্যই উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই। পরিশেষে ইহা বক্তব্য যে মুদ্রাঙ্কনের ভ্রম বশতঃ কোন কোন স্থলে বর্ণাশুদ্ধি রহিয়াছে। ইতি ১২ই বৈশাখ ১২৮৯।

শ্রীকমলানাথ দাস
B. A. B. L.

NITI SANGRAHA by Babu Kali Kishore Basu,

As its name implies it is a collection of a few short but instructive anecdotes, from such books as Mahabharata and the like. We have been highly pleased with its perusal and we can confidently recommend this book to the notice of our school Authorities. The Subject chosen by the author is all good and highly instructive. The high moral tone, that pervades throughout the whole book, is in itself a recommendation to secure for it a place among the standard books of our schools.

Besides, the language of Babu Kalikishore is elegant, Chaste and dignified. It will be evident to every candid

reader, that the author has bestowed his best and earnest thoughts on, and has viewed from every stand point of view the subject he has chosen for his book.—

The *East* June 12, 1882.

NITI SANGRAHA by Babu Kali Kishore Basu, Is a beautiful book for girls and boys &. The object of the author is to give instructive lessons on such subjects as preservation of health, how to take care of infants & & in the shape of anecdotes, and he has been successful. He has also preserved a uniform moral tone throughout the book. Besides, the language is easy and elegant. So I think it is an useful book for the young learners. * * *

26th. July 1882. } KALI PRASANNA BHATTACHARJEE
Professor of Sanskrit, Dacca College.

এই গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। গর্ভাবস্থা ও সন্তানের শৈশবাবস্থায় জননীর কর্ত্তব্য; পুত্র কন্যাকে কি প্রকারে শিক্ষা দেওয়া উচিত, তাহাদের ধর্ম্ম ও নীতির উৎকর্ষের জন্য কি উপায় অবলম্বনীয় তাহা বিশদ রূপে এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি পড়িয়া পাঠক মাত্রেই পরিতৃপ্ত হইবেন। স্ত্রী স্বাধীনতার স্বপক্ষে এবং বাল্যবিবাহ প্রভৃতির

বিরুদ্ধে এই গ্রন্থে যে সমুদয় যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা প্রশংসনীয়। * * *

তত্ত্ব কৌমুদী—

১লা চৈত্র ১৮০৩ শক।

নীতিসংগ্রহ।—এই পুস্তকে স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশুপালন, সন্তানের জ্ঞানোন্নতি বিষয়ে পিতা মাতার কর্ত্তব্য, বিদ্যাশিক্ষা, আত্মরক্ষা স্ত্রী পুরুষের পরস্পর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য এবং রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক নানাবিধ যুক্তি ও উপদেশ আছে। গ্রন্থকার পৌরাণিক উপাখ্যান লইয়া হিতোপদেশ দিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহার অধ্যাবসায় ও যত্ন প্রশংসনীয়। ইদানিন্তন উপন্যাসাদি পাঠে বৃথা সময়াতিপাত না করিয়া এরূপ উপদেশ পূর্ণ বিষয় পাঠে মনোনিবেশ করা যে কর্ত্তব্য, ইহা বলা বাহুল্য। * * *

ঢাকা প্রকাশ—

১লা শ্রাবণ ১২৮৯।

"নীতিসংগ্রহ" পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল ও নীতি সকল প্রশংসনীয় হইয়াছে।

২৬এ জুলাই ১৮৮২। শ্রীনীলকান্ত মজুমদার—

Professor of English-Literature.

Dacca College.
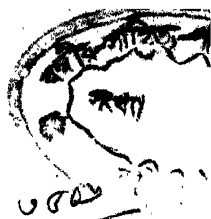
নীতিসংগ্রহ।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

অর্জ্জুন-নন্দন অভিমন্যু, অন্যান্য রাজন্যগণের সহিত সমরশায়ী হইলে উত্তরা, পিতা ভ্রাতা এবং পতিবিয়োগজনিত শোকদুঃখে একান্ত নিপীড়িতা হইয়া, সন্তপ্ত হৃদয়ে অহর্নিশি বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। পতিবিহীনা হতভাগিনী রাজবালা উত্তরার শোকাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। গর্ত্তস্থ সন্তানের এবং স্বীয় জীবনের হিত সাধনে কিঞ্চিন্মাত্রও যত্ন রহিল না। দুর্জ্জয় শোক ও মোহে আবদ্ধ হইয়া স্নান, পান, আহারাদি বিষয়ে যত্ন পরিহারপূর্ব্বক, দুঃসহ যাতনায় জীবন পরিত্যাগ করিতে একপ্রকার কৃতসংকল্প হইলেন। শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন-জনিত ফল প্রকটিত হইয়া দিন দিন শরীর ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও বিবশ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে দ্রৌপদী এবং সুভদ্রা প্রভৃতি গুরুজনগণ ভাবী বিপদাশঙ্কায় বধূকে সতত নানাবিধ উপদেশ প্রদানে ত্রুটী করিলেন না, কিন্তু তাহা প্রায়ই বিফল হইতে লাগিল। পুত্র শোকাতুরা সুভদ্রা পুত্রবধূর অবস্থা অবলোকনে স্বীয় শোকাবেগ সংবরণ পূর্ব্বক, উত্তরাকে বিবিধ প্রকার নীতি ও প্রিয় বাক্যে

আশ্বস্ত ও সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, “বৎসে! দেখ, ভরতবংশ এইক্ষণ তোমার প্রতিই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে; যেহেতু এই মহাবংশ অধুনা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বৎসে! মৃত্যুচ্ছায়া নিরন্তরই অনিত্য ও ক্ষণধ্বংসি শরীরের অনুগমন করিতেছে। অনুক্ষণ সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য পরিভ্রমণ করিতেছে। অনিবার্য্য কালচক্রের আবর্ত্তনে কিছুই স্থিরতর থাকিতে পারে না। একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে হইলে পথমধ্যে যেমন উচ্চ, নীচ, জল, জঙ্গলাবৃত এবং কোথাও বা পরিস্কৃত ভূমি দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ আমাদের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনবর্ত্মেও নানারূপ সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদাদিতে পরিপূর্ণ! কেহই সর্ব্বপ্রকারে সুখী, অথবা কেহই সমস্ত জীবনকাল কেবল দুঃখী হইতে পারে না। কাহারও সুখের জন্য সময় থাকে না এবং কাহারও দুঃখ স্থায়ী করিতে সময় প্রতীক্ষা করে না। আরও দেখ, প্রত্যেক প্রাণীরই জীবনীশক্তি ক্রমশই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে; জীবগণ অহর্নিশি জীবন বিসর্জ্জন ও জন্ম-পরিগ্রহ করিতেছে; কালের গতি প্রাজ্ঞগণেরও নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। কাল, সমস্ত ভূতকেই অবশ্যম্ভাবি বিষয়ে নিয়োজিত করে। জন্মধারণ করিলেই মরিতে হয়। কালের হস্ত কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব কুল এবং ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থ শোক পরিত্যাগ কর এবং যাহাতে চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা কর। বৎসে! দেখ, ঐশ্বরিক নিয়ম প্রতিপালন করিলেই সুখের উৎপত্তি হয়, এবং লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ ঘটিয়া থাকে। তাঁহার কোন্ নিয়ম অনুসারে চলিলে কিরূপ উপকার হয়, আর কোন্ নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই বা কিরূপ দুঃখ সংঘটিত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া,

সতত তদীয় অভিপ্রেত ন্যায়ানুমোদিত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। তিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি দিয়াছেন, অতএব বুদ্ধি পরিচালনা পূর্ব্বক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া, কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়াই সমুচিত। দেখ বৎসে! অন্তর্ব্বত্নীগণের অন্তঃসত্ত্বা কালে যাহাতে ভবিষ্যতে সন্তানের সর্ব্ব-প্রকার কল্যাণসাধন হইতে পারে, তচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করাই কর্ত্তব্য। কারণ, সন্তানগণ যখন জননীর জরায়ুশয্যায় শায়িত থাকে, তখন তাহাদের শুভাশুভ জননীর উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যেহেতু অন্তর্ব্বত্নীগণের অন্তঃসত্ত্বাকালে শারীরিক, বা মানসিক ভাবের ব্যতিক্রম ঘটিলে, কিম্বা শরীরে কোনও প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হইলে, অথবা কোনরূপ রোগাক্রান্ত হইলে তদ্দ্বারা সন্তানের বিনাশ না হইলেও নানা প্রকার অনিষ্টের কারণোৎ-পাদন হইতে পারে। অতএব স্বাস্থ্যরক্ষা, সন্তান প্রতিপালন ও সন্তানের প্রতি জননীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শ্রবণ কর।”

“বৎসে! জরায়ুশয্যারমধ্যে যখন জীবের অবয়ব সংস্থান হয়, তৎকালে মাতার শরীর যাহাতে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও নিরাপদে থাকিতে পারে, তাহাই করিবে। গর্ত্তিণীর কোনরূপ পীড়া হইলে সন্তানের পীড়া হয়, অতএব ঐ কালে অধিক বা অস্বাস্থ্যকর আহার করিবে না; রোগ সংক্রামক অপবিত্র লোকের প্রস্তুতি দূরে থাকুক স্পর্শিত ভোজ্য বস্তুও সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে; অধিক পরিশ্রম করিবে না; অত্যন্ত হর্ষ কিম্বা অতি বিমর্ষভাবে থাকিবে না; অনিচ্ছায় আহার করিবে না; যাহা সহজে জীর্ণ না হয় এমন আহার

পরিত্যাগ করিবে; অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়াও কদাপি এতদন্যথা করিবে না। যাহাতে কোষ্টবদ্ধ ও শরীর অসুস্থ না হয় হইলেও তৎক্ষণাৎ তৎপ্রতীকারের উপায় অবলম্বন করিবে। কোন প্রকার ভয়, বা আঘাত পাইলে তৎক্ষণাৎ গতানুশোচনা পরিত্যাগ করত সদালাপ, পুস্তকপাঠ, বা অবস্থা বিবেচনায় কিঞ্চিৎ পরিশ্রম ও অঙ্গ সঞ্চালন করিবে। ঘটনাক্রমে উল্লিখিত কোন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলেও ভাবী বিপদাশঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎপ্রতীকারের চেষ্টা করিবে; ভবিষ্যতে নিয়ম প্রতিপালনে যত্নবতী হইবে। ঐ কালে অসতর্কভাবে কদাচ গমনাগমন করিবে না এবং নিশি জাগরণ ও দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিবে। গর্ভিণীর প্রাণরক্ষার্থ ব্যতীত, সামাজিক শাসনভয়ে অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, জীব-সঞ্চারিত-গর্ভপাৎ করিলে কি করাইলে ঈশ্বর সমীপে অবশ্যই দণ্ডনীয় হইবে। আর পঞ্চম মাস অতীত হইলেই স্বামীশয্যা পরিত্যাগ করিবে; কখনও ইহার অন্যথাচরণ করিবে না। প্রসবান্তেও অন্তত এক বৎসর পর্য্যন্ত উল্লিখিত নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে।"

"শৈশবে শিশুগণকে স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, পরম যত্নের সহিত প্রতিপালন করিবে। শিশুগণকে গৃহ-কার্য্যের সুবিধার্থে অধিককাল নিদ্রিতাবস্থায় রাখিবে না; জাগরিত হইলেও পুনর্ব্বার নিদ্রিত করিবে না; ক্রোড়ে লইয়া নিদ্রিত করার অভ্যাস করাইবে না, অস্বাস্থ্যকর বায়ুমধ্যে বা আর্দ্র-স্থানে রাখিবে না এবং তাহাদের মেরুদণ্ড দৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বসাইতে, দাঁড় করিতে বা হাত ধরিয়া হাঁটাইতে কদাচ চেষ্টা করিবে না। তাহা করিলে মেরুদণ্ড শিথিল

হইয়া দুর্ব্বল ও কুঁজা হইবার বিশেষ সম্ভাবনা বটে। ঐ সময় তাহাদের অনিচ্ছায় কোন কার্য্য করিবে না।”

“বালক বালিকাগণ কিঞ্চিৎ বয়োপ্রাপ্ত হইলে যখন তাহারা ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে এবং মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারিবে, তখন অবধি তাহাদের শারীরিক ও মানসিক কার্য্য কর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবে। তাহাদের অন্তঃকরণে কোন প্রকার ক্রোধের সঞ্চার হইলে তাড়না করিয়া, বা ভয় দর্শাইয়া নিবৃত্তি করাইবে না; তাহা করিলে মনের তেজস্বীতা নষ্ট হয়; অতএব কৌশলে তাহাদের মনোরম বস্তু দেখাইয়া প্রিয়বাক্যে ক্রোধের নিবৃত্তি করিবে। সমবয়স্ক বালকগণের সহিত একত্র হইয়া তাহাদের আমোদজনক ক্রীড়া করার সময় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে, এবং কোন দোষ দৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ দমন না করিয়া কোন এক সময়ে নীতি বাক্য বলিয়া তদ্দোষ সংশোধন করিয়া দিবে। শৈশবকাল হইতেই শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া, ক্ষমা ও সারল্য বিষয়ে শিক্ষা দিবে; তাহারা পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করিবে, ক্রমে ক্রমে তাহা বলিয়া দিবে এবং নিয়মানু-সারে রীতি নীতি বিষয়ে শিক্ষা দিবে। রাগ, দ্বেষ, হিংসা, প্রতারণা, ভীরুতা, নিষ্ঠুরতা, কপটতা, খলতা, অশ্লীলতা এবং মাৎসর্য্যাদি সর্ব্বপ্রকার অবৈধ ব্যবহার হইতে সম্যকপ্রকার দূরে রাখিবে।”

“অশিক্ষিতা রমণীগণ যেমন স্বীয় সন্তানের দোষ গোপন রাখিয়া (কলহ ভয়ে) অন্যের দোষ ব্যক্ত করে, তদ্রূপ করিও না। ঐ প্রকার না করিয়া,—কোন শিশু অবৈধ কর্ম্ম করিলে অপরাপর সমবয়স্ক বালকগণ দ্বারা বিচার করাইয়া তাহাকে

লজ্জা দিবে ও তিরস্কার করাইবে। কাল্পনিক কুসংস্কারাদির (ভূত প্রেতাদির) ভ্রান্তিমূলক আশঙ্কা উপহাস প্রকাশ পূর্ব্বক দূর করিয়া দিবে। পাঁচ, ছয় বৎসর বয়স্ক হইলেই তদবধি কিছু কিছু ব্যায়াম ও পরিশ্রম করিতে অভ্যাস করাইবে। বারংবার বা অনিচ্ছাতে অথবা অপরিমিত আহার করাইবে না। বারংবার আহার, স্নান, পান এবং দিবানিদ্রা ও নিশি জাগরণ ইত্যাদি দ্বারা নানারূপ অনিষ্ট হইতে পারে, অতএব তাহা করাইবে না ও করিতে দিবে না। শরীর পরিচ্ছন্ন ও পরিধান বস্ত্রাদি সতত পরিস্কৃত রাখিবে; শরীরে সহসা শীতোষ্ণতা লাগাইবে না, স্নান ও আহারের পূর্ব্বে ও পরে কিয়ংকাল বিশ্রাম করিবে। অসময়ে অথবা ক্রুদ্ধ, ভীত, লজ্জিত, শোকাকুল বা চিন্তিত হইয়া কিংবা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি আহার এবং আর্দ্র বস্ত্র ব্যবহার ও রৌদ্রেতে দৌড়াদৌড়ি, করিতে দিবে না। তাহা করিলে যে নিশ্চয়ই পীড়িত হইতে হয়, তাহা ভালরূপে বুঝাইয়া দিয়া, ঐ সমস্ত অবৈধ কার্য্য হইতে সম্যক্ প্রকারে দূরে রাখিবে। সন্তানের জ্ঞানোন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে মাতাই রাজা, মাতাই রাণী, মাতাই ঈশ্বরী। সুতরাং মাতার নিকট সন্তানগণ এই সমস্ত সদুপদেশ পাইলে তাহা তাহাদের অবশ্যই প্রতিপালনীয় হয়। এরূপ অবস্থায় সেই মাতা যদি অশিক্ষিতা হয়, তাহা হইলে কখনও অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল হইতে পারে না।”

“ধূম যেমন নির্ম্মল আকাশকে মলিন করিয়া ফেলে, অজ্ঞতাও সেইরূপ মানুষের বিচারশক্তিকে অক্ষম ও মলিন করিয়া থাকে। সচরাচরই দেখা যাইতেছে যে, নীতিজ্ঞানবিহীনা

অশিক্ষিতা জননীরা সন্তানগণকে পাপপথে পদার্পণ করিতে দেখিলেও শিক্ষার অভাবে ও অবিহিত স্নেহের অনুরোধে বাঁধাদিতে পারে না। তাহাতে সন্তানগণের মানসক্ষেত্রে যে সকল কুসংস্কার ও পাপাঙ্কুর বদ্ধমূল হয়, উত্তর কালে তাহা জ্ঞানাস্ত্রের সাহায্যেও সম্যক্‌প্রকারে উন্মূলিত হইতে পারে না। যেমন নির্য্যাস-মসী-রঞ্জিতবস্ত্র বা দগ্ধকাষ্ঠ খণ্ড শতশত প্রক্ষালনেও অকলঙ্ক হইতে পারে না, তদ্রূপ মাতরনুক্ত দোষও একেবারে বিদূরিত হইতে পারে না। সুতরাং অকপট স্নেহের আধার জননীও কার্য্য বিশেষে সন্তানের শত্রু হইয়া থাকেন। শিশুকাল হইতে সুকুমারমতি বালকগণের মানসক্ষেত্রে সদুপদেশরূপ ধর্ম্মবীজ বিক্ষিপ্ত হইলে তাহা আচার্য্যের শিক্ষা সলিলে ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। অতএব বৎসে! জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া ঐশ্বরিক বিধান যতদূর জানা যায়, তাহাতে একান্ত বিশ্বাস করিয়া তদনুসারেই চলা কর্ত্তব্য।”

উত্তরা সুভদ্রা কর্ত্তৃক এই প্রকার নানা বিধ উপদেশ লাভ করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা ও মনের প্রফুল্লতা সাধনে যত্নবতী হইলেন। অতঃপর যথাকালে সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত একটি পুত্র তদীয় ক্রোড় অলঙ্কৃত করিল। তদ্দর্শনে আত্মীয় গণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। রাজা যুধিষ্ঠির বালকের মঙ্গলার্থ নানাবিধ মাঙ্গলিক কার্য্য দেবার্চ্চন ও কুলরীত্যনুসারে জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সকল মহা সমারোহে সুসম্পন্ন করিয়া, নবজাত কুমারের নাম পরীক্ষিৎ রাখিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির কিয়দ্দিবস রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করিয়া, পাঞ্চালী এবং ভ্রাতৃগণ সহিত মহাপ্রস্থান করিলেন। বিরাট তনয়া উত্তরা, ইন্দ্রপ্রস্থাধিপতি রাজা বজ্রবীরের সহায়তায় মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে, বালককে অবলম্বন করিয়া স্বয়ং রাজ্য শাসন ও প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কুমার পরীক্ষিৎ ক্রমে বয়স্ক হইতে আরম্ভ করিলেন; একদা রাজ্ঞী উত্তরা, স্বীয় পুত্রকে বিদ্যাভ্যাসোপযুক্ত দেখিয়া তাঁহাকে বিদ্যাভ্যাস সম্বন্ধীয় বিবিধ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক কৃপাচার্য্য নিকট শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। পরীক্ষিৎ মাতার নিয়োগানুসারে পরিশ্রম পূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। বিপ্রর্ষি কৃপাচার্য্য, পরীক্ষিতের বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ অনুরাগ ও যত্ন দেখিয়া তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহে সর্ব্বদা বিদ্যাভ্যাস সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য বিষয়েও নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিতেন। একদা কৃপাচার্য্য পরীক্ষিৎকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন বৎস! পাঠবিদ্যা যেমন শিক্ষা করা আবশ্যক, তেমন নীতি বিদ্যাদিও শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে শীঘ্র পাঠ বিদ্যা শিক্ষা হয় না, বিশেষতঃ অন্যান্য বিষয়েও জ্ঞান লাভ হইতে পারে না।"

"হে বৎস! জ্ঞানিগণের শাসন অবজ্ঞা করিও না; আত্মদোষ শ্রবণে কুপিত হইও না, দোষ পরিহারার্থে দোষ শ্রবণ করিবে। শ্রবণে অপ্রিয় অথচ পরিণামে সুখকর এমন বক্তাকে উৎসাহ ও ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। বিদ্যাবিমূঢ় ব্যক্তিরা তমো-

গুণের বশীভূত হইয়া কদাপিও নতশির হয় না। তাহারা মনে করে যে, বিনয়াবনত হইলেই মান্ যাবে, যশ যাবে, বীরত্ব থাকিবে না। সামান্য একটি নিন্দার কথা শুনিলে, বা তাহাদের ইচ্ছার প্রতিকূলে কেহ সামান্য কোন একটি কার্য্য করিলেও তখনই ক্রোধান্ধ হইয়া উঠে, কিন্তু বিদ্যাবন্ত সহৃদয় ব্যক্তিকে নিন্দা করিলেও তিনি তদ্বিষয়ের মূল কারণ না জানিয়া ক্রুদ্ধ হয়েন না, তাঁহাকে আত্মগ্লানি কি দুশ্চিন্তাদিতেও দগ্ধ করিতে পারে না। বিদ্যা অবিনশ্বর ও পরম সুহৃদয় ধন বটে। সামান্য ধন নানারূপে নষ্ট হইয়া থাকে এবং তন্নিমিত্তে কখন কখন প্রাণও বিনাশ হয়, কিন্তু এই ধন কেহ নিতে পারে না, দান করিলে বৃদ্ধি পায়। আর যেমন বৃক্ষগণ ফলবান হইলে নতশাখ হয়, তদ্রূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বভাবতই ন্যায়বান ও সাধু চরিত হয়। বিদ্যাই সর্ব্বপূজ্য; বিদ্যাই যশ, মান, ধন ও সুখৈশ্বর্য্যানন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। সেই পূজ্যতমা বিদ্যার সেবা কিরূপে করিতে হয়, এইক্ষণ তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর।"

"কোন্ কোন্ মানসিক গতিতে জ্ঞানের হানি এবং কোন্ কোন্ মানসিক গতিতে জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পঞ্চম বৎসর হইতে যে কোন বিদ্যা শিক্ষা করাযায় তাহাতেই সময়ে সুফল পাওয়া যায়। হে বৎস! প্রত্যহ নূতন নূতন পুস্তক পাঠ কি নূতন নূতন নিয়ম সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ যখন আমাদিগের মনোবৃত্তি আন্দোলিত হইয়া যুগপৎ বহুবিষয়ে সংযোজিত হয়, তখন ঐ বৃত্তি খণ্ডীকৃত হইয়া প্রত্যেক্ বিষয়েতে মনোযোগের ন্যূনতা ঘটে। সুতরাং একটী বিষয়েও উত্তমরূপে মনোস্থির হয় না, মনোবৃত্তি চঞ্চল হইয়া কিছুই

হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না; অতএব একদা বহু বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবে না। কোন্ পুস্তক এবং তাহার কতদূর পড়িতে হইবে, তাহা স্থির করিয়া পাঠ আরম্ভ করা উচিত। এক এক বিষয়ে অধিক সময় পাঠ ও বারংবার পাঠ্য বিষয় স্মরণ করিলে তাহা সত্বর হৃদয়ঙ্গম হয়। যে সকল বিষয় কঠিন বলিয়া বোধ হয় তাহা পুনঃপুন অধ্যয়ন করিবে। অধিক পরিমাণে কিংম্বা নানা বিধ পুস্তক পড়িলেই যে শীঘ্র শীঘ্র জ্ঞানোন্নতি হয়, এমন নহে। তাহাতে অপরিপক্ক কথঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ হয় বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। এক পুস্তকের মর্ম্ম সম্যক অবগত না হইয়া তাহা পরিত্যাগ করা, কি এক পুস্তক পাঠ কালে অন্য পুস্তকে মনো-যোগ করা কিম্বা পুস্তকের যে অংশ কঠিন বলিয়া বোধ হয় তাহা পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি না করা অতিব গর্হিত কার্য্য। গ্রন্থগত বিদ্যা কণ্ঠগত হইলেই হৃদয়স্থ বা মস্তিষ্কস্থ হয় না। পাঠ্য বিষয় অভ্যস্থ থাকিলেও অবকাশমতে পুনঃপুনঃ তাহা পাঠ ও তদা-লোচনা করিবে।”

“পাঠ্যবিষয়ের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশ্য ব্যতীত সত্বর সত্বর পুস্তক পাঠ করিয়া সমাপ্ত করার ইচ্ছা হইলে শীঘ্র শীঘ্রই সমুদয় পুস্তক পাঠ সমাপ্ত হয় বটে, কিন্তু তদ্দারা কোন উন্নতি হয় না। মেঘের ছায়া যেমন ভূমির উপর দিয়া বেগে গমন করে, পাঠকের দৃষ্টিও তদ্রূপ পুস্তকের পত্রের উপর দিয়া শীঘ্র চলিয়া যায়; সুতরাং কোন উপকারে আইসে না। পাঠ্য বিষয়ের প্রতি স্থিরচিত্তে দৃষ্টি না রাখিলে, প্রচুর সময় অবিচলিত চিত্তে ব্যয় না করিলে, বাল্যকাল হইতে চিত্তবৃত্তি স্থির না রাখিলে, অনিয়মিতরূপে শিক্ষা করিলে, অধিক পরিমাণে কিম্বা

অনিচ্ছা পূর্ব্বক মনোবৃত্তি চালনা করিলে, শিক্ষিতব্য বিষয় সকল শ্রেণী বদ্ধরূপে ক্রমিক অভ্যাস না করিলে মনোবৃত্তি দুর্ব্বল হইয়া বুদ্ধিবৃত্তির তেজস্বীতা নষ্ট এবং মস্তিষ্ক পীড়া ও চক্ষুর্জ্যোতি হীনতাদি রোগোৎপন্ন হয়; স্মৃতিশক্তির বিকাশ হয় না। তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞানলাভ হয় বটে, কিন্তু তাহা ইন্দ্রধনুর ন্যায় দেখিতে দেখিতে অল্পকাল মধ্যেই অন্তরাকাশে বিলীন হইয়া যায়।"

"বিদ্যা মহাধন, বিদ্যা কর্ত্তৃক অনেক বন্ধুসংঘটন হয় বটে, কিন্তু ঐ বিদ্যা দুর্জ্জনসমাজে সমালোচনা করিবে না, করিলে জীবন সংশয়রূপ অনিষ্ট ঘটনা অথবা তত্তুল্য অন্য কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা হয়; অতএব অবিদ্বান্ সমাজে সাবধান থাকিবে, নতুবা বিপদ গ্রস্থ হইতে হইবে। আর অনেকেই হাস্য কৌতু-কাদিকে দোষাকর মনে করে, ইহা বাস্তবিক ভ্রম মাত্র। যখন হাস্য কৌতুক দ্বারা মনোবৃত্তি কিয়ৎকাল সঞ্চালন করিলে শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক সুখ সমুদ্ভূত হয়, তখন তাহাতে কিঞ্চিৎ কাল ক্ষেপণ করা দূষণীয় নহে, কিন্তু কৌতুকাদিতে পাপের সাহচর্য্য থাকাই নিন্দনীয়; অতএব সুস্থির চিত্তে নানা বিষয় আলোচনা ও মনের প্রফুল্লতা সাধন জন্য কখন কখন আমোদ কৌতুকে কিঞ্চিৎ কালক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু অধিক কাল আমোদ প্রমোদে রত থাকিবে না; থাকিলে, শিক্ষা করায় উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া তোষামোদ প্রিয় ও অলস হইতে হয়। অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম না করিয়া নিয়মিতরূপে পাঠ্য বিষয় পাঠ করিলে স্মৃতিশক্তি উন্নত ও বর্দ্ধিত হয়। এক বিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়া অন্য বিষয়ে মনঃ সংযোগ করিলে কোন বিষয়ই শিক্ষা হয় না।

অগ্রে সরল ভাষায় পুস্তকাবলী পাঠ করিয়া প্রথমাবাধ তাহার মর্ম্মাবগত হইলে, ক্রমে শিক্ষা জনিত ক্লেশ ও শ্রম সুখদায়ক হয় এবং মনোবৃত্তি ক্রমে মার্জ্জিত হইয়া ক্রমশঃ কঠিন ও কুটিল—শব্দোচ্চারণে ও তত্রসাস্বাদনে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়। এতদন্তথায় প্রথমেই কঠিন পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলে মনোবৃত্তিকে ক্ষমতার অতিরিক্ত চালনা করা হয়, ইহাতে শিরঃ-পীড়াদি নানা রোগের সঞ্চার হইতে পারে। অতএব শৈশব কাল হইতেই নিয়মিত পরিশ্রম, আহার এবং যথাসময়ে ব্যায়াম, বিশ্রাম ও নিদ্রা দ্বারা শরীর রক্ষা করিবে। এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিলে কোন প্রকার পীড়া হইতে পারে না, হইলে কি থাকিলে তাহাও দূর হয় এবং ক্রমে মনোবৃত্তি উন্নত হইয়া গত বিষয়ের তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ হয়।”

“শিক্ষা করার কল্পনা যতই উত্তম হউক না কেন, তাহাতে দৃঢ়তা ও ধৈর্য্যাবলম্বন করা আবশ্যক। মনোবৃত্তি সহজেই চঞ্চল, তাহাতে আবার সময়ে সময়ে গতানুশোচনা ও বৃথা চিন্তায় মন আকৃষ্ট হইয়া চঞ্চল হইলে শিক্ষার প্রতিবন্ধক হয়, এই সকল প্রতিবন্ধক নাশের ঔষধ একমাত্র ধৈর্য্য। নিরন্তর মানসিক শ্রম, শিক্ষার সম্যক্ অনুকূল নহে; সময়ে সময়ে মনোবৃত্তিকে চিন্তাভার হইতে বিমুক্ত রাখা কর্ত্তব্য। পাঠ্য পুস্তক পাঠ কালে, অন্য কোন চিন্তা উপস্থিত হইয়া মন চঞ্চল হইলে, পাঠ্য বিষয় উচ্চৈঃস্বরে পাঠ বা আলোচনা অথবা তাহা লিখিতে চেষ্টা করা বিধেয়। শরীর ও মন, এতদুভয়ের যথোচিত উৎকর্ষ সাধনই “শিক্ষা” শব্দের প্রকৃত অর্থ। অলসতা ও শরীর ক্রিয়া-শূন্য থাকিলে, অনর্থকর ভোগ বাসনাদির দ্বারা অন্তঃকরণের

বৃত্তি সকল স্বভাবতই আক্রান্ত হয়, অতএব নিয়মিত ব্যায়াম, বিশ্রাম ও পরিশ্রম দ্বারা তাহা অপনীত করিও। হে বৎস! মানসিক শিক্ষা ত্রিবিধ; ধর্ম্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষা ও বুদ্ধিসংস্কার। সর্ব্ব বিষয়ে পরের মুখাপেক্ষী হওয়া কদাপি স্পৃহনীয় নহে। নীচ কার্য্য দ্বারা জীবন রক্ষা করিতে হইলেও পাপ কার্য্য দ্বারা জীবনরক্ষা করা বিহিত নহে। প্রথম বয়সের মধ্যেই প্রয়োজনানুরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া শেষে ধনোপার্জ্জন করিতে হয় এবং উপার্জ্জিত ধন অবস্থানুসারে বিভাগ করিয়া একাংশ দ্বারা সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়, একাংশ দীন দুঃখীকে দান ও সাধারণের উপকারার্থে ব্যয় করিতে হয় এবং একাংশ বার্দ্ধক্যাবস্থায় ক্লেশ নিবারণার্থে সঞ্চিত রাখা কর্ত্তব্য; নতুবা অমিত ব্যয়ী হইয়া কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় না রাখিলে পরিণামে ক্লেশ সংঘটিত হওয়া বিচিত্র নহে।”

“হে বৎস! পঞ্চদশ বৎসর অতীত হইলেই মানবগণ যৌবন সোপানে অধিরূঢ় হয়; এই কাল অতি ভয়ানক কাল, এই কালে যৌবনের অত্যাচার নিবন্ধন প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিতে সকলেরই ইচ্ছা বলবতী হয়, অতএব এই কালে পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ, পর-ধন মৃৎপিণ্ডবৎ এবং সর্ব্ব প্রকার প্রাণীগণের সহিত আত্মবৎ ব্যবহার করিতে শিক্ষা ও যত্ন করিবে। সতত সাবধানতা অবলম্বনে মিথ্যা কপটতাদি পরিহার পূর্ব্বক সত্যের শরণাগত হইয়া ধর্ম্মদৃষ্টে সমস্ত কার্য্য করিবে। প্রয়োজন শূন্য বিবাদে কোনও পক্ষ অবলম্বন করিবে না। অর্থনাশ, মনস্তাপ, অপমান ও বঞ্চনাদি হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিতে যত্ন করিবে এবং কদাপি গৃহছিদ্র বা গুপ্ত মন্ত্রণাদি প্রকাশ করিবে না। পণ্ডিতের নিকট

চাতুরালী এবং মূর্খের নিকট পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবে না। আর যেমন কণ্টক দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিতে হয়, সেইরূপ এক শত্রু দ্বারা অপর শত্রুকে দমন করিবে। নিষ্ঠুরতা, ভীরুতা, আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা, অনুৎসাহ, অসূয়া এবং অব্যবস্থিতচিত্ততা প্রভৃতি দোষসমূহ পরিত্যাগ করিবে।"

"হে বৎস! পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত নদীর ন্যায় জীবন, যৌবন ও ধন দ্রুতগামী, ইহা স্মরণ রাখিয়া গুরুজন সহ নম্রতা, মিত্রের সহিত সরলতা, আত্মীয়গণের সহিত সমভাবে ব্যবহার করিবে। পত্নীকে প্রেমালাপ এবং সর্ব্ব প্রকার জনগণকে প্রণয়-গর্ভ বিনয়ালাপ দ্বারা বশীভূত রাখিবে। বিনয়ী ব্যক্তি শত্রুরও মিত্র হয়। কাহাকে কোন কথা বলিতে হইলে সরল ও সহজ কথা দ্বারা ধীরে ধীরে বক্তব্য বিষয় বুঝাইয়া দিবে, শব্দাড়ম্বর করিবে না। বৎস! সৎসংসর্গের অনেক গুণ, দেখ মূর্খলো-কেরাও সাধুজনের সহবাসে বিজ্ঞতা লাভ করে; কুসুমের সঙ্গ কীটও সাধুব্যক্তির মস্তকে আরোহণ করে; বিদ্যা ও রাজত্ব তুল্য নহে; রাজা নিজ দেশেই পূজনীয়; বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্ব্ব-স্থানেই সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। অতএব আপনাকে অজর অমর ভাবিয়া বিদ্যাশিক্ষা এবং অর্থ উপার্জ্জন করিবে এবং স্বীয় চরম কাল সন্মুখীন মনে করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে।"

"শিক্ষা" বলিলেই কেবল "লিখা পড়া শিক্ষা" এইরূপ জ্ঞান করা উচিত নহে। যে সকল বিষয় জানিলে জ্ঞানের সীমা ও আত্মাবলম্বনের শক্তি বর্দ্ধিত হয়, বুদ্ধি বৃত্তি মার্জ্জিত হয়, বিপদে পড়িলে বিপদুদ্ধারের ক্ষমতা জন্মে, নিজের ও জগতের কল্যাণ সাধনে সামর্থ হয় সেই সকল জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার নাম

"শিক্ষা" যিনি ঐরূপ শিক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন তিনিই "শিক্ষিত"। মন দিয়া আপনার কার্য্য করিলে, অবসর কাল বৃথা নষ্ট না করিয়া জ্ঞানালোচনা করিলে সময়ে সকলেরই অবস্থা ভাল হইতে পারে। আপনার অবস্থা আপনি ভাল করিতে চেষ্টা না করিলে অন্যের যত্নে ভাল হওয়া বড় কঠিন। অভিনিবেশ না থাকিলে কোন কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না, বিশেষ শিক্ষা লাভ অসম্ভব। ভাল ভাল পুস্তক পড়িলে স্বভাব ভাল হইতে পারে, ইহাতে সৎ সংসর্গের ফল লাভ হইয়া থাকে। অধ্যয়নের ফল অধ্যয়ন নহে, অধ্যয়ন—লব্ধ—তত্ত্ব সকল কার্য্যে খাটাইতে হইলে গাঢ়তর বুৎপত্তির আবশ্যক। বাক্‌জালে পর্য্যবসিত করা বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য নহে। বহুকাল অধ্যয়ন, পরিদর্শন ও বস্তুতত্ত্ব নির্ণয় করিতে করিতে লোক মার্জ্জিত বুদ্ধি ও পরিণত জ্ঞান হয়। বুদ্ধি সংস্কার, তর্কশক্তি, কল্পনাশক্তি, ন্যায় ও বিশ্বজনীন প্রীতি, বুদ্ধিবৃত্তি প্রত্যেক আত্মাতে নিহিত আছে। উহাদিগের যথোচিত উদ্বোধ হইলে বুদ্ধি সংস্কৃত ও মার্জ্জিত হয়। উপদেশ, অধ্যয়ন, বাহ্যজগৎ পর্য্যবেক্ষণ এবং আন্তরিক বৃত্তি সকলের পরিচিন্তন এই সকল উদ্বোধের উপায়।"

"ন্যায়বান্ সাধুচরিত না হইলে নানাবিধ বিদ্যা শিখিলেও বিদ্যার ফল লাভ হইতে পারে না। সর্পের উদরস্থ দুগ্ধ তুল্য দুষ্টের অভ্যস্থ বিদ্যা কেবল পরের প্রাণ পীড়ন প্রয়োজনীয়। অতএব খল ব্যক্তি যদ্যপি অত্যুত্তম বিদ্যাতেও প্রদীপ্ত হয় তথাপি মণিতে বিভূষিত সর্পতুল্য দুরন্ত পরিবর্জ্জনীয়। বৎস! ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও যে দুর্জ্জনের বিদ্যা বিরোধের নিমিত্ত,

ধন মত্ততার জন্য এবং শক্তি পরপীড়ণার্থ। বহ্নি যেমন স্পর্শমাত্র হোমকারী হোতাকেও দগ্ধ করে, তদ্রূপ অসৎ কোপন স্বভাব ব্যক্তিগণ উপকারী ব্যক্তিরও অপকার করিয়া থাকে। উই এবং ইন্দুরের ন্যায় আপন স্বার্থ নাথাকিলেও পরের অনিষ্ট ঘটাইয়া থাকে। অতএব অসৎ দুর্জ্জনকে কদাচ বিশ্বাস করিও না। তাহাদিগের সংসর্গ সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। বৎস! আর আর বিষয় সময়ান্তরে বলিব, এইক্ষণ পাঠ্য বিষয়ে মনঃ সংযোগ পূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হও।” পরীক্ষিৎ আচার্য্যের এবংবিধ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া উৎসাহের সহিত বিদ্যা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, ভূগোল, জ্যোতিষ এবং পদার্থ বিদ্যাদি নানা প্রকার দর্শন, বিজ্ঞানে বিচক্ষণ হইয়া উঠিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

কুমার পরীক্ষিত চতুর্ব্বিধ ধনুর্ব্বেদে ও নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী, শাস্ত্রাভ্যাস তৎপর ও ব্যায়ামকুশল হইয়া ক্রমে যৌবন পদবীতে পদার্পণ করিলেন; তদ্দর্শনে একদা রাজ্ঞী উত্তরা, রাজা বজ্রকে আহ্বান্ পূর্ব্বক বলিলেন, “হে রাজন্! জগতে যত কিছু আনন্দোৎসব আছে, তন্মধ্যে সন্তানগণের লালন পালন ও তাহাদের বিবাহাদি কার্য্যেই সমধিক আন্দোৎসব জ্ঞান হইয়া থাকে। আমি শুনিয়াছি, মদ্ররাজার সুমতি, শ্রীমতি, গুণবতী ও পরম সুন্দরী মাদ্রবতী নাম্নী একটি তনয়া আছে, আপনার

অনভিমত না হইলে, কুমার পরীক্ষিতের সহিত তাহার বিবাহ হইতে পারে। আপনি আমার হিতকামী, বিশেষতঃ পরম সুহৃদ আত্মীয়, অতএব এবিষয়ে আর অধিক কি বলিব? আপনি অমাত্যগণের সহিত পরামর্শানুসারে ইহার কি কর্ত্তব্য প্রকাশ করুন এবং যাহাতে কুমারের পরিণয় কার্য্য শীঘ্র সুসম্পন্ন হইতে পারে, তদ্বিষয়ে যত্নবান হউন।” রাজা উত্তরা কর্ত্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া, সচীবকে আহ্বান করত রাজ্ঞীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বিবাহ সম্বন্ধে পাত্রাপাত্র শুভাশুভ কালাকালাদি বিষয় বর্ণন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। সচীব রাজবাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া ববিলেন “রাজন্! আপনি যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, এতদপেক্ষা অহ্লাদের বিষয় আর কি হইতে পারে? তবে পাত্র ও কন্যার পরস্পর রূপ, গুণ, স্বভাব ও বয়স ইত্যাদির প্রতি বিশেষ বিবেচনা করিয়াই পরস্পরকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করা শ্রেয়স্কর।” রাজা বলিলেন, অমাত্য! আপনি যাহা বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা পূর্ব্বে সহসা কিরূপে জানা যাইতে পারে? না জানিয়াই বা কিরূপে এতবড় গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারাযায়? আরও দেখুন, উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেই যাবজ্জীবন পরস্পর পরস্পরের সুখদুঃখ ভাগী হইতে হয়। যুবকের নিকট স্ত্রীরন্যায় ভালবাসার পদার্থ আর নাই। যে যুবকের মন স্ত্রীরপাশে বাঁধা থাকে না সে ঘোর পাতকী ও ব্যভিচার দোষে দূষিত। পৃথিবীতে স্ত্রীর ন্যায় সম্পদে বিপদে সুখদুঃখে আর কে সহায় আছে? সেই স্ত্রী যদি অশিক্ষিতা দুঃখভাবা হয়, তাহা হইলে যে, কতবড় ভয়াবহ যাতনার কারণ হয়, কে না বুঝিতে পারেন? অতএব

বিবাহকালে দম্পতীর প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইতে হয়। সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইলে, পরস্পর পরস্পরের দুঃখ বিমোচন ও সুখ বর্দ্ধনে যত্নশীল না হইলে, দম্পতীর মধ্যে ব্যভিচার দোষ হইলে তাহা উভয়ের পক্ষেই অসহ্য যাতনা হয়। অশিক্ষিতা রমণীরা, পর প্রলোভনে ও দণ্ডভয়ে সহজেই আপনাকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া থাকে; এবং অবাস্তবিক ধর্ম্মোপদেশে বিশ্বাস পূর্ব্বক ঘোর কলুষে নিমগ্ন হয়। তাহাদের সহিত প্রথম উদ্যমে প্রণয় সঞ্চার হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা অধিককাল স্থায়ী হয় না; সুতরাং পরম সুন্দরী ভার্য্যার মনোহর রূপ লাবণ্যও অবিলম্বে মলিন বোধ হয়। অতএব পরিণয় যাহাতে পরিণামে সুখাবহ হইতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক যাহা হয়, তাহাই করুন।"

মন্ত্রী বলিলেন, "হে রাজন্! লোকের চরিত্র ও স্বাস্থ্যাদি বিষয়ে ভাবী শুভাশুভ নির্ণয় করা অনায়াসসাধ্য নহে। তদ্বিষয়ে শারীরিক লক্ষণাদি পরীক্ষাদ্বারা যে কতক জনা যাইতে পারে, তৎপ্রতি বিবেচনাশূন্য হইয়া কুলক্ষণ যুক্ত অথবা স্বকুলসন্নিহিত কোন বংশের পাত্র বা কন্যা গ্রহণ করা বিধেয় নহে। আর ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান না থাকাতে, যে শ্রেণীর যেটী প্রকৃতি-সিদ্ধ দোষ আছে, তাঁহা কোন মতে নিবাকৃত হইতে পারে না। অল্প বয়সে বা বৃদ্ধকালে বিবাহ করা অবৈধ। রোগগ্রস্ত, দুর্ব্বল, বিকলাঙ্গ, ক্ষীণাঙ্গ ও হীনাঙ্গ ব্যক্তির বিবাহ করা সঙ্গত নহে। পরস্পর শারীরিক লক্ষণালক্ষণ ও মানসিক প্রকৃতি নিরূপণ পূর্ব্বক অন্তত অলক্ষণাপেক্ষা শুভ-লক্ষণ অধিক থাকিলে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়া দূষণীয় নহে।

অধুনা বিবাহদাতাগণ সম্বন্ধ নির্ণয়কালে দম্পতীর ভাবী শুভাশুভ নির্ণয় করিয়া পুত্র কন্যার যেরূপ স্বভাব, রূপ, গুণ এবং শারীরিক অবস্থা, তদুপযুক্ত কন্যা পাত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া যে, পিতামাতার অবশ্য পরিশোধ্য ঋণ স্বরূপ, তৎপ্রতি প্রায়ই দৃষ্টি রাখেন না; কেবল গণপণের ও লাভালাভের আন্দোলন ও কৌলীন্যমর্য্যাদা রক্ষার উপায়ই অধিক চিন্তা করিয়া থাকেন। হে রাজন্! উল্লিখিত নিয়মের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে, অবৈধ পাণিগ্রহণের ফল কেবল দম্পতীর দুঃখভোগ মাত্রেই পর্য্যবসিত হয় না, সন্তানের মঙ্গলামঙ্গলও তদুপরি বিস্তর নির্ভর করে। বয়োজ্যেষ্ঠা কি দুঃশীলা বা কুলক্ষণা রমণীর পাণিগ্রহণ করিলে অথবা অলক্ষণযুক্ত দুঃশীল পুরুষের সহিত সুলক্ষণা সুশীলা কন্যার বিবাহ হইলে কিংবা পরস্পর বয়সের অত্যন্ত ন্যূনাধিক্য কি রূপগুণাদি পরস্পর বিপরীত হইলে দম্পতী কখনও শান্তি সুখের অধিকারী হয় না। তাহাদের পক্ষে সংসার অসার ও গরলময় হইয়া থাকে। পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, অসমবুদ্ধি ও বিপরীত মতাবলম্বী স্ত্রী পুরুষে পরিণয় হইলে উভয়কেই যাবজ্জীবন দুঃসহ যন্ত্রণানল ভোগ করিতেই হইবে, ইহা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ জানিবে। অতএব পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যাহাতে সংসার কারাগারের ন্যায় না হয়, এবং দম্পতী সুখে থাকিতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া উভয়ের শারীরিক লক্ষণালক্ষণ ও মানসিক প্রকৃতি চরিত্রবিষয়ে ভাবী শুভাশুভ বিচারপূর্ব্বক পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিবে।”

“শৈশবকালে বিবাহ করিলে অপ্রাকৃত অভ্যাস ও উত্তেজনা দ্বারা বালক বালিকার মনে কুপ্রবৃত্তিগুলি ঘৃণিতভাবে

উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং মানসিক ভাব অধিক পরিমাণে বিকৃত হইয়া নৈসর্গিক নিয়মবিরুদ্ধ ব্যবহার দ্বারা তাহাদের শরীর মন নিস্তেজ ও অবৃদ্ধিশালী এবং শরীর ভঙ্গ হইয়া যায়। বাল্য বিবাহ দ্বারা শরীর অতি অল্পকালেই বিকৃত, দুর্ব্বল ও রোগগ্রস্থ হয়; জীবন ধারণ, জ্ঞান শিক্ষা ও কার্য্য কর্ম্ম ক্ষমতা শক্তির হ্রাস হইয়া যায়। অল্প বয়সে সন্তান হইলে তাহারাও ক্ষীণজীবন, দুর্ব্বল মন ও অপ্রাকৃতিক শারীরিক অবস্থাবিশিষ্ট হয়। অল্প বয়সে সন্তানাদি হইতে আরম্ভ হইলে যে দেহ খর্ব্ব, শীর্ণ ও স্বাভাবিক লাবণ্য দূরীভূত হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। অল্প বয়সে গর্ত্তবতী হইয়া কত কত স্ত্রী নানাবিধ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। এবং অকালে কালকবলেও নিপতিত হয়। ঐ অবস্থায় বিনাক্লেশে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই যে বিঘ্ন দূর হয় এমন নহে। প্রসবান্তেও কত কত স্ত্রী যাতনা পাইয়া থাকে, ইয়ত্তা নাই। যৌবনাবস্থার পূর্ব্বে বালিকা স্বামী সহবাস করিতে বাধ্য হওয়াতেও কত কত বালিকার প্রাণ-সংশয় হইয়া থাকে। এই সকল বিষয় মনে মনে একটুকু বিবেচনা করিলেই বাল্যবিবাহ যে অতি অসুখের কারণ তাহা বুঝিবে। ঘটনা বশতঃ অল্প বয়সে বিবাহ হইলেও দম্পতীকে উপযুক্ত কাল-প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পৃথক্ রাখা কর্ত্তব্য। বালিকাদিগের মধ্যে ঋতুমতী হইবার কাল বিভিন্নতা, ইহা বালিকা বিশেষের শারীরিক অবস্থা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু অধিকাংশই সামাজিকঅবস্থা, মানসিকচিন্তা ও কার্য্যাদি হইতে সংঘটিত হয়। বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতেই নীচ প্রবৃত্তি সকল অতি অল্প বয়সে উত্তেজিত হয়

এবং তাহাই বালিকাদের শীঘ্র ঋতুমতী হওয়ার প্রধান কারণ।”

আর এক কথার উত্তর দিতেছি শ্রবণ করুন। ‘অশিক্ষিতা হইলেই দুঃস্বভাবা এবং লেখা পড়া শিখিলেই শিক্ষিতা হয়’ অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। দেখুন, শিক্ষিত অশিক্ষিত নাই; হিংস্রকগণের অতীক্ষ্ণাস্ত্র অপেক্ষা শাণিতাস্ত্র যেমন অধিক ভয়ঙ্কর হয়; সেইরূপ অদান্তেন্দ্রিয় মূঢ়চেতা অশিক্ষিত ব্যক্তি হইতে শিক্ষিতব্যক্তি মহাভীষণ হইয়া থাকে। বাস্তবিক যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস ও পরকালের ভয় না করে, তাহারাই পাপ পথে যাইয়া ক্রমাগত ঘোর কলুষে নিমগ্ন হইয়া থাকে; তবে, অশিক্ষিতগণের ন্যায় শিক্ষিতেরা সচরাচর প্রতারিত হয় না, তথাপি লোকে যে শিক্ষিতের দোষাশংই অধিক দেখে, তাহার কারণ এই যে, যেমন শুভ্রবস্ত্রে মসী একবিন্দু পতিত হইলেও অধিকতর উজ্জলতা ধারণ করে, সেইরূপ শিক্ষিতদিগের অল্প দোষও অধিক বলিয়া জ্ঞান হয়। লেখাপড়া জানিলেই যে “শিক্ষিত” হয়, এমন নহে; যাঁহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান ও বিষয় বুদ্ধি আছে, তাঁহারাই “শিক্ষিত” নামের উপযুক্ত। ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্না শিক্ষিতা মহিলাগণ সর্ব্বান্তর-দর্শী ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও ভয় করেন না; ইন্দ্রিয়-পরায়ণ অধার্ম্মিকেরা মৃত্যু ও দণ্ডভয়, অর্থ কি অন্যবিধ প্রলোভন দেখাইয়াও কিছুতেই তাঁহাদের নিকট অভিষ্টসিদ্ধি করিতে পারে না; তাঁহারা প্রাণ বা প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের জীবন হইতেও আপন সতীত্ব অধিক প্রিয়তম জ্ঞান করেন। শ্রীরাম-দয়ীতা সীতা অশিক্ষিতা হইলে, রাবণের ভীষণ দণ্ড ভয়ে ও

অপরিহার্য্য প্রলোভনে কখনও আপন দৃঢ়তা ও পতিভক্তি অচলা রাখিতে অথবা বিনা অপরাধে গর্ব্ভাবস্থায় অরণ্যনির্ব্বাসনজনিত দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিতে পারিতেন না। যাহারা সীতা, সুনিতী, চিন্তা, দময়ন্তী এবং সাবিত্রী প্রভৃতি সতীগণের জীবন চরিত পাঠ করিয়াছেন, তাহারাই শিক্ষিতা মহিলাগণের অন্তঃকরণ যে কতদূর বলবান্ তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। হে রাজন! ভার্য্যাই গৃহস্থের মিত্র, গৃহে গৃহলক্ষ্মী, দৈবকৃত সখী শুশ্রূষায় সেবিকা এবং গমনে ছায়াস্বরূপিণী। ধর্ম্মপত্নীই সংসারিগণের সর্ব্বপ্রকার অরাম স্থান এবং অপূর্ব্ব পার্থিব সুখের নিদান। লোকের চরিত্র যতই উচ্ছৃঙ্খল হউক না কেন, সংসারে প্রেয়সী স্ত্রী এবং পুত্র থাকিলেই তাহার একটি বন্ধন থাকে; বিশেষতঃ স্ত্রী সুশীলা ও প্রিয়বাদিনী হইলে তাহার সংসার-বন্ধন আরও দৃঢ়তর হয়। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ ফল প্রাপ্তির নিমিত্তই পত্নী গ্রহণ করা আবশ্যক। বিরলে প্রমোদ সময়ে প্রিয়ভাষিণী পত্নী পরম সখী স্বরূপা এবং দুঃখের সময় জননীর ন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন। স্ত্রী সাধ্বী হইলে পুরুষের কদাচ অধোগতি হয় না; সংসারাশ্রমে নারী শ্রেষ্ঠতরা; স্ত্রীহীন গৃহ শ্মশান তুল্য; গৃহস্থ ব্যক্তি অতুল ঐশ্বর্য্যপতি হইয়াও স্ত্রীবিহীন হইলে তাহার, "গৃহশূন্য" হয়। বাস্তবিক স্ত্রীগণ যে গৃহের শ্রীস্বরূপা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নিতান্ত দুঃখে ম্লানবদনা থাকিলেও যেমন স্বামী দর্শনমাত্র নারীর মুখমণ্ডল প্রফুল্লিত ও ঈষৎ হাস্যযুক্ত হয়, তেমন প্রিয়বাদিনী সদাচারিণী প্রেয়সীকে, দুঃখ দুশ্চিন্তার সময় দর্শন করিলে বা তৎসহবাস লাভ হইলে পতির প্রেমানন্দ বর্দ্ধিত ও সর্ব্বসন্তাপ দূরীভূত হয়; প্রকাশ

না করিলেও হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ মুখমণ্ডলে হৃদ্গত ভাব প্রকটিত হইয়া থাকে।” অমাত্য এই বলিয়াই মদ্ররাজ তনয়ার রূপ, গুণ, বয়স ও শীলতাদি সবিশেষ বর্ণন করিলেন। তচ্ছ্রবণে রাজা পরম প্রীত হইয়া তৎক্ষণাৎ দূত প্রেরণ পূর্ব্বক মদ্ররাজকে স্বাভিপ্রায় জ্ঞাপন করাইলেন।

মদ্ররাজসমীপে বজ্ররাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত দূত সবিশেষ জ্ঞাপন করিলে, তিনি স্বীয় অমাত্যকে আহ্বান্ পূর্ব্বক বলিলেন, “হে অমাত্য! ইন্দ্রপ্রস্থাধিপতি রাজা বজ্র, কুরুকুলধুরন্ধর শত্রু-তাপন মহাবাহু অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের সহিত মাদ্রবতীর শুভ পরিণয়াভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন; ইহাতে আপনার অভিমত কি? প্রকাশ করুন। সচীব নরপতি কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া বলিলেন, “হে ভূপতে! এবিষয়ে আর মতামত কি? যাহা অভিরুচি তাহাই করুন। কুরুবংশে ভবদীয়তনয়া সম্প্রদান করিবেন, এতদপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি হইতে পারে? তবে, আপনার কন্যা এবং জামাতার পরস্পর প্রণয়াভাস হওয়ার কারণ আছে কি না, কেবল তাহাই দেখা আবশ্যক। কারণ, দুহিতা পরিণেতার প্রতি অনুরক্তা হইলে ত কোন কথাই থাকে না, কিন্তু যদি দম্পতীর ভিন্নাভিপ্রায় বশতঃ পরস্পর প্রণয় না হয় তবে যে কিরূপ অসুখের কারণ হয় তাহা অন্যের উপলব্ধি করিবার সাধ্য কি? যে দম্পতীর পরস্পর মানসানৈক্য তাহারই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। কত শত পরিবার মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে যে, পিতা মাতা স্বেচ্ছানুসারে, অজ্ঞতা ও মূঢ়তা নিবন্ধন কালাকাল ও পাত্রাপাত্র বিবেচনা শূন্য হইয়া, আত্মজার ভাবী সুখের পথে কণ্টক হইয়া থাকেন। অর্থলোলুপ-

দিগের অর্থ পাইলে আর আপত্তির কোন কারণই থাকে না! কন্যার বিনিময়ে গৃহীত ধনের নাম হয় "কুলোচিত পণ" তাহা না হইলে, কন্যা বা পাত্রের রূপ, গুণ বা বয়সের ন্যূনাধিক্যবশতঃ মূল্যের ন্যূনাধিক্য হইবার আর কারণ কি? স্বার্থলোভী অজ্ঞ অভিভাবকগণ কন্যার দুঃখের কারণ হইলে শেষে, "কন্যার অদৃষ্টে সুখছিল না" ও "নির্ব্বন্ধের দোষ" ইত্যাদি বলিয়া আপন দোষ খণ্ডাইবার বৃথা চেষ্টা পায়েন, বাস্তব অপাত্রে দান জনিত অপরাধ হইতে এই অভ্যাস্থ বাক্য বলিয়া কখনও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। কন্যা দিয়া যে ব্যক্তি ধন গ্রহণ করিবে এবং অর্থ দ্বারা কন্যা আনিয়া যে ব্যক্তি বিবাহ করিবে সেই সেই ব্যক্তির ও তাহার পিতৃগণের উৰ্দ্ধগতি হইতে পারে না।

"হে রাজন্! তনয়া কন্যাকাল প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে, বিবাহ দেওয়া যেমন অকর্ত্তব্য, তদ্রূপ বিবাহের কাল প্রাপ্ত হইলেও কন্যাকে অদত্তাবস্থায় দীর্ঘকাল রাখা অত্যন্ত দূষণীয়। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে "স্ত্রী ছায়াবৎ পতির অনুগামিনী ও সখীতুল্য হিতৈষিণী হইবে; সদা প্রিয় বাদিনী ও সদাচারিণী হইবে; কদাচ প্রলাপ বাদিনী, বা ধর্ম্মকর্ম্মে বিরোধিনী হইবে না; সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহে যত্নযুক্তা হইবে; পতি ভিন্ন অন্য অপর পুরুষের রূপধ্যান করিবে না; পতিই সতীর একমাত্র গতি।" কন্যা যে পর্য্যন্ত এই সকল ধর্ম্মনীতি জ্ঞাত হইয়া পতি মর্য্যাদা ও পতি সেবা শুশ্রূষা সম্যক অবগত না হয় এবং যতকাল তাহার সন্তান পালন ক্ষমতা ও সন্তানের মানসিক উন্নতি সাধন বিষয়ে জ্ঞান না জন্মে জ্ঞানবান পিতা ততকাল আপন দুহিতাকে বিবাহ দিবেন না। ইহার অন্যথাচরণ করিলে

ও পরিণয় পরিণামে তাদৃক সুখাবহ না হইলে, বিবাহদাতা ঈশ্বর সমীপে অবশ্যই দণ্ডনীয় হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।” অতএব আপনার তনয়া যদি কন্যাকাল প্রাপ্ত বিবাহোপযুক্তা হইয়া থাকেন,তাহা হইলে এইক্ষণ সৎপাত্রে দান করাই কর্ত্তব্য। কুল, শীল, প্রভুতা, বিদ্যা, চরিত্র খ্যাতি, এবং সুলক্ষণাক্রান্তদেহ এই সাতটি গুণযুক্ত যে পুরুষ হইবেন, তাঁহাকেই কন্যাদান করা উচিত। অভিমন্যু-কুমারে ইহার কিছুরই অভাব নাই। যাহা জানি বলিলাম, এইক্ষণ যাহা ইচ্ছা হয়, করুন।”

অনন্তর রাজা আগন্তুক দূতকে যথোচিত পারিতোষিক দান ও কন্যা বিবাহে সম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক বিবাহের দিন ধার্য্য করত বিদায় করিলেন এবং আনুপূর্ব্বিক সকল কর্ম্মের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নানা দেশে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করিয়া, নিরূপিত দিবসে অমাত্য ও বন্ধুগণের সহিত কুমার পরীক্ষিৎকে আনিতে স্বীয় সচীব প্রেরণ করিলেন। যথাকালে চতুর্দ্দিক হইতে চতুরঙ্গদলে নৃপতিগণ পদব্রজে বুধগণ মদ্ররাজ ভবনে সমাগত হইয়া সমুচিত সম্মানান্তর যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলে, পরীক্ষিৎ বর বেশে সুসজ্জিত হইয়া অমাত্য ও বন্ধুগণের সহিত তৎসকাশে সমুপনীত হইলেন। অতঃপর আয়তলোচনা সুমধ্যমা চারুহাসিনী রাজবালা পরিণয়সূচকবেশে সহচরীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া বিবাহ সভায় আনিতা হইলে, ভূপালগণ, জ্যোতির্ম্ময়ী স্থিরাসৌদামিনীর ন্যায় অপরূপ রূপ লাবণ্যবতী রাজ-তনয়ার সুরম্য মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বরকন্যা পরস্পর সম্মতিমতে প্রতিজ্ঞা সূত্রে আবদ্ধ হইলে, মদ্ররাজ কুলরীত্যনুসারে উভয়ের বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করা

ইলেন। রাজ-কুমারী তদুপযুক্ত সৎপাত্রের হস্তগতা হওয়ায় সভাগণ যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া, নব দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক স্বস্ব স্থানে গমন করিলেন।

শুভ পরিণয়ের পর কুমার পরীক্ষিৎ নবোঢ়া পত্নীর সহবাসে কতককাল পরমানন্দে যাপন করিয়া যথাসময়ে শ্বশ্রু ভবন পরিত্যাগ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, রাজা শ্বশুরালয়ে কন্যা প্রেরণের যথোচিত সামগ্রী প্রস্তুত করিতে যত্নবান হইলেন। রাজ নন্দিনী গমন সময় উপস্থিত দেখিয়া মাতার অঞ্চল ধারণ করত কাতর নয়নে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তাহাতে জননীর অকপট স্নেহময় হৃদয়সাগর ভাবী বিচ্ছেদাশঙ্কার তরঙ্গমালায় বিচলিত হইল। রাজ্ঞী আত্মজাকে ক্রোড়ে লইয়া নানা প্রকার প্রবোধ প্রদানান্তে সান্ত্বনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ বৎসে! পিতা মাতা কেবল কন্যাগণের বাল্যাবস্থায় প্রতিপালন জন্য, তদ্ভিন্ন যৌবনে ভর্ত্তা ও বার্দ্ধক্যে সন্তানগণই সমস্ত সুখের আকর হয়। পতি পরায়ণা হইলেই 'সতী সাধ্বী' নামে অভিহিতা হয়। দেখ, মা! যাগ, যজ্ঞ, দান, ব্রত ও দেবর্চ্চনাদি যত প্রকার ধর্ম্মচর্চ্চা আছে, তন্মধ্যে পিতৃ মাতৃ সেবা এবং দাম্পত্য ধর্ম্ম পালন অর্থাৎ পতি পত্নীর মধ্যে প্রণয়ের পবিত্রতা ও ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করা এবং পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ধর্ম্ম। পতির সেবা শুশ্রূষায় বিরত থাকিয়া স্ত্রীগণ অন্যান্য যতই ধর্ম্ম কর্ম্ম করুক না কেন সকলই নিষ্ফল হইয়া থাকে। পতি বাক্যে উপেক্ষা ও তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইলে অবলার কি না দুঃখ সম্ভবে? দুর্ভাগ্য ক্রমে পতি জড়, রোগী, দরিদ্র অথবা মূর্খ হইলেও পত্নীর পরিত্যাজ্য

নহে। শিশুগণের যেমন জননী গতি, তদ্রূপ পতিই সতীর এক মাত্র গতি। অতএব বৎসে! পতি কর্তৃক তিরস্কৃতা অথবা বিড়ম্বিতা হইলেও পতিমর্য্যাদা লঙ্ঘন বা তদীয় বাক্যে উপেক্ষা কি তাঁহার হিত সাধনে ত্রুটী করিও না। স্বামী সমীপে জ্ঞানাভরণ ব্যতীত সামান্য বসন ভূষণাদির জন্য কি অন্য কোন প্রকারের সুখভোগাভিলাষিণী হইয়া কদাচ স্বয়ং কোন কথা উল্লেখ করিও না। বিনা দোষে তাড়না করিলে কিংবা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দুঃখ দূর না করিলে ক্ষুণ্নমনা না হইয়া সকলই সহ্য করিয়া থাকিবে, কদাপি গর্ব্বিতা হইবে না। যে স্থলে পতিনিন্দা বা অসদ্বিষয়ের আলোচনা হয়, তথায় তিলার্দ্ধকালও থাকিবে না। অসদ্বিষয়ের আলোচনাতেও মনের ভাব অপবিত্র হয়। মনে যখন যে ভাবোদয় হইবে, তাহা পতির নিকট গোপন করিবে না। পতি ব্যভিচারী, অবাধ্য, ক্লেশদাতা, হইলেও উগ্রবাদিনী না হইয়া সহজ কৌশলে এবং সদাচার ও সদনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাকে সৎপথে ও বাধ্য রাখিতে যত্নবতী হইবে। বৎসে! অসতী স্ত্রীগণেরাই মন্ত্রৌষধী দ্বারা পতি বশীভূতের চেষ্টা পায়, কিন্তু তাদৃশী দূরভিলাষিণী দুরাচারিণী স্ত্রীর আশা অনেক স্থলেই ফলবতী না হইয়া বিপরীত বিষময় ফল হইয়া থাকে। ডাকিনীর ন্যায় যে স্ত্রী মন্ত্রৌষধী অনুসন্ধান করে পতি তাহাকে সর্পের ন্যায় ভয় করে। মন্ত্রৌষধী দোষে অনেক স্থলেই উপকার না হইয়া স্বামী অবাধ্য, নানা প্রকার রোগগ্রস্থ এবং মৃত্যু মুখেও পতিত হইয়া থাকে। অতএব বিনয়, নম্রতা, সদাচার, সদনুষ্ঠান ও কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতি গুণে পতিকে বশীভূত রাখিতে সতত যত্নবতী হইবে। বিবাহ কালে স্বামী বরণ করার যে প্রথা আছে, উহা অতি প্রশিষ্ট। হস্ত

সঞ্চালন, কটাক্ষ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ভাব ভঙ্গি দ্বারা পরস্পরের তেজ পরস্পরে আকর্ষিত ও বিক্ষেপ হইয়া প্রণয় বন্ধন দৃঢ় হইতে পারে, অতএব ঐ বরণরীতি কৌশল অবগত হইয়া যথাবিহিত রূপে তদ্দ্বারা অবাধ্য হইলে পতিকে বাধ্য রাখিতে চেষ্টা করিবে। এই বরণ দ্বারা কেবল স্ত্রী পুরুষ কেন, সকলকেই বাধ্য করা যাইতে পারে; দেবতা পর্য্যন্ত বশীভূত হয়। যাহাতে পতির অনিচ্ছা বা অসন্তোষ হয় এইরূপ কোন কার্য্য করিবে না, কদাচ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিবে না, কার্য্য ব্যতীত মনোময় স্থানে দাঁড়াইবে না। সর্ব্বদা অপত্যবৎ স্নেহ দ্বারা স্বামীকে আহার প্রদান ও প্রিয়-সখীর ন্যায় অনুগতা হইয়া নিয়তকাল পতির মনোরঞ্জন করিও।"

"বৎসে! পতি কিংবা অপরাপর গুরুজন সমীপে ঘটনা ক্রমে অপরাধিনী হইলে, তৎক্ষণাৎ বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। পিতা মাতা সদৃশ শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজন গণের প্রতি ভক্তি, বিনয় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিও, তাঁহাদের মুখে মুখে কদাচ উত্তর করিও না। বৃদ্ধাবস্থায়, বা শরীর রোগাক্রান্ত হইলে, স্বভাবতই মনুষ্যের মনে ক্রোধের সঞ্চার হইয়া থাকে; অকৃতসংকল্প অত্যল্প ত্রুটি দেখিলেও ক্রোধ প্রকাশ ও কর্কশ বাক্য বলিয়া থাকেন পূর্ব্বাহ্নে যাহা ন্যায়ানুগত ও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা থাকে, অপরাহ্নে তাহা নিষ্প্রয়োজনীয় ও নিন্দনীয় বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন, এই সমস্ত দোষ অক্ষুব্ধ মনে ও অম্লান বদনে সহ্য করিবে। তাঁহাদের অল্প বুদ্ধি সংক্রান্ত ত্রুটি গ্রহণ করিবে না। যাহারা একটুকু অসুখের কারণ হইলেই ক্রোধ পরবশ হইয়া গুরুলোকের ত্রুটি প্রকাশ করত স্বীয়

কার্য্যদক্ষতা ও বিজ্ঞতা প্রকাশ করে, আর কোন প্রকার রূঢ় বা মিথ্যা বাক্য শ্রবণ মাত্রেই উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করে, সামান্য একটি নিন্দা শ্রবণ মাত্র শতশত দিব্য করিয়া আপন নির্দ্দোষিতা জানাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করে ও গুরুলোকের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে উদাসিনী হয়, তাহারা ঐহিক ও পারত্রিক উভয় সুখেই জলাঞ্জলি দেয়, সর্ব্বসুখে বঞ্চিত এবং লোকনিন্দা গুরুগঞ্জনাদি লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিতা হইয়া সর্ব্বদা ক্লেশ পায়।”

“দেখ বৎসে। দক্ষরাজ-সুতা সতী-কুলের ঈশ্বরী ভগবতী ভবানী পিতৃ যজ্ঞে কি নিমিত্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, মনে আছে ত? উত্তানপাদ রাজেন্দ্র কর্ত্তৃক বিনাপরাধে দূরীকৃতা সুনিতী, রামচন্দ্র-দয়িতা সীতা, হরিশ্চন্দ্রের পত্নী শৈব্যা ভামিনী, শ্রীবৎস চিন্তা, নল-নলনা দময়ন্তী এবং সত্যবান কামিনী সাবিত্রী প্রভৃতি পুণ্যবতী সতীগণের জীবনচরিত স্মরণ রাখিয়া যে স্ত্রী অপ্রিয়কারী পতিরও প্রিয়কারিণী এবং অহিতকারী, অত্যাচারী, দুঃখদাতা পতিরও হিতকারিণী ও মঙ্গলদায়িনী হয়, সেই সতীই ঐহিক ও পারত্রিক সুখে সুখিনী এবং স্বর্গ লাভে অধিকারিণী হইয়া থাকে। অতএব বৎসে! তুমি যথা সময়ে সাধ্যানুসারে স্বামীর বাক্য প্রতিপালন ও অপ্রমত্তচিত্তে আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদীয় সেবা শুশ্রূষা করিয়া মনের সুখে কালাতিপাত করিবে। পতি সেবায় সুখ ব্যতীত কখনও ক্লেশানুভব করিবে না, তাহা হইলেই ঈশ্বর তোমার কল্যাণ সাধন করিবেন। এবং চরমে পরমপদ লাভ হইবে।”

রাজ্ঞী এইমাত্র বলিয়াই আর বলিতে পারিলেন না। অপত্য স্নেহ বশত তাঁহার শব্দ রোধ প্রায় হইয়া আসিল, নয়ন যুগল

বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হইয়া মুখমণ্ডল ভাসমান হইল; তিনি চিত্তাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজা জামাতাকে নানা রত্নোপহারে কন্যা সহ বিদায় প্রদান করিলে, রাজ কুমারী পিতা, মাতা প্রভৃতি গরিষ্ট-জনগণকে প্রণিপাত পূর্ব্বক বাষ্পোৎফুল্ল লোচনে বিদায় হইয়া, পতির অনুগামিনী হইলেন। অনন্তর পরীক্ষিৎ যথা কালে সস্ত্রীক স্বীয় রাজ্যে উপনীত হইলে, এই শুভ সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র পুরাঙ্গণা গণ অগ্রগামিনী হইয়া কল্যাণসূচক বাক্য প্রয়োগ ও মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। রাজ্ঞী উত্তরা আহ্লাদে রাজ কুমারীকে ক্রোড়ে করিয়া গৃহে গমন পুর্ব্বক তাহার সেই অকলঙ্ক মুখশশী দর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং বারংবার বিবিধ প্রকারে হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

রাজকুমারী বিদ্যাবতী, ক্ষমাবতী এবং বিনীত স্বভাবা ছিলেন। তাঁহার স্বভাবটী দীন ও দুঃখ সহিষ্ণু ছিল এবং হৃদয় এমন কোমল ও নির্ম্মৎসর ছিল যে, কোনরূপ উচ্চ কথা বলিতে জানিত না, সুতরাং অল্পকাল মধ্যেই সকলের স্নেহের পাত্রী হইয়াছিলেন। পুত্রবধূ রূপ গুণ সম্পন্না ও সুশীলা হওয়াতে আত্মীয়গণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। রাজ্ঞী পুত্রবধূকে সর্ব্বদা তনয়ার ন্যায় স্নেহে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এবং যাহাতে বধূ গুণবতী, বিদ্যাবতী ও ধর্ম্মপরায়ণা হইতে পারি, তদ্বিষয়ে সতত উপদেশ প্রদান করিতেন। রাজকুমারীও সর্ব্বদা শ্বাশুড়ীর আদেশানুসারে গৃহ কার্য্যাদি সম্পাদনান্তর অবকাশ সময়ে বিদ্যা শিক্ষা ও কাজ কর্ম্মের রীতি নীতি অবগত হইতে অনুরাগিণী হইলেন; তদ্দর্শনে পরম প্রীত হইয়া একদা

রাজ্ঞী পুত্রবধূকে নিকটে আহ্বান ও উভয়ে একাসনে সমাসীনা হইয়া সস্নেহ সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "দেখ বৎসে! বিদ্যা অমূল্য ধন এবং পরম সুহৃদ। বিদ্যা শিখিলে হিতাহিত বিবেচনা হয়, সুতরাং আপনার ও অন্যের শুভ সাধন এবং ঐশ্বরীক নিয়ম জ্ঞাত হইয়া শারীরিক ও মানসিক ইষ্ট লাভ করিতে পারা যায়। কেবল লেখাপড়াই "বিদ্যা" নহে; সাংসারিক কাজ কর্ম্মের রীতি নীতি, আত্মরক্ষা, ধর্ম্ম রক্ষা ও শারীরিক মানসিক গতি বিধি ও জ্ঞান শিক্ষাই "বিদ্যা শিক্ষা" এই সমস্ত বিষয়ে যাহাদের জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহারাই "শিক্ষিত।" যাহারা লেখা পড়া জানে না, তাহারাও ধর্ম্ম রক্ষা ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন বটে কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষিত না হইলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান হয় না, যে যাহা বলে তাহাই বিশ্বাস্য বলিয়া বোধ করে, শঠ লোকের হাতে পড়িলে সহজেই প্রতারিত ও অপমানিত এবং সর্ব্বদা ভূত প্রেতাদি নানারূপ অমূলক আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া থাকে। লেখা পড়া শিখিলে নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া সহজে জ্ঞানোন্নতি করা যাইতে পারে, এজন্যই লেখা পড়া শিক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক। জ্ঞানোন্নতি না করিতে পারিলে কেবল বিদ্যা শিখিলেই যে শিক্ষার স্বার্থকতা হইল এমন নহে। হিংসা, দ্বেষ, আলস্য ইত্যাদি পরিত্যাগ করিবে; ঝগড়া কলহ করিবে না; পরের উপকার ব্যতীত অপকার করিবে না; পরনিন্দায় সুখানুভব করিবে না; গৃহ কার্য্য সমস্ত কি সে ভাল হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যখন যাহা কর্ত্তব্য তৎক্ষণাৎ সম্পদান করিবে এবং সন্তান হইলে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও জ্ঞানোন্নতি বিষয়ে

যত্নবতী হইবে; ঘটনা ক্রমে দুঃখ ক্লেশ উপস্থিত হইলে, আপনা হইতে অধিক দুঃখী ও ক্লেশীত লোকের দুঃখ যন্ত্রণা দেখিয়া আশ্বস্তা হইবে; শত্রুও গৃহে সমাগত হইলে তাহার যথোচিত আতিথ্য করিবে; অধম ব্যক্তিও অতিথি হইলে সাধ্যানুসারে তাহার সেবা শুশ্রূষা করিবে; আহারের সংস্থান করিতে না পারিলেও আসন, জল প্রদান পূর্ব্বক প্রিয়বাক্যে বিদায় দিবে। অনধিকার চর্চ্চা অথবা অনাহুত হইয়া কিংবা অযুক্তস্থলে প্রতি-বাদ করিবে না; অনর্থক বা বিনা প্রয়োজনে অধিক কথা কহিবে না এবং কেহ কোন ত্রুটি দর্শাইয়া দোষারোপ করিলে তাহাকে প্রশংসা করিয়া আত্মদোষ সংশোধন করিবে; ইহাই বিদ্যাশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। যদিচ বহুকাল অধ্যয়ন করিয়াও বিদ্যা বুদ্ধির পার প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে না, তথাচ ঐহিক সুখ সম্পাদনার্থ প্রয়োজনানুসারে কথঞ্চিৎ বিদ্যা শিক্ষাদ্বারা মূর্খতারূপ বিড়ম্বনা বিদূরিত করা উচিত। যে কোন বিদ্যাই হউক প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষা না করিয়া পরিত্যাগ করিলে তাহা বিফল হইয়া যায়।”

“বৎসে! আরও দেখ, কুসংস্কারাপন্না স্ত্রীলোকেরাই ভূত প্রেতাদির নানা প্রকার আশঙ্কায় প্রতিপদক্ষেপণে ভয়ে অভি-ভূত ও পদে পদে বিপন্না হইয়া থাকে। কিন্তু যাহার মন শুদ্ধ ও দেহ পবিত্র সে কদাপি বিকৃতি আকার বিভূতী— অর্থাৎ ধন্ধ বা দুঃস্বপ্ন দর্শন করে না; করিলেও ভয়ে তাদৃশ অভিভূতা হয় না। ভূত ও কালের দৃষ্টি ইত্যাদি অজ্ঞ লোকের কুসংস্কার মাত্র। “কাল” শব্দের প্রকৃত অর্থ এই স্থলে সঙ্কটকাল অর্থাৎ নব যৌবনের প্রারম্ভে শারীরিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সময়;

আর "ভূত শব্দের অর্থ যে কাল গত হইয়া গিয়াছে, তাহাকেই ভূতকাল কহে। ঋতুকালে অসতর্ক ভাবে নানাস্থানে, বিশেষতঃ ত্রিসন্ধ্যাকালে, কিংবা রাত্রিতে গমনাগমন, স্নান নেত্রে অঞ্জন প্রদান, তৈল মর্দ্দন, অলঙ্কার ও পুষ্পাদি বিলাসিতার উত্তেজক দ্রব্যাদিব্যবহার, অত্যন্ত পরিশ্রম, তাম্বুল, ঘৃত, মাংস, মধু ইত্যাদি উগ্র ও ইন্দ্রিয়াদির উত্তেজক পদার্থ ভোজন, এবং কেশ, নখাদি ছেদন, অত্যন্ত হাস্য, রোদন, গান, দিবানিদ্রা নিশীজাগরণ এবং অগ্নির উত্তাপ ভোগ ইত্যাদি অন্তত তিন দিবস পর্য্যন্ত অবশ্যই পরিত্যাগ করিবে। এতদন্যথাচরণ করিলে মনে অমূলক কল্পনা উদিত ও অভাবনীয় দুঃস্বপ্নাদি দর্শন এবং (সেই সময় না হইলেও তৎপরঋতুর পূর্ব্ব সময়ে) ঋতুরক্ত স্রাবে বিঘ্ন হইয়া জঠর জালা উপস্থিত হয়; শরীর দুর্ব্বল ও মন অবসন্ন হয়; যথাকালে শোণিত স্রাব না হওয়াই জঠরে বা জরায়ুকোষে বেদনা হওয়ার প্রধান কারণ বটে, অতএব বৎসে! ঐকালে উল্লিখিত নিয়ম কদাচ লঙ্ঘন করিও না।"

"বৎসে! শারীরিক বলের অভাব হেতু রমণীর অপর নাম অবলা, অথচ রমণীর রূপ লাবণ্য অনেক সময়েই বিশেষ বিপদের কারণ হইয়া উঠে! পুরুষে রূপসী যুবতী স্ত্রী, স্ত্রীলোকে শ্রীমান্ যুবক পুরুষ দর্শন করিলে পরস্পর মন স্বভাবতই সমুৎসুক হইয়া থাকে। যুবতীর নিকট যুবক, আর যুবকের নিকটসুন্দরী যুবতী স্ত্রী দর্শন রমণীয়, সুতরাং সুন্দর প্রিয়বস্তু দেখিতে কেনা ভালবাসে? পাপপঙ্কে পতিত না হইলে, ব্যভিচারভাবে দর্শন না করিলে ধর্ম্মনাশ হইতে পারে না বটে, কিন্তু প্রবৃত্তি স্বভাবতই নীচগামিনী; জ্ঞানবান মনীযাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও কোন কোন

সময় চিত্তদমনে যথোচিত চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। আর যাবজ্জীবন সদবস্থায় অথবা পতি পুত্রে পরিবৃত হইয়া কালাতিপাত করা অনেকেরই ঘটে না; সুতরাং অনেক সময়ে অবলা হইলেও নারীগণকে স্ববলে স্বকীয়ধর্ম্ম ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। তাহাতেই 'তোমাকে সতী-ধর্ম্ম সম্বন্ধে কর্ত্তব্য ও অধিকার বিষয়ে কয়েকটি উপদেশ প্রদান করিতেছি, মনে রাখিও, বৎসে! প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই অনুকূল বিষয়ে আসক্তি আছে, উহার ঐকান্তিকতা সর্ব্বথা অনিষ্ট জনক বটে। আরও বলি দেখ বৎসে! সমাজে অবস্থিতি করিতে হইলে, স্ত্রী পুরুষের পরস্পর ঘনিষ্টতা, সম্পর্ক, নৈকট্য এবং যোগ অনিবার্য্য; অতএব গৃহেই অবস্থিতি কর, বা প্রয়োজনানুরোধে স্থানান্তরেই গমনাগমন কর, যাহাতে শীলতার ও সাধুতার কোন বিঘ্ন না হয়, এইরূপ সাবধানে কার্য্য করিবে; নিঃসহায়ভাবে কোথাও যাইবে না। একা হইলে গৃহোদ্যানেও অধিকক্ষণ থাকিবে না; অসময়ে কোন গুপ্তস্থানে গমন করিবে না; দ্বারদেশে কি গবাক্ষ প্রদেশে বসিয়া থাকিবে না এবং রূপ যৌবন সৌন্দর্য্য যাহাতে অন্যের অগোচর দৃষ্টিপথের অতীত থাকিতে পারে এইরূপ সতর্ক ও সাবধানে থাকিবে। অবোধ স্ত্রীলোকেরাই কুসংস্কারের বাধ্য হইয়া স্বামী সম্পর্কীয় কি অপরাপর পরিচিত আত্মীয় কোন ব্যক্তি আসিলে কর্ত্তব্যানুরোধেও তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করা দূরে থাকুক, দেখিলেই দূর হইতে কুকুর দর্শনে শৃগাল, অথবা ব্যাঘ্র দর্শনে নিরস্ত্র দুর্ব্বল মনুষ্যের ন্যায় শশব্যস্তে পলায়ন করিয়া থাকে! আবশ্যক মতেও ঐরূপ ব্যক্তিদের নিকট দিয়া যাইবে না, অথচ নীচ

বৃত্তাবলম্বী বা অপরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে সাধারণ কারণ উপলক্ষেও যাইতে কি তাহাদের সহিত কথোপকথন বা ঘনিষ্টতা করিতেও লজ্জা বা সঙ্কোচ জ্ঞান করে না। কেহ উচ্চৈঃস্বরে কথাটি বলিলে ও সেইকথা অপর কেহ শুনিলে নিন্দা হয়, অথচ অশিক্ষিত রমণীগণের কুৎসিত গান এবং বিবাদের বিভৎস রসপূর্ণ কোলাহল গ্রামান্তরেও যাইয়া ভদ্রলোকের উৎপাত জন্মায়। এই সমস্ত কুসংস্কার ও অবৈধ ব্যবহার দূর করা একান্ত কর্ত্তব্য। অপরিচিত কি নীচ লোকের নিকট যাইবে না, কর্ত্তব্যানুরোধে যাইতে হইলেও নিঃসহায় অথবা নির্লজ্জভাবে যাইবে না। তাহাদিগের সঙ্গে সমুচিত দূরতা রক্ষা করিয়া চলিবে। স্বামী সম্পর্কীয় কি অপরাপর পরিচিত আত্মীয় কেহ আসিলে আবশ্যকমতে তাহার নিকট দিয়া যাওয়া কি তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ এবং প্রয়োজনমতে তাঁহার সহিত কথোপকথন করা দূষণীয় নহে। কিন্তু স্ত্রী পুরুষ এক স্থানে না থাকা সময়ে, একক কোন স্ত্রী অপর পুরুষের নিকট, কি কোন পুরুষ অপরা কোন স্ত্রীর নিকট গমন ও তাহার সহিত কথোপকথন করা ভাল দেখায় না। বিশ্বস্তসূত্রে গমন ও কথোপকথন করিতে হইলেও স্থল ও ব্যক্তিবিশেষে বিবেচনা করিয়া করা উচিত।”

“বৎসে! যাহার সতীত্ব নাই, সে শূকরী হইতেও অধম। প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রের জীবন হইতেও সতীর সতীত্ব আদরণীয় অমূল্য রত্ন স্বরূপ; অতএব বৎসে! ঈশ্বর না করুন, দুর্ভাগ্যবশতঃ দুর্জ্জন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিপদগ্রস্ত হইলে, উপায়ান্তর অভাবে ধর্ম্ম রক্ষার্থ আপনার বা আততায়ীর

প্রাণনাশ করিতেও কুণ্ঠিতা হইবে না; কদাপি ধর্ম্ম পথ হইতে স্খলিত হইবে না। আপনার অথবা অপর কাহারও সতীত্ব নাশ করিতে কেহ আক্রমণ করিলে, সেইকালে আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না থাকিলে আক্রমণকারীকে বিনাশ করিলেও ঈশ্বর সমীপে দণ্ডনীয় হইবে না। বৎসে! এই সমস্ত নীতি সবিশেষ মনোযোগের সহিত যথাসাধ্য কার্য্যে পরিণত করত সুখে কালাতিপাত করিও।" রাজ্ঞী পুত্রবধূকে এই প্রকার নানাবিধ সদুপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তাহার সচ্চরিত্রতা, রূপ, ঔদার্য্য ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিয়া সুখে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

জীবনের পরিণতিকালে রাজ্ঞী উত্তরা রাজকার্য্য একরূপ পরিত্যাগ করিলেন, কুমার পরীক্ষিৎ পৈতৃক সিংহাসনারূঢ় হইয়া, রাজধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ দ্বিতীয় শশধরের ন্যায় সর্ব্বজীবের নয়ন রঞ্জন এবং স্বভাবত ধর্ম্মনিষ্ঠ, তেজস্বী, বিনয়ী ও পরোপকারী ছিলেন। একদা তিনি অমাত্যগণের সহিত সমবেত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে মহর্ষি গর্গাচার্য্য তদীয় সভায় আগমন করত রাজেন্দ্র কর্ত্তৃক পূজিত ও জিজ্ঞাসিত হইয়া মহীধরকে বিধানানুসারে জয়াশীষ প্রয়োগ

পূর্ব্বক নানাদেশ, তীর্থ, সরিৎ, পর্ব্বত, বন, উপবন, প্রান্তর, উদ্যান ও কানন সম্বন্ধীয় বিবিধ আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। মহীপতি নানাবিধ প্রীতিপ্রদ কথা শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, "হে দেব! আমরা রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া গুরুতর দায়গ্রস্ত হইয়াছি; প্রজাপালনে এবং তাহাদের সুখ শান্তি বর্দ্ধনে ক্রটি হইলে আমাদিগকে বিধাতা সমীপে অপরাধী হইতে হয়। ভগবানের অবশ্যই অনবগত নহে যে, দুঃশীল ও দুর্ম্মতি লোকেরাই নানা কুক্রিয়া ও অত্যাচার করিয়া সমাজ মধ্যে উশৃঙ্খলতাও নানারূপ অসুখ জন্মাইয়া থাকে। কেবল কঠোর দণ্ড বিধানেই উহাদিগের হীন চরিত্রের প্রতীকার হয় না। অতএব কি উপায়ে তাদৃশ হতভাগ্য সমাজকণ্টক লোকদিগকে সৎ ও সাধুপথে আনয়ন করা যায়? এবং পরিস্কৃত বিমল মানব প্রকৃতির পূর্ব্বকালীয় অবস্থা অধুনা না থাকারই বা কারণ কি? এবিষয়ে ভগবানের নিকট উপদেশ লাভ করিতে বড়ই অভিলাষ হইতেছে।" মুনি বলিলেন, "হে ভূপতে! পন্নগগণ দুগ্ধপান করিলে যদি তাহাদের বিষ নিস্তেজ হইতে পারে, তাহা হইলে অসাধু দুর্জ্জন ব্যক্তিরাও মাত্র শাস্ত্র অধ্যয়নে ও ধর্ম্মোপদেশে সাধু হইতে পারে। যাহার নিজের বুদ্ধি নাই, শাস্ত্রে তাহার কি করিবে? অন্ধেরে দর্পণ দেখাইলে ফল কি? সাধু সদ্ভাব, আর অসাধু অসদ্ভাবই গ্রহণ করিয়া থাকে। যেমন নির্য্যাস মসীরঞ্জিত বস্ত্র দুগ্ধদ্বারা প্রক্ষালন করিলেও একেবারে অকলঙ্ক হইতে পারে না, তদ্রূপ দুর্জ্জন ব্যক্তিরও স্বভাবজাত দোষ একেবারে বিদূরীত হওয়া সুকঠিন। তাহারা শক্তিহীন অথবা ঘোর বিপদে পতিত না হইলে ন্যায় পথে আসিতে চায় না। একবার

পাপপঙ্কে পতিত হইলে আর সহজে নিস্তার নাই। হে রাজন্! শিক্ষার তারতম্য বশতই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত দেখা যায়। যেমন স্ব স্ব শিক্ষানুসারে কেহ উন্নত, কেহ মধ্যবিৎ এবং কেহ বা অধমাবস্থায় পতিত হয়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতিতেও শিক্ষার বৈষম্য বশতই অবস্থার বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। পরিশ্রম, উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণই উন্নতির এবং আলস্য, নিরুৎসাহ, অস্থৈর্য্য ও অজ্ঞানতা প্রভৃতি দোষই অবনতির কারণ জানিবে। কায়িক শ্রম নীচ জনোচিত বলিয়া ঘৃণা করা ভালনয়। আন্তরিক প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে, অবস্থার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ শিক্ষা লাভের দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। ধন এবং সম্ভ্রমের নিকট জ্ঞানকে বিক্রয় করা উচিত নহে। বুদ্ধি অথবা চতুরতাকে জ্ঞান বলা যায় না, তত্ত্বার্থের সম্যক্ বোধ অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের জন্য যে তৃষ্ণা তাহাকেই জ্ঞান বলে। যিনি সত্য ও ন্যায় পথের অনুসরণ করিয়া পাপবিকার শূন্য হইতে প্রাণপণে যত্ন ও অভিলাষ করেন তিনিই জ্ঞানী। এই প্রকার জ্ঞানলাভ ভিন্ন কেহই সাধু হইতে পারে না। অসাধুদিগের অন্তঃকরণে এইরূপ জ্ঞান প্রজ্জ্বলিত করাইয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করা অনায়াস সাধ্য নহে। তবে—অসৎ পথাচারীদিগের মধ্যে অনেকেই অভাব বা কুশিক্ষা ও কুসংসর্গের ফলভোগ করিতেছে। অভাবগ্রস্তদিগের অভাব মোচন; কুশিক্ষাপ্রাপ্তদিগকে বাক্যে ও কার্য্যে সুশিক্ষা দান, পরিণাম ভয় ও সংদৃষ্টান্ত প্রদর্শন এবং কুসংসর্গী দুর্জ্জন ও নাস্তিকদিগকে সাধু সহবাস প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া যাহাতে অসাধুগণ আপনাদিগের মনোবৃত্তি সকল সৎকার্য্যে নিয়োগ

করিতে পারে, এরূপ আয়োজন ও অনুষ্ঠানের উপায় করিয়া দিতে পারিলেই অনেক পরিমাণে অভিষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে। হে রাজন্! একটি পাপীর মন ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে যত উপকার হয়, শত প্রকার দান যজ্ঞাদিতেও তত ফলোদয় হয় না। লোকের মোহাবরণ অপসারিত করিয়া নিখিল জগতের মঙ্গল সাধনে অনুরাগ থাকিলে দুরিত ধ্বংস ও অনাময়পদ লাভ হয়। যাহারা অজ্ঞানান্ধকারে বিমোহিত হইয়া সমস্তাৎ প্রধাবিত হইতেছে, জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা তাহাদিগের নয়ন উন্মীলিত করিয়া দিলে শ্রেয়ো বৃদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি হয়। অতএব স্বদেশের উপকার সাধনে যাহাদের অনুরাগ আছে তাঁহাদের বিদ্যাজ্যোতি প্রকাশ দ্বারা লোকের চিত্তশুদ্ধ করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।"

"হে রাজন্! ক্ষমতা-প্রিয় শাস্ত্রকারগণই আপনাদের প্রভুত্ব রক্ষা করিবার জন্য অপরাপর লোকদিগকে জ্ঞানের আলোক হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, চিরবৈধব্য এবং জাতি বিদ্বেষ প্রভৃতি শত শত জঘণ্য প্রথা দেশ ছারখার করিতেছে। পূর্ব্বকালীয় ঋষিদিগের শাস্ত্র সকল, কালভেদে পরিবর্ত্তন হওয়ায়, জগতের উজ্জ্বল ও সকলের আদর্শ স্থান ভারতভূমি মরুভূমির ন্যায় হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বর্ণের মহোচ্চ শিক্ষিত স্বাধীন চেতা মুনি ঋষিগণ গভীর চিন্তা প্রসূত রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞান ও যোগতত্ত্ব জ্ঞানাদি বিষয়ে যেভাবে নানাবিধ শাস্ত্রাদি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন সেই ভাবে আরও কতক দিন জীবিত থাকিয়া তাঁহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা, স্বাধীনভাবে মতবাদ প্রকাশ ও স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারিলে তাঁহাদের বংশধরগণ হৃদয়ে

অনুদারতা ও অন্যান্য বর্ণের প্রতি প্রবল প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছা অসদ্ভাব ও অশান্তি প্রবিষ্ট এবং শিক্ষাজ্যোতিঃহ্রাস হইত না; অন্যান্য বর্ণও তাঁহাদের ঐ শিক্ষা জ্ঞান-জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া ভারতের স্বাধীনতা, সুখ সৌন্দর্য্যতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেন। বিপ্রগণ যদি ক্ষমতাপ্রিয় না হইতেন, যোগী ঋষিগণ যদি সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বত কন্দরে জীবন যাপন না করিয়া, লোকের চিত্ত শুদ্ধ করিতে যত্নবান হইতেন, তাঁহাদিগের শিক্ষার জ্যোতি ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে ক্রমশঃ যদি ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি বর্ণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইত এবং সেই ব্রাহ্মণবংশধরগণের হৃদয়ে অনুদারতা ও অন্যান্য বর্ণকে জ্ঞানালোকে বঞ্চিত রাখার চেষ্টা না থাকিত, রাজন্যগণ যদি ক্রোধ ও অসূয়া পরতন্ত্র হইয়া আত্মীয়গণের সহিত পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ না করিতেন তবে ভারতের পূর্ব্বের মত শোভা সৌন্দর্য্যালোক অদ্যাপিও বিদ্যমান থাকিত। সুরভিত, সদ্‌গুণ পরিপূর্ণ, পাপরহিত মানবপ্রকৃতি ঘৃণিতবৃত্তি দ্বারা কলঙ্কিত হইত না। মনুষ্য স্বভাবতঃ পাপপ্রবৃত্তির ভাণ্ডার হইলেও সামাজিক শাসনগুণে সদ্ভাবাপন্ন হইত। যাহা হউক গতানুশোচনা বৃথা। এইক্ষণ অসাধুগণকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সুশিক্ষাদান, তাহাদের অভাবমোচন এবং সাধুসহবাস ইত্যাদির আয়োজন ও অনুষ্ঠানের উপায় করিয়া দিয়া যাহাতে তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হইতে পারে, তাহা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। হে রাজন্! কোন ব্যক্তি যথাশক্তি ধর্ম্মকর্ম্মে যত্নপর থাকিয়া যদি তাহা সম্পাদনে অসমর্থ হয়, তথাপি তাহার সে কার্য্যে সাধনারূপ ফল লাভ হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

রাজা বলিলেন, "হে ভগবন্! যাহারা রূপবতী প্রণয়িনীর

রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয়গণকে হতাদর এবং ভ্রাতায় ভ্রাতায় পরস্পর আসুরিক ভাব অবলম্বন করিয়া যদি বাদবিসম্বাদ করে, তবে তাহারা কি গুরুতর নিন্দা ও ঘৃণার পাত্র নহে?" মুনি বলিলেন, "হে নরেন্দ্র! অর্থ ওসম্ভোগ্যা কামিনী সুনিপুণ পুরুষ কর্ত্তৃক সেবিত হইলেও কখন আত্মীয় বা স্থিরতর থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তি রূপজ প্রণয়ে, অর্থাৎ কামিনীর মোহিনী মুর্ত্তি অবলোকনে বিমুগ্ধ হইয়া অকর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্যজ্ঞান করে, অমঙ্গলের আকর রূপিণী মায়াবিনী মোহিনীর সন্তোষার্থে পিতা, মাতা এবং ভ্রাতা প্রভৃতিকে হতাদর করে, অথবা তাঁহাদিগকে ক্লেশ পাইতে দেখিলেও তৎ প্রতীকারে উদাসীন হয় এবং তাঁহাদের কোনরূপ ত্রুটি লক্ষিত হইলেই যাহার ক্রোধের পরিসীমা থাকে না, তাহাকে শৃঙ্গ লাঙ্গুল বিহীন এক অপরূপ আশ্চর্য্য পশুমূর্ত্তি বলিলে ক্ষতি কি? গর্ভধারিণী মাতা ভূমি হইতেও গুরুতরা, জন্মদাতা পিতা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর। এজগতে নিঃস্বার্থ স্নেহ, ক্ষমা, দয়া ইত্যাদি পিতা মাতাতে ভিন্ন আর অতি অল্প লোকেই লক্ষিত হয়। জনক জননী নিঃস্বার্থ স্নেহ বশত স্বীয় মান, সম্ভ্রম, সুখ বিসর্জ্জন করিয়াও পুত্র কন্যার কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। সন্তানগণ শত দোষে দূষী হইলেও অম্লান বদনে ও অক্ষুব্ধমনে ক্ষমা করিয়া থাকেন। বিদেশাগত ব্যক্তিকে দর্শন মাত্র কেহ অভিলষিত দ্রব্যের প্রতি, কেহ বা অলঙ্কারের প্রতি, কেহ বা ধনের প্রতি ইত্যাদি নানা বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া থাকে, কিন্তু তখন মাতাই পুত্রের মঙ্গল সংবাদের জন্য লালায়িতা হইয়া শশব্যস্তে আগমন পুর্ব্বক বারংবার শারীরিক মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসা করত আনন্দাশ্রু

বিসর্জ্জন করিতে থাকেন। দশম মাস পর্য্যন্ত মাতৃগণ অবিরত ক্লেশ পাইয়া থাকেন; প্রসব সময়ে দুঃসহ দুঃখ, সুতিকাগারের ভীষণ যন্ত্রণা কেবল জননীই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। শৈশবে প্রতিপালনে এবং রোগ হইলে আরোগ্য করিতে মাতৃগণ যত প্রকার দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকেন, তাহা স্মৃতি পথে উদিত হইলে কাহার অন্তঃকরণ আর্দ্র না হয়? তখন কাহার মনে মাতৃভক্তি সঞ্চারিত না হয়? মাতৃগণ স্বামী কিংবা অন্য কর্ত্তৃক বিড়ম্বিতা কি তিরস্কৃতা হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে রোরুদ্যমানা হইলে অবোধ শিশুরা অঞ্চল ধারণ পূর্ব্বক যখন অমিয় স্বরে 'ও মা! কি হইয়াছে?' বলিয়া বারংবার জিজ্ঞাসা বা ক্রন্দন করিতে থাকে, তখন জননীগণ সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইয়া সন্তানকে ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক মুখচুম্বন প্রদানান্তে কথান্তর দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া থাকেন। এমন শুভানুধ্যায়িনী এজগতে আর নাই। যে দুর্ম্মতি সেই করুণাময়ী জননী ও ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতির সম্বন্ধরজ্জু শিথিল করিয়া দেয়, সে কখনও সদ্‌গতি লাভ করিতে পারে না। সেই কুলকলঙ্কাগ্রগণ্য অন্য প্রকারের কোনরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাহা অধর্ম্মেতেই পরিণত হয়। সাংসারিক অবস্থায় বিবেচনায় পৃথক্ থাকা দূষণীয় নহে, বরং অনেক সময়ে প্রয়োজন হয়, কিন্তু বিপদকালে প্রাণপণে পরস্পর পরস্পরের সাহায্যসাপেক্ষী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। পরন্তু মোহের বশীভূত হইয়া পৃথক্ হইলে, বিভক্ত হইয়া অর্থ মোহ নিবন্ধন পরস্পর বিপক্ষতাচরণ করিলে বন্যপশু আর মনুষ্যে আকৃতি ব্যতীত আর কিছুই প্রভেদ থাকে না। স্বার্থ পরায়ণ ভ্রাতৃগণ স্ব স্ব অংশ বিভাগ পূর্ব্বক পৃথক ভূত হইলে,

তাহাদিগের শত্রুগণ সুহৃদ্ভাবে তাহাদের মধ্যগত হয় এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ ও বৈর ভাব সমুৎপাদনার্থ সমধিক যত্ন করে। অপরাপর ব্যক্তিদিগের মধ্যেও অনেকে তাহাদিগকে বিভক্ত দেখিয়া ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রকারে ভিন্ন হইলে সত্বরই ভ্রাতৃগণের অতুল সর্ব্বনাশ ঘটে; এমন কি তাহাদের পরস্পর হইতেও পরস্পরের বিপদাশঙ্কা হইয়া থাকে। এজন্যই সাধুশীলগণ ভ্রাতৃগণের পরস্পর বিভাগ প্রশংসা করেন না। অতএব অবস্থা বিবেচনায় পৃথক্ থাকিতে হইলেও যাহাতে ভ্রাতৃভেদ, সুহৃদ্ভেদ ও আত্মকলহাদি উপস্থিত না হয় ক্ষমা, দয়া, ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তদ্বিষয়ে সতত সাবধান ও পরস্পর পরস্পরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী থাকিবে এবং বিপদকালে যথাশক্তি সাহায্য প্রদান করিবে।”

রাজা বলিলেন, “হে ভগবন্! শুনিয়াছি সমস্ত বিজ্ঞানের মধ্যে সমাজ বিজ্ঞান অতি দুরূহ। উহার জটিল বিষয় সমূহের মীমাংসা করায় বিজ্ঞতা ও অত্যন্ত বহুদর্শিতার প্রয়োজন; অথচ রাজা প্রজা সকলেই সাংসারিক জীব, সমাজ-শাসন ও সমাজ-বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সকলকেই জীবন যাপন করিতে হয়; সুতরাং ভগবানকে আর একটি গুরুতর সামাজিক বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া সংশয় দূরীকৃত করিতে ইচ্ছা এই যে, ভগবন্! পুরুষ যেমন দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিতে পারে, স্ত্রীলোকে তদ্রূপ দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিতে পারে কি না? এবং কিরূপ অবস্থাতেই বা পারে? আর অহিল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা এবং মন্দোদরী প্রভৃতি পরপতি গামিনী হইয়াও তাঁহারা কিরূপে ‘প্রাতঃ-স্মরণীয়া সতী’ বলিয়া অভিহিতা হইয়াছেন? প্রকৃতি প্রকৃতিস্থ

রাখার উপায় কি? দেশ, কাল, অবস্থানুসারে যাহা বিহিত উপদেশ করুন।”

মুনি বলিলেন, “হে রাজন্! একটি দাম্পত্য-প্রণয়ামৃত ফল বিভাগ করিয়া দিলে তাহাতে কেহই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, বরং দম্পতির অবিরত যারপর নাই মনস্তাপ পাইতে হয়। পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইলে, সন্তান অথবা পরিচর্য্যা হেতু কাহারও পুনর্ব্বায় বিবাহ করা ন্যায়সঙ্গত নহে। সধবা অবলাগণ দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিলে তাহাদের শারীরিক, মানসিক, ঐহিক ও পারত্রিকে শত প্রকার অনিষ্টোৎপত্তি হইতে পারে। দ্বিচারিণী ব্যভিচারিণীর সন্তান হইলে সামাজিক নিয়মানুসারে বিবিধ গুরুতর দোষের কারণ হইয়া থাকে। পরিণীতাপত্নী ব্যভিচারিণী, চিররোগিণী, অথবা সতত অপ্রিয় কারিণী না হইলে, তাহার জীবদ্দশায় পুরুষ ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিলেও গুরুতর অনিষ্টোৎপাদন হয়। স্ত্রীগণের দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করা যেমন ন্যায় যুক্তি বিরুদ্ধ ও গর্হিত, পত্নী বর্ত্তমানে (উল্লিখিত কারণ ব্যতীত) পুরুষের দারান্তর গ্রহণ করাও ঠিক্ সেই রূপ। কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, “স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে, পুত্রার্থে দ্বিতীয় পত্নীর পাণি পীড়ন করা বিধেয়” কিন্তু ঐরূপ বিধি যুক্তিসঙ্গত নহে। আর কথিত আছে যে, ‘অহিল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরী প্রভৃতি প্রত্যেকেই স্বপতি পরায়ণা ও ধর্ম্মানুরাগিণী ছিলেন এবং কেহই ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, রূপমোহে মুগ্ধ বা সুখ সম্পদাভিলাষিণী হইয়া স্বেচ্ছানুসারে অন্য পতি গ্রহণ করেন নাই; সুতরাং দুই, চারি, পাঁচজন পতি হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা “প্রাতঃস্মরণীয়া সতী” বলিয়া পুরাণে কথিতা হইয়াছেন।

দেবগুরু বৃহস্পতির ভার্য্যা তারা এবং গৌতম পত্নী অহিল্যা স্বীয় ইচ্ছার প্রতিকুলে বিপদ গ্রস্ত হইয়াও ধর্ম্মরক্ষার জন্য অনেক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। স্ত্রীগণ স্বাভিপ্রায় ব্যতীত ঐ প্রকার দোষে সামাজিক নিয়মানুসারে দোষী হইলেও ধর্ম্মচ্যুতা অসতী হয় না। প্রায়ঃশ্চিত্ত দ্বারাই পরিশুদ্ধ হইতে পারে। কুন্তী, দ্রৌপদী, কি বালির পত্নী তারা এবং রাণী মন্দোদরী যে প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছিলেন, এবং অম্বিকা অম্বালিকা কি অপরাপর ক্ষত্রিয় কামিনীগণ যে কারণে ও যেরূপ পুরুষান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার অবস্থায় তদনুরূপ উপায়ে পতিকুল রক্ষা করিতে রমণীগণের অধিকার আছে বলিয়া প্রাচীন কোন কোন শাস্ত্রে উল্লেখ থাকিলেও তাহা নিতান্ত নিন্দনীয় ও ব্যবহার বিরুদ্ধ হইয়াছে। ঐ প্রকার রীতি বা নিয়ম কদাপি সতী ধর্ম্মানুমোদিত নহে।”

“নারীচরিত্রে যে দেবভাব আছে, তাঁহাদের হৃদয়ে যে অকপট স্নেহ, অনির্ব্বচনীয় অহিষ্ণুতা, অতুলনীয় আত্ম বিসর্জ্জনক্ষমতা, অনন্ত কোমলতা, দুঃসাধ্য আত্মসংযম লক্ষিত হয় তাহা কয়জনে উপলব্ধি করিয়াছেন? নারী ভীরুবটে, কিন্তু যন্ত্রণার তীক্ষ্ণবাণে বিদ্ধ হইয়াও তাঁহাদের মত কে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া থাকিতে পারে? তাঁহাদের ন্যায় কে অন্যের সুখের জন্য অম্লান বদনে আপনাকে বলীদান দিতে পারে? যন্ত্রণানিপীড়িত রোগীর নিকট থাকিয়া তাঁহাদের ন্যায় কে শুশ্রূষা করিতে পারে? প্রিয়জনের মঙ্গল জন্য নারীর ন্যায় অকুতোভয়ে কে বিপদ রাশির ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে? প্রতিদিন অন্যের অজ্ঞাতে কতশত দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া সন্তান প্রতিপালন করিতেছে!

অনন্ত যন্ত্রণা গোপন রাখিয়া স্বর্গীয় মৃদুতা ও কোমলতার সহিত সেবা শুশ্রূষা করিয়া পরিবারের মধ্যে সুখ শান্তি বিতরণ করিতেছে! মাতা যেমন পুত্রের জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে পারেন পুত্র কখনও মাতার জন্য তেমন পারে না। ভগ্নী ভ্রাতার জন্য যেমন আপার সুখ সম্পত্তি বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, ভ্রাতা ভগ্নির জন্য কখনও তেমন নহে। কন্যা পিতার জন্য যেমন স্বীয় সুখ বাসনা ত্যাগ করিতে পারেন, পিতা তেমন পারেন না। স্ত্রী যেমন স্বামীর জন্য আপনার জীবনের সমুদায় আশা, ভরসা, সুখ অবস্থা বিশেষে আত্ম বলী দিতেও পারেন স্বামী কখনও তেমন পারেন না। কোন কোন স্থলে ইহার বিপরীত দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহা নিতান্ত বিরল। ফল পক্ষে অধিক স্থলেই স্ত্রীজাতি মূর্ত্তিমতী নিঃস্বার্থপরতা; মূর্ত্তিমতী ভালবাসা। ভালবাসাতে উদারতাতে, স্বার্থ ত্যাগের মাতা পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহা বলা বাহুল্য; ভগ্নী ভ্রাতা অপেক্ষা উচ্চ; স্ত্রী স্বামী অপেক্ষা মাননীয়া; কন্যা পিতা অপেক্ষা গরীয়সী।” কিন্তু মহারাজ! “সাহসে সিংহীর ন্যায়, পুষ্পের ন্যায় কোমলা অথচ বজ্রের ন্যায় কঠিনা; স্নেহের সাগর অথচ ক্ষমা বিহীনা; সুমধুরভাষিণী, অথচ দলীত ফণীনীর ন্যায় বিষোদ্গারিণী। এইরূপ বিপরীত গুণে হিন্দু রমণীগণের প্রকৃতি গঠিত ছিল। যে সতীত্ব বলে ভারতনারী বিখ্যাত, সেই সতীত্ব রতন অধুনা কোথায়? নিতান্ত বিরল দৃষ্ট হয়। যাঁহারা সতীত্ববলে অগ্নিতে প্রবেশ করিতেও ভীতা কুণ্ঠিতা হয় নাই, সতীত্বপ্রভায় প্রভান্বিতা হইয়া জনগণকে চমৎকৃত করিয়াছেন, যমরাজাকেও নাকি ফাঁকি দিয়াছেন, রণ-দক্ষতা দেখাইয়া পৃথিবীস্থ জনগণ মনমুগ্ধ করিয়া-

ছেন, পতিসেবায় ও সাহাচার্য্যে দিনযামিনী যাপন করত ভারতে এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, হায়! তাঁহারা আজকাল কোথায়? ভারত এতদিন যাঁহাদের বলে বলীয়ান্ ছিল তাঁহারা সকলেই করালকালকবলে কবলিত হইয়াছেন। ভারতের আর সেই দিন নাই, শক্তি নাই। সীতা, সুনিতী, চিন্তা, দময়ন্তী, শৈব্যা, শকুন্তলা, সাবিত্রী, লোপামুদ্রা, এবং সুভদ্রা, দ্রৌপদী প্রভৃতি যে সময়ে ভারতে ক্রীড়া করিতেন সেই সময়ের সুখসূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। আর উদিত হইবেন কি না ভগবানই জানেন। সেই কার্য্য কুশলতা, সেই পতিভক্তি, সেই দেবভক্তি, ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি নীতি-বিহীন-শিক্ষা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অযথোচিতশাসন, অত্যাচার ও কুসংসর্গ দোষে ভারত-নারীর হৃদয় হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্মজীবনে প্রাণ জলাঞ্জলী দিয়া পুরুষের ক্রীড়ার পুত্তলী হইয়া অমূল্য জীবন বৃথা অতিবাহিত করিতেছে। প্রেম ও কাম একার্থবোধক শব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আর পূর্ব্ব-কালীয় সেই সুনির্ম্মল প্রেম, ভক্তি, তেজস্বীতা, বীরতা, ধীরতা প্রভৃতি ভারত সরসী হৃদয়ে ক্রীড়া করে না। রমণীকুলের গরিমা ভুবনব্যাপী কীর্ত্তিশালিনী আর্য্য রমণীগণের কাহারও চরিত্র পাঠ করিলে শোকে দুঃখে হৃদয়ের দ্রবীভাব হয়, কাহারও চরিত্র পাঠ করিলে হৃদয় প্রেমরসে আপ্লুত হয়, কাহারও ধর্ম্ম-পরায়ণতা দেখিলে আত্মার বৈশদ্য সম্পাদিত হয়। যে রমণী ভক্তিপূর্ব্বক পূর্ব্বকালীয় ঐসমস্ত রমণীগণের চরিত্র (আখ্যায়িকা) অধ্যয়ন করিবে তাঁহার চিত্ত উন্নত হইবে এবং তত্ত্ব-কথা লাভ করিয়া ঐ লব্ধ-তত্ত্ব সকল কার্য্যে খাটাইতে যে রমণী প্রতিনিয়ত

যত্নবতী হইবে নিশ্চয়ই তাঁহার সদ্গতি লাভ হইবে, ইহ কি পর কোনকালেও দুর্গতি হইবে না, কদাচিত হইলেও যদি স্খলিতপদ না হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তাঁহার শেষ উন্নতিই হইবে।”

“উত্তম ব্যক্তি, অধম যে জাতির অন্ন জল গ্রহণ বা স্ত্রী গমন করিবে সে সেই জাতিতে পরিণত হইবে, ঐরূপ পাতকীর সংসর্গে অপর ব্যক্তিও অনুপাতকী হইবে। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই ব্যভিচার সমভাবে ধর্ম্মবিরুদ্ধ। কিন্তু সমাজ ব্যভিচারিণীকে যেরূপ ঘৃণা করে ও যন্ত্রণা দেয়, ব্যভিচারীকে সেইরূপ দণ্ডার্হ মনে করে না; এজন্য ব্যভিচারিণী হইতে স্ত্রীগণ যত ভীতা, ব্যভিচারী হইতে পুরুষ কখনও তত ভীত নয়। সুতরাং ব্যভিচার কারণ ভয় যত দূর লোকনিন্দা ভীতি হইতে ধর্ম্মোপদেশ বা পরলোকে নরক যন্ত্রণা ভয় ততদূর উৎকট নহে। এদিকে পরলোকের পুরস্কারের আশা অপেক্ষা ইহলোকের আশায় মনুষ্যকে যেমন সৎকার্য্যে ও অসৎকার্য্যে নিবৃত্তি করিয়া থাকে তেমন আর কিছুতেই করিতে পারে না।”

“পুরুষের স্বার্থপরতা নিবন্ধন রমণীগণ অনেক স্থলে নিপীড়িতা ও মর্ম্মাহত হইয়া থাকে। রমণী-পীড়ণ জন্য যে কতশত কৌশল রহিয়াছে ইয়ত্তা নাই। শাস্ত্রকারদিগের মধ্যেও স্বার্থপরতা নিবন্ধন অনেক ব্যক্তি—স্ত্রীগণের পক্ষে অযথারূপেও নানাপ্রকার স্বর্গলাভ এবং নরক ভয় বিভীষিকা যন্ত্রণাভোগের চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন ‘ইহা হরিনারায়ণ আজ্ঞা’ ‘ইহা শিব পার্ব্বতির আজ্ঞা’ ‘আজ্ঞামত কার্য্য না কর, বিশ্বাস না কর নিশ্চয়ই নরকে যাইবে,

ইত্যাদি ইত্যাদি।'—পুরুষ সম্বন্ধে কিন্তু তদ্রূপ কিছুই নাই। এ কারণেও ব্যভিচার পুরুষ কর্ত্তৃক সমধিকরূপে হইয়া থাকে। কুটীল নিয়মের বশবর্ত্তিনী হইয়া অনেক রমণী অবস্থাভেদে অল্প বা অধিক পরিমাণে প্রপীড়িতা এবং অনেক স্থলে বিধবাগণ দুঃখ ও দুরবস্থায় নিপতিতা, কোথাও বা দুর্জ্জন কর্ত্তৃক বিড়ম্বিতা, দুর্ভেদ্য শোকবিদ্ধা, পতি বিনা অন্নের জন্য পথের ভিখারিণী পর-মুখাপেক্ষিণী হইয়া দ্বারে দ্বারে লালায়িতা এবং ভ্রাতা, ভ্রাতৃ বধূ-গণের পাদদলিতা হইয়া দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। আবার দুর্দ্দম—প্রবৃত্তিনিকরের বশবর্ত্তিনী হইয়া কত কত রমণী কাম-লোলুপ নরপশুগণের প্রলোভনে, কখন কখন ও বা ভয়ে পড়িয়া কত শত লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিতা হইতেছে; ব্যভিচার ভ্রূণহত্যা-স্রোত প্রবাহিত করিয়া পবিত্র ভারতবক্ষ পঙ্কিল করিতেছে। পুরুষের অত্যাচার, সমাজের অত্যাচার, কোন কোন পক্ষপাতী শাস্ত্রের অত্যাচার দ্বারা অল্প বা বেশী পরিমাণে প্রায় সর্ব্বত্রই উপায়হীনা রমণীগণের দুঃখ ও দুর্গতি হইতেছে। এই সকল দোষের কারণ কেবল ঐ অবস্থায়ী স্ত্রীগণ নহে। জঘন্যপৈশাচিক প্রবৃত্তি-প্রণোদিত অকৃতাত্মা ব্যক্তিগণ রমণীগণকে প্রলোভিত কি ভয় প্রদর্শন বা অত্যাচারাদি না করিলে, উভয় পক্ষে যথোচিত শাসন ও সুশিক্ষা প্রদান করিলে স্ত্রী পুরুষ সমভাবে চিত্ত সংযম পূর্ব্বক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহে যত্নযুক্ত থাকিলে, স্ত্রীগণকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাহাদের সুখশান্তি বিধান করিলে কখনও তাদৃশ বিষময় ফলোৎপন্ন হইতে পারে না।"

"বিহঙ্গম গণ যেমন ভূপতিত আমিষখণ্ডে অভিলাষ করে,

অকৃতাত্মা মানবগণও তদ্রূপ অনাথা যুবতীকে কামনা করিয়া থাকে ; ঐ প্রকার অবস্থায়ী কামিনীগণও সহজেই বিচলিতচিত্তা ও সাধু সম্মত পথ হইতে স্খলিত পদ হইয়া অসীম তরঙ্গায়িত বারি মধ্যে নিপতিত কর্ণধার বিহীন নৌকার ন্যায় বিপর্য্যস্থ হয়। অতএব বৃদ্ধকালেও যখন সর্ব্বশ্রেণীস্থ পুরুষগণ দারান্তর এবং অপরাপর শ্রেণীস্থ বিধবা এবং পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা কামিনীগণ পুরুষান্তর গ্রহণ করার নিয়ম আছে অত্রাবস্থায় বিধবা কি পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা দীর্ঘকালেও পতি সহিত যাহার সুমিলন না হয়, সমঅবস্থায়ী দশ জনের আচার ব্যবহার ভিন্নরূপ দেখিয়া শুনিয়া তাহার আচারভ্রষ্ট না হইয়া সৎপথে থাকা নিতান্ত দুঃসাধ্য বটে। যাঁহারা মনুষ্যপ্রকৃতি অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা জানেন অবরুদ্ধ ইচ্ছা পরিতৃপ্তির আকস্মিক সুযোগ ঘটিলে উহা প্রায়শঃ সহসা ভগ্নরুদ্ধ স্রোতের ন্যায় অতি ভীষণ ভাবেই প্রবাহিত হয়। উল্লিখিতাবস্থায় কি পঞ্চাপদকালে, দাম্পত্য সূত্র ছিন্ন হইলে, যথোচিতরূপে বিবাহ না হইয়া থাকিলে, ব্রহ্মচর্য্য যতী ধর্ম্ম পালনে অনুপযুক্তা স্ত্রীগণ পুরুষান্তর গ্রহণ করা যে বিহিত, কুসংস্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পক্ষপাত শূন্য হইয়া স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে এই নিয়ম কখনও যুক্তি বিরুদ্ধ বোধ হইবে না। অতএব ব্যবহারবিরুদ্ধ বলিয়া ন্যায় যুক্তি বিরুদ্ধ দোষে দূষী হওয়া কাহারও স্পৃহনীয় নহে। স্ত্রী পুরুষ উভয় পক্ষে বিবাহ সম্বন্ধে সমদর্শী হৃদয়জ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তিদিগের মতে না চলিয়া কেবল স্ত্রীলোকের পক্ষে কঠোর দুঃসহ নিয়ম দৃঢ়তর রাখা কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রীগণের হৃদয় বেগ অতি প্রবলা, ভাল মন্দ পাপ পুণ্য যে কোন পথেই হউক পুরুষ

অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে। অতএব প্রথমতঃ দাম্পত্য সূত্র ছিন্ন হইলেই বিধবাকে পতি বা পিতৃগৃহে রাখিয়া হয় ভাল, না হয় অন্য কোথাও পবিত্র উন্নত চরিত্রবান্ লোকের আশ্রয়ে নিজ স্বার্থত্যাগিনী, পরহিতৈষিণী দেবীজ্ঞানে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া ব্রহ্মচর্য্য ও যতীধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিবে, পাপ সংসর্গ হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরে রাখিবে, তাহা হইলেই তাহার নীচ প্রবৃত্তি দূরীভূত এবং চরিত্র সংযত ও ঈশ্বরভাবে পরিচালিত হইয়া দিগদর্শন যন্ত্রের শলকার ন্যায় তাহার চিত্ত প্রেতপুরি পাছে রাখিয়া ঈশানাভিমুখেই থাকিবে। যদি কদাচিৎ পাপ-মতী হয় তবে ঐ স্ত্রী অপেক্ষা যৎকর্ত্তৃক ঐ মতী হয় তৎপ্রতি অধিক পরিমাণে শাসন ও দণ্ড বিধান করিবে, তখনই আবার দেখিবে তাহার চিত্তরূপ-শলকা আপনা হইতেই ঈশানাভিমুখে পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ তেজে ধাবিত হইয়াছে। কি স্ত্রী, কি পুরুষ উভয় পক্ষেই এই নিয়ম প্রশংসনীয়।"

"দ্বিতীয়তঃ—যথাবিহিত উপযুক্ত রূপে বিবাহ না হইয়া থাকিলে, স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতাবলম্বী, নিতান্ত বিষদৃশ, কিম্বা অকালে দাম্পত্য সূত্র ছিন্ন, অথবা পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে, দম্পতীর মধ্যে ঘনিষ্টতাদি না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত উপায় সকল অবলম্বন করিলেও সুপথে ও নিরাপদে থাকিতে না পারিলে বিধবাই হউক কি ঐ প্রকার মাত্র নামতঃ সধবাই হউক দ্বিতীয় পতি, পতিতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে, তাহাতে কেহই অধোগতি প্রাপ্ত হইবে না। সামাজিক-রীতি-বিরুদ্ধ-ভয়ে এতদন্যথাচরণ করিলে, এপক্ষে সমানাধিকার ও ঐ নিয়ম প্রচলিত দৃঢ়তর না রাখিলে পদে পদে বিপন্ন অপ-

মান গ্রস্ত, ভ্রূণ হত্যা, কোথাও বা আত্ম হত্যাদি পাপে লিপ্ত হইয়া পরিণামে পিতৃ, মাতৃ, ভর্ত্তৃ কুলসহ অধোগতি প্রাপ্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। হে নরপতে! যৌবনরূপবনে প্রবেশিলে প্রায় অনেকেরই যৌবন প্রভাবে মনে এক প্রকার তমো উপস্থিত হয়, বন্য জন্তুর ন্যায় ব্যবহার হয়। অদূরদর্শী যুবা ব্যক্তিগণ কাম, ক্রোধ, মাৎসর্য্যাদি নীচ বৃত্তিকেই সুখের হেতু জ্ঞান করে, বিষয়-তৃষ্ণায় ইন্দ্রিয়গণকে উত্তেজিত করে, তখন সুরাপান না করিলে ও চক্ষুর দোষ না থাকিলেও যৌবন এবং ধন মদে মত্ততা ও অন্ধতা জন্মে। উন্মার্গ-প্রস্থিত-অজিতচিত্ত সদৃশ প্রবল শত্রু আর নাই। ষড়িন্দ্রিয়রূপ মত্ত মাতঙ্গগণকে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির আয়ত্তাধীন রাখিতেই সতত যত্ন করিবে। কাম ক্রোধাদি অসময়ে উত্তেজিত হইলে পূর্ব্বোল্লিত উপায়ে দমন করাই কর্ত্তব্য। এবং শুভাশুভ চিন্তা করিয়া যথাসাধ্য শ্বাস-রোধ, অন্যান্য চিন্তা এবং শব্দ বন্ধ করিয়া রাখিবে। ঈশ্বর ভাবে চিত্ত পরিচালিত করিতে অক্ষম ব্যক্তিগণের এই নিয়ম অবলম্বন করা অতিব কর্ত্তব্য।”

অনন্তর রাজা বলিলেন, হে বিপ্রর্ষে! কুলাঙ্গনা গণকে বিশ্বাস করিয়া নানা স্থানে স্বতন্ত্রভাবে গমনাগমনে এবং অন্যান্য বিষয়েও স্বাধীনতা প্রদানে বর্ত্তমান কাল অনুসারে কি কি দোষ হইতে পারে? কি কারণ বশতই বা তাহাদের লজ্জা শীলতাদি বিনষ্ট ও স্বাভাবিক প্রকৃতি দুষ্প্রবৃত্তি দ্বারা কলুষিত হইয়া থাকে এবং তাহাদিগকে কি প্রণালীতেই বা শাসন করা কর্ত্তব্য?”

মুনি বলিলেন “হে রাজন্! আপনি বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও প্রবীণ। আপনাকে অধিক কি বলিব। সাধারণতঃ স্ত্রী হৃদয় পুরুষাপেক্ষা

অধিক বেগশালী, অথচ বিচার শক্তি দুর্ব্বলা। চিরদিনই স্ত্রীলোকের চিন্তা, যত্ন, অনুরাগ প্রত্যক্ষসংবদ্ধ ; প্রায়শঃই বর্ত্তমানাবিষ্ট! ভালমন্দ, কাম, স্নেহ, ভক্তি, বিশ্বাস, পাপ, পুণ্য যে কোন পথেই হউক স্ত্রীগণ যতদূর অগ্রসর হইতে পারে পুরুষে ততদূর পারে না। এই কারণেই অনেক সময় অনেক স্ত্রীলোক যেমন স্বর্গের দেবী সম পূজনীয়া অথবা নরকের পিশাচী হইতেও ঘৃণিতা হইয়া পড়ে, পুরুষ তদ্রূপ হইতে পারে না। স্ত্রীহৃদয়াবেগ অসীম প্রবলা,অথচ ভবিষ্যৎ বিচার দ্বারা হৃদয়াবেগ দমন ক্ষমতায় দুর্ব্বলা। এই নিমিত্ত—প্রণয়ে পুরুষ মাত্র ভজে, আর স্ত্রীলোক মজে। ভালবাসায় স্ত্রীলোক যেমন বিনামূল্যে বিকাইয়া আত্মহারা এবং অনেক সময় কর্ত্তব্য ভ্রষ্টাও হইয়া যায়, পুরুষ কখনও তদ্রূপ বিকায় না, আত্মহারা হয় না। যে যৌবনভাব পুরুষের জীবনের একটা ঘটনা, স্ত্রীলোকের উহা জীবন সর্ব্বস্ব। বিরহে পুরুষ একটা সুখে বঞ্চিত ও অস্থির হয় মাত্র, কিন্তু স্ত্রাগণ একবারে অবলম্বন শূন্য,আশ্রয়-তরুচ্যুত লতার ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। কালে পুরুষ বিষয়ান্তরে মনঃসংযোগ করিয়া উহা ক্রমশ ভুলিয়া যায়, কিন্তু স্ত্রীলোকে তাহা ধ্যান করিতে করিতে শুখাইয়া ভষ্ম হয়। পুরুষ যে বেগে সাবধানচারী, স্ত্রীগণ অনেক সময় সেই বেগেই বিবশা আত্ম হারা হইয়া যায়। অতএব বলি—যদিচ ক্ষমা, দয়া, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাদি স্ত্রীলোকে পুরুষ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়, তথাপি যাহাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়াছে মাত্র তাহাদিগকেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে এবং নানা স্থানে স্বতন্ত্রভাবে গমনাগমনে এবং অন্যান্য বিষয়েও স্বাধীনতা প্রদান করা যাইতে পারে,তাহাতে কোন ক্ষতি

দেখা যায় না; কিন্তু যেস্থলে পুরুষের মন সম্পূর্ণ বিকশিত, আর স্ত্রীর মন নিতান্ত সঙ্কোচিত সেস্থলে এ দুয়ের বিশ্বস্ত-সূত্রের মিলন নিশ্চয়ই অমঙ্গলাকর হয়। স্ত্রী লোকের সরল মনে যতটুক বুঝিতে পারে মাত্র ততটুকু বিশ্বাস করিলে ক্ষতি নাই। বিবিধ বিদ্যায় বিদ্যাবতী; শিক্ষিতা বুদ্ধিমতি হইলেও যদি পাপপরায়ণা প্রবৃত্তির বশীভূতা হয়, তাহা হইলে ও ঐপ্রকার স্বাধীনতা প্রদান করিলে, তাহারা অবসর থাকিলে, সুযোগ পাইলে অজ্ঞানতার আশ্রয়ে প্রবৃত্তি দমনে অকৃতকার্য্য হইয়া কি না করিতে পারে? সুরুচী, প্রমোদা, চণ্ডী, কৈকেয়ী এবং শূর্পণখা প্রভৃতিই ইহার বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থল। তাহাদের জীবনচরিত পাঠ করিলে, আধুনিক সুখ ভোগাভিলাষিণী স্বাধীনা ললনাগণের ছলনা অবলোকন করিলে, কোন্ হৃদয়বান ব্যক্তির অন্তর ব্যথিত না হয়? দুঃশীলা, উদ্ধতস্বভাবা, প্রগল্‌ভা, বিলাসাসক্ত যৌবনোন্মাদিনী কামিনীগণ অসৎকর্ম্ম করিতে কদাপি ভীতা, কুণ্ঠিতা বা লজ্জিতা হয় না; ইহাদের অকার্য্য কিছুই নাই। প্রথমতঃ জানকী মূর্ত্তিতে মনস্তুষ্টি প্রদান করিয়া পরিশেষে কৈকেয়ী বা শূর্পণখা মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক সর্ব্বনাশ করিতে পারে, বিচিত্র কি? এইরূপ স্ত্রীর সহবাস সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে।” রাজা বলিলেন, “হে দেব! বিনাকারণে স্বতই কি রোগীর রোগোৎপন্ন হয়, না অনিয়ম কারণেই উৎপন্ন হইয়া থাকে?” মুনি বলিলেন, “হে রাজন্! সকলের মনেই শোভানুভাবকতা ও সুখ ভোগেচ্ছা আছে এবং সকল প্রকার ইচ্ছাই অভ্যাসে বৃদ্ধি পায়। ইহাতে কেবল স্ত্রীলোকের দোষ নাই; অনভিজ্ঞ অনুকরণের দাস যুবকগণও ইহার এক প্রধান

কারণ। যুবতীদিগকে বিলাসের পুত্তলের ন্যায় নানা সাজে সাজাইলে, বিকারোদ্দীপক নাটকাদি পড়িতে দিলে, সর্ব্বদা তোষামোদ ও অসদালোচনা বা কুসংসর্গে বাস করিলে সুমতি সুকুমারীর মনেও বিকারোদ্দীপ্ত হইতে পারে। পরিশেষে নীতি ধর্ম্মোপদেশ বা কঠিন শাসনাদি দ্বারাও তাহাদিগকে স্বাভাবিক অবস্থায় ন্যায় পথে আনয়ন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। অভিনব বিদ্যাভিমানী যুবকগণ নানা বিদ্যায় বিভূষিত এবং বক্তৃতায় বিচক্ষণ হইয়াও সুরাপান করিবে, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইয়া বিবিধ কুক্রিয়ান্বিত হইবে, স্ত্রীকে অপরিচিত পুরুষের সহিত অসতর্ক ও নির্লজ্জভাবে আলাপে প্রবর্ত্তিত করাইতেও ত্রুটি করিবে না, স্ত্রী-চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে না, স্বীয় চরিত্রের প্রতি উদাসীন হইবে, ইত্যাদি নানা প্রকার অবৈধ ব্যবহারও যে স্ত্রী-চরিত্র পঙ্কিল ও কলুষিত এবং তাহাদের লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত হওয়ার প্রধান কারণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব প্রথমাবধিই তাহাদিগের কোন প্রকার দোষ দৃষ্ট হইলে, সময়ান্তরে যথোচিত শাসন করিবে; নীতি উপদেশ দ্বারা ও সৎদৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক ভবিষ্যতের পক্ষে সতর্ক করিয়া দোষাদোষ বুঝাইয়া দিবে। ধন, বস্ত্র, প্রেম, শ্রদ্ধা ও মিষ্ট বাক্যদ্বারা সতত ভার্য্যাকে পরিতুষ্ট রাখিবে। সর্ব্বদা শাসন, সর্ব্বদা ভয় প্রদর্শন বা সর্ব্বদা কঠিন ব্যবহার করিবে না। যথোপযুক্ত সুশাসন ও ভয়প্রদর্শন না করিলে অবাধ্য ও দুর্ব্বিনীতা হয়; সর্ব্বদা শাসন বা সর্ব্বদা কঠিন ব্যবহার করিলে তাহাদের মনের উৎসাহ, প্রফুল্লতা এবং তেজস্বীতা বিনাশ পায়।”

নরপতি, মহর্ষিপ্রমুখাৎ এবংবিধ সদুপদেশ শ্রবণে পরমা-

হ্লাদিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "দেব! মানবগণ কি কারণে স্বভাবত ধার্ম্মিক, অজ্ঞান, মূর্খ, পণ্ডিত, অধর্ম্মপরায়ণ ও নিরোগী, চিররোগী, বলবান এবং দুর্ব্বল ইত্যাদি বিবিধরূপে পৃথিবীতে নানারূপ অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া, অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইতেছে? এবং পিতা মাতার শরীরিক অবস্থা ও মানসিক প্রকৃতি প্রত্যেক সন্তানে সমভাবে লক্ষিত না হইবারই বা কারণ কি? কৃপাবলোকনে এই সমস্ত বিষয় যথাতত্ত্ব বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন।" পুণ্যকর্ম্মাগণ-বরেণ্য পরমর্ষি দ্বিজোত্তম গর্গাচার্য্য, ভূপতি কর্ত্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া বলিলেন, "হে রাজর্ষে! আপনার জিজ্ঞাসিত বিষয় পরম গুহ্যতর ও কল্যাণপ্রদ, কিন্তু রাজন্! কেহই এসমস্ত বিষয় নিশ্চিতমতে বর্ণন করিতে পারে না। অতএব মানব জন্মতত্ত্বানুসারে, কোন্ সময় জন্ম ধারণ করিলে এবং ইন্দ্রিয় সংযত ও বশীভূত না রাখিলে কিরূপ ফলাফল লাভ হইয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়াদি দমন ও পরিচালনাদি সম্বন্ধে একদা মহাদেব, কার্ত্তিক কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যেরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন আপনার প্রতি প্রীতিনিবন্ধন তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।"

"সচরাচর প্রত্যক্ষই দেখা যাইতেছে যে,—বীজ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ সুলক্ষণসম্পন্ন ও সুপক্ক না হইলে অথবা কুস্থানে স্থিত হইলে তদুৎপন্ন বৃক্ষাদি যেমন স্বাভাবিক সুন্দর ও সতেজ হইতে পারে না, বীজ ক্ষত বা নিস্তেজ হইলে কি সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন হইলেও তাহা কুস্থানে বপন করিলে বৃক্ষাদি তেজহীন ও অবিলম্বে নষ্ট হইয়া যায়, মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি জরায়ুজ ও অণ্ডজ প্রাণি-

গণের জন্ম বিষয়েও এই প্রকার নিয়ম। অল্প বয়সে, দুর্ব্বল বা পীড়িতাবস্থায়, অসময়ে কিংবা অপবিত্র অবস্থায় সন্তান হইলে সেই সন্তান কখনও দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, দীর্ঘজীবী ও নিরোগী হইতে পারে না, বরঞ্চ অল্পকালেই জরাগ্রস্ত ও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া অপরাধী পিতা মাতাকে শোকাকুল করিয়া যায়। কেবল মূঢ়তা ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতাই ইহার মূল কারণ। পরম সুহৃদ কাম, ক্রোধাদি যখন আমাদের অজ্ঞতা ও মূঢ়তা নিবন্ধন বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির আয়ত্ত না থাকিয়া তদ্বিরুদ্ধ পথে সঞ্চরণ করে, তখনই তাহাদিগকে কুপথগামী রিপু বলা যায়; অতএব জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত করিয়া ঐশ্বরিক বিধান যতদূর জানা যায়, তাহাতে একান্ত বিশ্বাস করিয়া তদনুসারেই চলা উচিত। এক বৃত্তির প্রয়োজনানুরোধে অন্য বৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করা কর্ত্তব্য নহে। যে স্থলে যে কোন কার্য্যে এক বৃত্তির প্রবৃত্তি ও অপরাপর বৃত্তির নিবৃত্তি থাকে, সে স্থলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনু-গামী হইয়া কার্য্য করিবে। একটি প্রদীপ হইতে অন্য একটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া লইলে, যেমন প্রথমোক্তটির হানি হয় না, অথচ শেষোক্তটিও তদ্রূপই তেজ ধারণ করে,সেইরূপ জনক জননীর পূর্ণ বয়সে, সুস্থ সময়ে, পবিত্রাবস্থায়, সুসময়ে যাহারা জন্ম ধারণ করে, তাহারাই সুখী, নিরোগী, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়া ভূমিষ্ট হইতে পারে। পিতা মাতার (বিশে-ষত মাতার) শারীরিক মানসিক, নৈমিত্তিক গুণ, দোষ ও স্বভাব এবং গর্ভসঞ্চার কালে যে সকল মনোবৃত্তি অধিক প্রবল থাকে, সন্তানগণ তাহাই প্রাপ্ত হইয়া ভূমিষ্ট হয়। দুর্ব্বলতা, বলাধিক্য, অঙ্গসৌষ্ঠব ও অঙ্গবৈলক্ষণ্য প্রভৃতির ন্যায় দয়া, ক্ষমা,

কাম, ক্রোধ, ভক্তি, বিনয়, শীলতা, বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞান ইত্যাদি পুরুষানুক্রমে প্রায় একই প্রকার দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব জন্মের কার্য্য জ্ঞানের চিত্তস্থিত সংস্কার কোন ঘটনাক্রমে উদ্বোদ্ধ হইলে তদ্বলে অথবা পিতা মাতার বৃত্তি বিশেষের স্বভাবসিদ্ধ প্রবলতা দ্বারা এই নিয়মের অন্যথাচরণ হইতেও পারে, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব উল্লিখিত নিয়মের প্রতি বিশেষ বিবেচনা করিয়া গর্ব্ভসঞ্চার কালে জনক জননীর মনোবৃত্তি সকল পবিত্র ভাবে স্থির ও প্রকৃতিস্থ রাখা কর্ত্তব্য। পিতা মাতার অসুস্থ সময়ে, অপবিত্রাবস্থায়, অকালে, ঋতুর নবম দিনের পূর্ব্বে, কি দিবাতে, অথবা প্রথমরাত্রে যাহারা জননী জঠরে জন্ম ধারণ করে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে সুখী, দীর্ঘায়ু, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, নিরোগী ও ধার্ম্মিক হইতে পারে না। বস্তুত শারীরিক অবস্থা ও মানসিক প্রকৃতি, সন্তানোৎপাদনের নিয়ম, বাস্তু ভূমির গুণ, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং যথোচিত সুশিক্ষার প্রতিই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সুসময়ে জন্মধারণ ও সমুচিত সুশিক্ষার ব্যতিক্রম হইলে কাহারও চরিত্র সুসংস্কৃত হইতে পারে না। ভূমি যেমন সময়ানুসারে যথোচিত কর্ষণ না করিলে এবং নির্দ্দিষ্টকালে জল, তেজ, ও আলোকাদি না পাইলে তাহার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে না, বরং অনুর্ব্বরতাই প্রাপ্ত হয়, আমাদের স্বাস্থ্য, বুদ্ধি ও জ্ঞান সম্বন্ধেও এই প্রকার নিয়ম বটে।"

"হে রাজন্! ঈশ্বর কাহারও সুখ বা দুঃখের বিষয়ীভূত কারণ হন না। বিশ্বপতির নিয়ম পালন করিলেই সুখ শান্তি আর তাহা লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ অশান্তি ঘটিয়া থাকে। বিশ্বনাথের এই অখণ্ড নিয়ম কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।

ঈশ্বর জীবপ্রবাহ রক্ষা করিবার জন্যই কাম সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার এই নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক যৌবনমদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ইন্দ্রিয়বশতা নিবন্ধন পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইলে; স্বীয় জন্ম বার, তিথি ও নক্ষত্রে; চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পুর্ণিমা, প্রতিপদ, সপ্তমী, অষ্টমী প্রভৃতি অগম্যতিথিতে; ঋতুর চতুর্থ দিনের পূর্ব্বে, অসুস্থ সময়ে কালাকাল বিবেচনা শূন্য হইয়া সর্ব্বদা স্বেচ্ছানুসারে অপরিমিত রূপে অথবা স্বাভাবিক নিয়মের বৈপরীত্যে শুক্রক্ষয় করিলে জীবনোপযোগী শক্তিক্ষীণ, ভগ্নোৎসাহ, ভগ্নকায়, নির্বীর্য্য হইয়া নানাবিধ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, রোগ ও শোকের কারণ হয়; দুর্ব্বলতা, ক্ষয়কাশ, জরাজীর্ণতা ও মস্তিষ্কপীড়া প্রভৃতি বহুবিধ দুশ্চিকিৎস্য রোগের কারণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ক্রমশ জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া অকালে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত ও অকালমৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হয়। ধর্ম্মের শাসন অবহেলন পূর্ব্বক দুষ্প্রবৃত্তিপিশাচির বশীভূত হইয়া মোহহ্রদে নিমগ্ন হইলে, তাহার হৃদয়ভাণ্ডার কখনও শান্তিরসে আর্দ্র থাকিতে পারে না; অন্তঃকরণ গরলময় নরক সমান হয় এবং প্রাণঘাতিনী দুশ্চিন্তা তাহার চিত্তকে অহর্নিশ পেষণ করিতে থাকে। হে রাজন্! এই সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্বে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সংযত ও বশীভূত রাখিবে; অনুপযুক্ত কালে মন্মথের আবির্ভাব হইলে তৎক্ষণাৎ প্রজ্ঞাবলে বাঁধা দিবে, নতুবা দুর্ব্বিসহ যাতনা ভোগ করিতেই হইবে। অকালে মনোভবের আবির্ভাব হওয়া মাত্র অন্যান্য চিন্তা, সদালাপ বা শরীর সঞ্চালন ও পরিশ্রম কি যথাসম্ভব শ্বাসরোধ করিয়া মনের চাঞ্চল্য অপনীত করিবে; কদাচ মনে মনেও ব্যভিচার করিবে না। হে রাজন! আর কি

বলিব? যাহা যেরূপ অবগত আছি তৎ সমস্ত বলিলাম এইক্ষণ গমন করি। মঙ্গলময় মহেশ্বর আপনার মঙ্গল বিধান করুন।” এই বলিয়া পরমর্ষি গর্গাচার্য্য তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এবং নরপতি পরীক্ষিৎ রাজকার্য্য সমাপনান্তে সভা ভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে গমন পূর্ব্বক বন্ধু বান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া পরমানন্দে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রীমান্ সত্যভাষী নরপতি পরীক্ষিৎ, কুরু বংশ ক্ষীণ হইলে সুভদ্রা-নন্দন অভিমন্যুর ঔরসে উত্তরার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি রাজধর্ম্মকুশল, আত্মবান, মেধাবী, ষড়্‌বর্গ জেতা ও নীতি শাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন। একদা বিরাট-রাজ তনয়া স্বীয়মৃত্যুকাল সম্মুখীন জানিয়া পুত্রকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, “দেখ বৎস! আমার তৃতীয় কাল গত হইয়াছে, চরম কাল আসন্ন প্রায়, অতএব এখন আর মায়া মোহে ব্যাপৃত থাকিয়া পরকালের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হওয়া আমার পক্ষে উচিত নহে। যেহেতু মনুষ্যজীবন অনিত্য, কোন সময় চরম কাল উপস্থিত হইবে নিশ্চয় নাই, একারণ জীবনের অবশিষ্ট কাল নির্জ্জনে অবস্থান পূর্ব্বক কর্ত্তব্য সাধনে অনুরক্ত থাকি, ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ। পুত্র বয়স্থ হইলেও তাহাকে উপদেশ প্রদান এবং তাহার অন্যায় দর্শন করিলে তিরস্কার দ্বারা শাসন করা বিধেয়। পুত্র গুণরাশি ভূষিত ও

যশো ভাজন হয়, ইহাই পিতা মাতার অভিলাষ, এজন্যই পিতা মাতা পুত্রকে সর্ব্বদা শাসন করিয়া থাকেন। আমি সেই চির প্রচলিত প্রথানুসারে তোমাকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও রাজনীতি বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। হে বৎস! দেখ, জগৎপাতা জগদীশ্বর এই সজল স্থল স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূমণ্ডল এবং মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ প্রভৃতি ভূচর, খেচর, জলচর ও উভচর প্রাণী এবং নানাবিধ অপ্রাণী পদার্থ সৃষ্টি করণান্তর প্রাণীগণ মধ্যে মনুষ্যকে জ্ঞানও ধর্ম্মলাভে অধিকারী করিয়াছেন বলিয়াই 'মনুষ্য' নামের এত গৌরব হইয়াছে এবং মনুষ্যজন্মকেই "দুর্ল্লভজন্ম" বলাযায়, কিন্তু শুদ্ধ সেই জ্ঞান দ্বারা কোনও কার্য্য সাধিত হয় না, শারীরিক শক্তি ও পরাক্রম সহ ঐ জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিলেই ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে এবং ধর্ম্ম রক্ষা করিলেই সর্ব্ব প্রকার শ্রেয়োলাভ হয়। ধর্ম্মই উন্নতি লাভের একমাত্র সোপান। ধর্ম্ম ও নীতি অনির্ম্মোচ্য রূপে সম্বন্ধ; অতএব কদাপি ধর্ম্মনীতি অবহেলা করিও না, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পরাঙ্মুখ হইও না কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক বিশ্বপতির উপাসনা দ্বারা আত্মাকে স্বর্গীয় জ্যোতিতে আলোকিত রাখা ধর্ম্মনীতি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। বিনয় এবং নিরীহ প্রকৃতি প্রধান, কিন্তু জীবনে তেজ না থাকিলেও ধর্ম্ম রক্ষা হয় না, অতএব তৃণের ন্যায় বিনয়ী ও বজ্রের ন্যায় তেজস্বী হওয়া উচিত। ধর্ম্ম জীবন রক্ষার জন্য যেমন একদিকে বিনয় তেমনি অন্যদিকে তেজকে দৃঢ়তা সহকারে রক্ষা করিতে হয়। কার্য্য দক্ষতা, অপমানাসহিষ্ণুতা, শূরতা ও ক্ষিপ্রকারিতা এই কয়েকটি তেজের গুণ, ক্রোধ

তেজের বিকার মাত্র। আপনাকে অভ্রান্ত জ্ঞান ও আপন মতকে ভ্রমশূন্য বিবেচনা করা মূর্খতার কার্য্য। অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, চিত্তস্থৈর্য্যই শম, চিত্ত দমনই দম এবং শীতোষ্ণবৎদ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতার নামই ক্ষমা বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।”

“কেহই সর্ব্ব বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে না, ইহা ভাবিয়া লোকের অজ্ঞানত অপরাধ ক্ষমা করিও এবং কেহ কোন অন্যায় কুতর্ক কুটিল অর্থ প্রকাশ করিলেও তাহাতে বিরক্ত না হইয়া যুক্তিদ্বারা তর্ক মীমাংসা এবং সদৃষ্টান্ত ও সদুপ-দেশ প্রদান করিও। দেখ বৎস! দুরাগ্রহ গ্রহণেই লোক নিন্দা হয়, অন্যের সুমনোরথ ভঙ্গ করিলে স্বমনস্থ বৈপরীত্য হয় এবং বহুজন সহ কলহে বহু শত্রু হয়। যিনি কেবল মাত্র সুখ বা সুখ্যাতি, যশ বা কীর্ত্তির লোভে কার্য্য করিয়া থাকেন, তিনি সমাজ গৃহের একটি শূন্যগর্ভ কীটাকুলিত বাঁশের খুঁটিমাত্র। যিনি স্বীয় সুখ্যাতি বা অখ্যাতি, তিরস্কার বা পুরস্কারের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, কেবল কর্ত্তব্যমাত্র সাধন করিয়া থাকেন, তিনিই পরমানন্দে অকুতোভয়ে জীবনকাল অতিবাহিত করিতে পারেন। যে ব্যক্তি ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও ভয় করেন না, বিবেক ভক্তির অনুগত, অবিচলিত ন্যায় পরতা, মিতা-কাঙ্ক্ষিতা ও অপক্ষপাতিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহ যাঁহার নিকট বিদ্যমান আছে, যিনি বাহ্যিক শোভা সৌন্দর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে দমন ও যথা সময়ে পরিচালনসমর্থ; অধিক কি পুত্র স্নেহ বা দুঃসহ তীব্র-দারিদ্রাবস্থার সুতীক্ষ্ণ শরা-ঘাতেও যাঁহাকে ধর্ম্মপথ হইতে স্খলিত করিতে না পারে, যিনি নম্র প্রকৃতি, মধুরভাষী তিনিই দেবলোক গমনে সমর্থ। বিলা-

সীর ন্যায় শরীরের বেশ ভূষায় অনুরক্ত, সুখের জন্য লালায়িত দুঃখভয়ে ভীত, সম্পদে প্রফুল্ল, বিপদে বিষণ্ণ হওয়া প্রশংসনীয় নহে, বরং নিন্দনীয়। যে দুঃখ পরিণামে মঙ্গল প্রসব করে, লোকের তাদৃশ দুঃখ দূর করা দয়ার কার্য্য নহে, বরং স্থান বিশেষে ঐ দুঃখ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। উপচিকীর্ষা, ভক্তি ও ন্যায়পরতা এই তিনটী ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অনুমোদিত কার্য্যই সৎকার্য্য, আর যাহা এই বৃত্তি ত্রয়ের অনুমোদিত নহে, তাহাই অসৎকার্য্য। পাপকার্য্য করিলে মনে স্বতঃই ক্লেশ উদয় হয়, অর্থাৎ আত্মগ্লানি ও মনোপীড়া পাইতে হয়, পুণ্যকর্ম্ম করিলে সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে। পাপ শরীরদ্বারা কৃত হউক, বাক্যে কথিত হউক বা মনেচিন্তিত হউক কোন রূপেই তাহার দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি নাই। আপনি আপনাকে নিষ্পাপা বলিয়া না জানিলে শান্তি নাই। যখনই আত্মকৃতপাপ স্মৃতিপথে উদিত হইবে, তখনই অন্তর্দাহ উপস্থিত করিবে। কৃত পাপের জন্য ব্যবস্থাবিশেষ দায়ী নহে; ঘটনানুকূল্যে রাজদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইলেও প্রাকৃতিক দণ্ড অপরিহার্য্য; পাপজ দুঃখ নির্ম্মূল হইতে পারে না। যে ব্যক্তি দরিদ্র বা ভিক্ষুককে আহ্বান পূর্ব্বক আনিয়া শেষে কহে 'আমার কিছুই নাই তুমি চলিয়া যাও,' যে ব্যক্তি ধন থাকিতেও লোভ প্রযুক্ত দান ও ভোগে বিবর্জ্জিত হইয়া পরে কহে 'আমার কিছুই নাই,' যে ব্যক্তি ধার্ম্মিককে দ্বেষ করিতেছে, আপনার পরমায়ু স্থির বলিয়া জ্ঞান করিতেছে, কামাস্ত্রই দর্শন করিতেছে, কিন্তু যমের অস্ত্র দেখিতেছে না, পাপ-কর্ম্মে অবসন্ন হইতেছে না, কুকর্ম্মেও লজ্জিত হয় না, পরস্বাপ-হরণেও কুণ্ঠিত হয় না, বক্তৃতা করিতে পটু, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান

শূন্য এবং যাহার কুক্রিয়াতে নিবৃত্তি কি কোন বিষয়ে অঙ্গীকারের স্থিরতা নাই সে নীচাশয় নরাধম, কদাচ প্রকৃত সুখের মুখাবোলোকন করিতে পারে না, নিশ্চয়ই তাহাকে নিরয়গামী হইতে হয়। যে স্বার্থপরায়ণ নির্লজ্জ, ভৃত্য, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী প্রভৃতি ও আশ্রিতদিগকে প্রদান না করিয়া, তাহাদের প্রত্যক্ষে স্বয়ং সুখাদ্য ভোজন করে, আত্মীয়গণের সহিত একত্রে উপবেশন পূর্ব্বক আহার করিতেও যে ব্যক্তি সকলকে প্রদান না করিয়া ভাল ভালসামগ্রী স্বীয় পোড়া উদরে নিক্ষিপ্ত করে; যে মূঢ় আশ্রিত, সাধু ও বাক্যানুবর্ত্তীদিগকে প্রতিপালন না করিয়া পরিত্যাগ করে, যে নীচাশয় কৃতঘ্ন, মদ্যপায়ী, মর্য্যাদাভেদী, বৃষলীগামী সেই অকৃতাত্মা নিশ্চয়ই নানারূপ যন্ত্রণাভোগ করত চরমে রৌরব গামী হইয়া থাকে।"

"প্রত্যেক প্রাণীরই আত্মা আছে, চেতনা আছে, সুখ দুঃখাদি আছে এবং সকলেই আপন আপন সাধ্যানুসারে স্বীয় জীবন রক্ষা করিতেছে, অত্রাবস্থায় স্বীয় অভিষ্ট সম্পূর্ণ করণার্থ প্রাণীহিংসা করিলে নিশ্চয়ই যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়। যে যে কার্য্যদ্বারা জীবের যন্ত্রণা হয়, তাহা করা আমাদের উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা বৃত্তির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বটে। প্রাণীগণ হত হইবার সময়ে যে প্রকার আর্ত্তনাদ, অঙ্গবৈকল্য ও অশ্রু বিসর্জ্জন দ্বারা অন্তরের যাতনা প্রকাশ করে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া কাহার অন্তঃকরণে কারুণ্যরসের সঞ্চার না হয়? দয়াবান্ ব্যক্তি পশু পক্ষী প্রভৃতির বধদশা দৃষ্টি করিয়া অবশ্যই কাতর হইয়া থাকেন। দেবোদ্দেশে স্বীয় কল্যাণ কামনায় অথবা উদর-পূর্ত্তি নিমিত্ত প্রাণীহিংসা বিহিত নহে। পৌরাণিক কোন কোন

মতানুসারে দেবোদ্দেশে প্রাণীহিংসা করার বিধান থাকিলেও তাহা ন্যায়ানুমোদিত নহে। দেখ, ধর্ম্মশাস্ত্রেও আছে যে—

"যূপংকৃত্বা পশুংছিত্বা কৃত্বা রুধির কর্দ্দমং।
যদ্যেবং গম্যতো স্বর্গো নরকঃ কে ন গম্যতে॥"
"জপোধর্ম্ম স্তপোধর্ম্ম স্তথা দেবার্চ্চনাদিকং।
অহিংসা পরমো ধর্ম্ম স্ততো মোক্ষঃ প্রচক্ষতে॥"
"যত্র প্রাণী বধো নাস্তি যত্র সত্য বচোদয়া।
যত্রাত্ম নিগ্রহ দৃষ্টো ধর্ম্মোময়ি সচোচ্যতে॥"

(শুকগীতা)

অতএব প্রাণীহিংসাদি প্রচণ্ড নির্দ্দয়স্বভাব দূর করিয়া জীবের প্রাণ-ঘাতকদিগের চরিত্র যাহাতে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির আয়ত্ত থাকিতে পারে তদুপায় করিয়া, উপদেশে না হয় দণ্ড প্রদান করিবে। এইক্ষণ আচার ব্যবহার, পবিত্রতাদি বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর।"

"দেখ বৎসে! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য "দ্বিজ" নামে অভিহিত। দ্বিজগণ কখনও শূদ্রের বৃত্তি স্বীকার করিবে না, করিলে সে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। বংশ কখনও জাতি নহে, আচার ব্যবহার চরিত্রাদি দ্বারাই জাতি বিভাগ হইয়াছে। যে জাতির পক্ষে যেরূপ আচার ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা না করিয়া নীচ জনোচিত কার্য্য করিলেই অর্থাৎ আচার ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলেই জাত্যান্তরে অধঃপতিত হইতে হয়, অতএব আচার ব্যবহার চরিত্র বিষয়ে সাবধান থাকিবে। জ্ঞানবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণের সম্মুখে প্রণত হইবে। নাস্তিক, কৃতঘ্ন, দেবল, স্তেয়ী, (ভট্ট) গ্রামযাজক, নক্ষত্রজীবী, আততায়ী,

শঠ, ধূর্ত্ত, উন্মত্ত কি অশুচীকে অভিবাদন করিবে না। শূর্পবাত, প্রেতধূম, এবং বৃষলীপতিকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবে। নখ, কেশ আস্বাদন, কি নগ্নবেশে শয়ন করিবে না। যে ব্যক্তি জপ করিতেছে, কি কার্য্যানুরোধে ধাবমান হইতেছে, সমিধপুষ্প আহরণ, স্নান, কি ভোজন করিতেছে তাহাকে অভিবাদন করিবে না। বিবাদশীল, রোগী, শয়ান, জলস্থ, ভিক্ষার্থী, সুরাপায়ী ব্যক্তিকে অভিবাদন করিবে না। পতিঘাতিনী, পুষ্পিনী, জারা, কৃতঘ্নী, গর্ভপাতিনী, সূতিকা, ক্রূরা ও চণ্ডাকে অভিবাদন করিবে না। সভাস্থলে, যজ্ঞশালায়, দেবমন্দিরে, পুণ্যক্ষেত্রে, পুণ্যতীর্থে, বা স্বাধ্যায় সময়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক একটি করিয়া নমস্কার বা প্রণাম করিবে না; করিলে পুণ্যক্ষয় হইবে। যে ব্যক্তি যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, ব্রত, দান, তর্পণ কি দেবার্চ্চন করিতেছে তৎকালে তাঁহাকে অভিবাদন করিবে না। অভিবাদন করিলে যে ব্যক্তি প্রত্যভিবাদন না করে সে ব্যক্তি শূদ্রের ন্যায় অনভিবাদ্য। পরপাপ ঘোষণা, আত্মপুণ্য কীর্ত্তন করিবে না। পথস্থিত উচ্ছিষ্টান্নবৎ সুরাপায়ী মাতাল, বেশ্যা বা পরদারাসক্ত ব্যক্তিকে এবং চিতাকাষ্ঠ, শব সর্প, যূপ, চণ্ডাল ও দেবলকে পরিত্যাগ করিবে, স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ সবস্ত্রে স্নান করিবে। কুভাষী, সুরাপায়ী, পরিবেত্তা, পরদারী, বৃষলীপতি, লোভী, বেদমন্ত্রাদি বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহক, রোগ-চিকিৎসা ব্যবসায়ী, গণক, নিত্য রাজসেবী, মসীজীবী, কসীজীবী, পাচক প্রভৃতি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম ধারণ করিয়া থাকিলেও তাহাদিগকে দেবকার্য্যে কি পিতৃকার্য্যে নিযুক্ত করিবে না। সুচরিত্র জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেই নিযুক্ত

করিবে, এবং পিতৃ বা দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া সেই জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেই দান করিবে। নিতান্ত দীন দরিদ্র সদাচারী ব্যক্তিগণকে যথাসাধ্য রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, অন্যথায় পুণ্য ক্ষয় হইবে।"

"দেখ বাবা! ধীর ব্যক্তি লোক হইতে উত্যক্ত হইবে না, এবং লোককেও উত্যক্ত করিবে না। ঈশ্বর চৈতন্যরূপে আত্মারূপে সমুদায় প্রাণীতে ও নিজ দেহে অবস্থিতি করিতেছেন, এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করিবে না, উল্লঙ্ঘন করিবে না, সর্ব্ব প্রাণীকে সম্মান ও প্রাণীগণের হিতসাধন করিবে। এতদন্যথায় শত সহস্র ব্রতাচার, যাগ, যজ্ঞ, দেবার্চ্চন্, তীর্থাশ্রয়, জপ তপাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলেও তদ্দ্বারা বিশেষ কোন ফল হইবে না।"

"বাহ্যবস্তুর সহিত আমাদেরশরীর ও মনের এবং ধর্ম্মের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। আহারাদির সহিত শরীরের, শরীরের সহিত মনের, মনের সহিত ধর্ম্মের, ধর্ম্মের সহিত ঈশ্বরের সম্পূর্ণ যোগ সম্বন্ধ রহিয়াছে। অতএব অহিতকর, অপবিত্র আমিষাদি নীচ প্রবৃত্তি উত্তেজক আহার, মদ্যাদি সেবন করিবে না। সময় ও তিথী বিশেষে যে যে দ্রব্যাদি ভক্ষণ নিষিদ্ধ তাহা তিথী ও সময় অনুসারে পরিত্যাগ করিবে। অন্যথায় আয়ু বল ও যশ ক্ষয় এবং রোগগ্রস্থ ও ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। আমিষ ভোজন করিলে ক্রোধ জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা প্রভৃতি নানাবিধ অনিষ্ট ঘটনা হইতে পারে, সুতরাং আমাদের পক্ষে মাংসাশীদের অনুকরণকর্ত্তব্য স্থিরকরা অতিশয় অদূরদর্শিতার কার্য্য। দেখ, যদি সকল প্রাণারই জীব বধ করিয়া উদর পূর্ত্তিকরা ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি মনুষ্যের সহিত তৃণ পত্র

ভোজী পশুদিগের স্বভাব এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরিক অনেক স্থানের আকৃতি বিষয়ে ও অনেক সাদৃশ করিয়া, মাংসাশী জন্তুগণকে তদ্বিপরীত ভাবে বিবিধ রূপে সৃষ্টিকরণান্তর, আমাদের জন্য ফল মূল, শস্যের বীজ এবং অন্যান্য নানাবিধ উপাদেয় বস্তু সৃষ্টি করিতেন না। কেবল আমিষ ভক্ষণেই যদি বল ও পুষ্টি বৃদ্ধি হইত, তাহা হইলে তৃণ পত্রাহারী হস্তী, গণ্ডার, হরিণ প্রভৃতি অত্যন্ত বলশালী হইতে পারিত না এবং নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজী মহাত্মাগণ নিরন্তর স্বাস্থ্য সুখে সুখী থাকিতে পারিতেন না। স্থল বিশেষে আত্ম রক্ষা ও অনিষ্ঠ নিবারণার্থ জীব নষ্ট করা যাইতে পারে, তদ্ভিন্ন দেবোদ্দেশে কল্যাণ-কামনায়, অথবা আমিষ ভোজনার্থ অকারণ জীবহিংসা করা বিহিত নহে।"

"যে ব্যক্তি বৃক্ষের ন্যায় শীত, গ্রীষ্ম, রৌদ্র ও বৃষ্টিবৎ ক্লেশ ও যন্ত্রণারাশী মধ্যে পতিত হইলেও বিচলিত হয় না, যাঁহার সত্যে প্রীতি ও চাটুবাদে ঘৃণা আছে, যাহার আলস্যে বিরাগ ও পরিশ্রমে অনুরাগ আছে তিনিই মনুষ্যনামের যোগ্য পাত্র। স্তুতিতে অত্যন্ত প্রীত, নিন্দাতে অত্যন্ত ক্রোধিত ব্যক্তির অগতি লাভ হয়। দেখ, দেবতারাও সময়ে চাটুকারের বাধ্য হইয়া পরিশেষে অশেষ দুঃখ পাইয়াছেন। অসুরেরা ভক্তির সহিত তপস্যা করিত না, কেবল স্বার্থ সিদ্ধি জন্যই করিত। পশ্চাৎ দেখ, সেই দুষ্টগণকে বর দিয়া পরিশেষে তাহাদের দৌরাত্মে সেই দেবতারা পর্য্যন্তও কত ক্লেশ পাইয়াছেন। নির্ব্বোধেরা এক সময় একটি সামান্য কথা সহ্য করে না, কিন্তু অসময়ে আবার তাহার শতগুণ অপমানও সহ্য করিয়া থাকে। দ্যূত-ক্রীড়া কালে দুঃশাসন ও কর্ণ কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠীরাদির ক্ষমতা থাকা

সত্ত্বেও অপমান সহিষ্ণুতা, আর দ্বৈপায়ন হ্রদমধ্যস্থিত দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠীরের দুর্ব্বাক্যে উঠিয়া আত্ম বিসর্জ্জন করা, ভগ্নির দুর্ব্বাক্যে সীতাহরণ করিয়া রাবণের সর্ব্বনাশ হওয়াদি উপাখ্যান কোন্ কোন্ সময় নিন্দা অপমান সহ্য করা, ও না করিয়া কার্য্য করিলে কি ফল হইতে পারে তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল। সময় বিশেষে স্তুতি ও নিন্দা সমান জ্ঞান করিবে। ভবিষ্যৎ শুভাশুভ বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা না করিয়া প্রবৃত্তির দাস হইলে শম্ভু, তারক, রাবণ প্রভৃতির সমতুল্য প্রতাপান্বিত হইলেও ভয়ানক দুঃখ ও দুর্গতি লাভ হইয়া থাকে। বিপদ উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বেই বিপদকে ভয়ানক জ্ঞান করিবে, কিন্তু বিপদ উপস্থিত হইবামাত্র নির্ভয়চিত্তে ধৈর্য্যাবলম্বনে তৎপ্রতীকার বিধান করিবে। যে ব্যক্তি অমাত্য ও ভৃত্যবর্গকে প্রাণপণে রক্ষণাবেক্ষণ না করে, অধিকৃতবর্গের নির্ম্মল চরিত্রের প্রতিও দোষারোপ করিতে ত্রুটি করে না, তাহারা বিপদগ্রস্ত হইলেও তৎপ্রতীকারের চেষ্টা না করিয়া, অসহ্য কষ্টানুভব করাইয়া থাকে, তাহাদের সাধারণ ত্রুটিকেও গুরুতর জ্ঞান করিয়া তিরস্কার করে, তাহারা স্তুতি মিনতি করিলেও তাহাতে কর্ণপাত করে না, সর্ব্বদাই কঠিন ব্যবহার করিয়া থাকে, সে মানব নাম ধারণের অযোগ্য। ফলতঃ আমরা অন্যের স্থানে যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করি, অন্যের সহিতও আমাদের সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বপ্রকার প্রাণীর প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদের শুভ সাধন করা, শরণাগত ও বিপন্নজনকে প্রাণপণে নিয়ত রক্ষা করা, শিষ্ট পালন ও দুষ্ট দমন করা এবং মিথ্যাপবাদ দাতার সমুচিত দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য। আরও বলি, দেখ বৎস! এই পৃথিবীস্থ মানব-

গণের প্রত্যেকের পক্ষেই সমস্ত মাঙ্গলিককর্ম্মে দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, ও বাগ্মীপ্রবর, শীলবান ব্যক্তিকেই পৌরহিত্য পদে নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। যাহার অর্জ্জনস্পৃহা ও জুগোপিষা বৃত্তি অতি প্রবল ও ন্যায় পরতা বৃত্তি অতি ক্ষীণ, তাহাকে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিবে না। এই রূপ মিত্র হউক, ভৃত্য হউক, বা অন্য স্বজন হউক, কি কোন বিষয় ব্যাপারের অংশীই বা হউক অপাত্রে বিশ্বাস বিন্যস্ত করিলে, বা তাহার উপর কোন গুরুতর কার্য্য-ভার অর্পণ করিলে নিশ্চয়ই অনিষ্ট সংঘটিত হইবে।"

"বৎস! দেখ, রাজার রাজ্য কেবল আত্ম সুখ সমৃদ্ধি জন্য নহে; রাজাকে অতি যত্নে প্রজাপালন, করগ্রহণ ও রাজ্য শাসন করিতে হয়। প্রতিপুরুষে সকল কার্য্য সুলভরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না, তজ্জন্য মুখ্যব্যক্তিদিগকে সম্মান ও সান্ত্বনা করিয়া ইতর লোকদিগকে দমন করিবে; তদনন্তর মুখ্যব্যক্তি দিগের দ্বারা কর ভার গ্রহণেচ্ছু ইতর প্রজাগণের পরস্পর ভেদ করাইয়া স্বয়ং তাহাদিগকে সান্ত্বনা করত অযত্ন সহকারে সুখ ভোগ করিবে। অস্থানে বা অকালে তাহাদের প্রতি করভার অর্পণ করিবে না, সময় ও নিয়ম অনুসারে সান্ত্ববাদ দ্বারা ক্রমে ক্রমে কর ভার অর্পণ করিবে। রাজাকে প্রজাকৃত পাপ পুণ্যের ভাগী হইতে হয় অতএব পাপীগণকে যথোচিত দণ্ড বিধান, অভাব মোচন এবং সুকর্ম্মা সাধুশীল, দুর্ব্বল ব্যক্তিগণকে যথাসাধ্য রক্ষণা-বেক্ষণ করিবে। নিজকৃত কার্য্য সকল প্রজাগণের অভিলষিত হয় কি না এবং রাজ্যের শুভাশুভ বিষয় সমস্তের বিশ্বাসী গুপ্ত চর দ্বারা অনুসন্ধান রাখিবে। বলবান্ ব্যক্তি শত্রু সাধারণ কার্য্যে সন্ধি করিয়া যুক্তিসহকারে সাবধান থাকিবে এবং কৃতকার্য্য

হইয়াও শত্রুকে বিশ্বাস করিবে না; স্বয়ং অপরের বিশ্বাসভাজন হইবে। অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবে না, বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবে না; যেহেতু বিশ্বাস হইতে সমুৎপন্ন ভয় বিশ্বাসের মূল সকল চ্ছেদন করে। যে ব্যক্তি কোন বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া পরক্ষণেই শত্রুর সুখের উপায় অন্বেষণ করে প্রায়ই তাহার নিষ্কৃতি নাই। যে ব্যক্তি যেস্থানে একবার বিশেষ কোন অপরাধ করিয়াছে তাহার সেস্থানে অবস্থান বিহিত নহে। কৃতবৈর ব্যক্তি সতত সান্ত্ববাক্য প্রয়োগ করিলেও তাহাকে বিশ্বাস করা উচিত নহে। এইক্ষণ কোন্ কোন্ স্থলে অপরাধীকে কিরূপ দণ্ড প্রদান বিহিত এবং কোন্ কোন্ স্থলে অহিত কার্য্য করিলেও অপরাধ হয় না; কিরূপে আত্মরক্ষা, শরীর, সম্পত্তি, সতীত্ব ও ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হয়। তদ্বিষয় কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর।”

“বহুলোক মিলিত হইয়া অপরাধ ঘটিত কোন কার্য্য করিলে ঐ ব্যক্তিরা ঐরূপ কার্য্য এক জনে করিলে যেরূপ দণ্ড হইতে পারে প্রত্যেক ব্যক্তি তদ্রূপ দণ্ড পাইবে। জনতার সংশ্রব ব্যক্তিগণ মধ্যে একজনে অবৈধ কার্য্য করিলেও প্রত্যেকে দায়ী হইবে, কিন্তু দেখা প্রয়োজন যে ঐ কার্য্য ঐ সাধারণের উদ্দেশ্যের সম্ভাবিত ফল হয়। উপযুক্ত মতে মনোযোগ ও সতর্কতা পূর্ব্বক কোন ব্যক্তির কোনকার্য্য, ন্যায়মতে ও ন্যায্যউপায়ে করিবার সময় তাহার অপরাধ করিবার কোন অভিপ্রায় কি জ্ঞান বিনা, দৈবঘটনায় কি অদৃষ্ট ক্রমে বিপদ ঘটিলে সেই ব্যক্তির তদ্রূপ কোন অপরাধ হয় না। অপকার হইতে পারে, এমত জ্ঞান থাকিলেও যদি অপকার করিবার কোন অভিপ্রায়ে

ঐ ক্রিয়া না করিবার, কিম্বা অন্য বিশেষ কোন অপকার নিবারণ জন্য ঐ ক্রিয়া করা যায় তবে ঐ ক্রিয়া দ্বারা অপরাধ হইতে পারে না; এস্থলে ইহাই বিবেচ্য যে অপকার নিবারণের কি না হওয়ার জন্য যে ক্রিয়া করা হয় তাহা এরূপ স্বভাবের এবং উক্ত অপকার হইতে রক্ষা করা এতাদৃশ দুষ্কর যে জ্ঞানপূর্ব্বক অন্য কোন অপকার করিলেও তাহা দোষ রহিত বা ক্ষমার যোগ্য হয়। অল্প বয়স্ক অনুপযুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির কোন ক্রিয়া দ্বারা তাহার অপরাধ হয় না। কোন ব্যক্তি কোন কার্য্য করিবার সময়ে মনের অস্বাস্থ্য কি ঐ ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে না পারিলে, কি নিজ অভিপ্রায় বিনা অন্যের ইচ্ছামত নিশার বশীভূতে কোন কার্য্য করিলে তদ্দ্বারা তাহার অপরাধ হয় না। যে ক্রিয়াতে প্রাণনাশ, কি গুরুতর পীড়া দিবার অভিপ্রায় না থাকে, ও মৃত্যু প্রভৃতি হইবার সম্ভাবনা জানা না যায় এরূপ ক্রিয়া পরস্পর সম্মতি মতে করিতে অপকার হইলেও অপরাধ হয় না। অপকার বা হানী করার অভিপ্রায় ব্যতীত মঙ্গল ভাবিয়া কার্য্য করিলে তাহাতে অপকার হইলে, অপরাধ হয় না। যদি ভয় দেখাইয়া কোন ব্যক্তিদ্বারা কোন কর্ম্ম করান যায় আর সেই ব্যক্তি যদি ঐ ভয়ের কথা শুনিয়া এমন বুঝে যে এই কার্য্য না করিলে আমার প্রাণ নাশ হইবে, তবে তাহার সেই কার্য্যে অপরাধ হয় না, কিন্তু ইহাতে দেখা প্রয়োজন যে ঐ ব্যক্তি উক্ত আশঙ্কিত অবস্থায় পতিত হইয়াছিল ও ঐ অবস্থায় আপন ইচ্ছামত পতিত হয় নাই; পরন্তু বধকরণ ও রাজবিদ্রোহিতারূপ যে অপরাধ জন্য প্রাণদণ্ড হইতে পারে তাহার সহিত এই বিধির সম্পর্ক রাখিবেক না। রাজকীয় কার্য্য-

কারকের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ ও সুবিধা না পাইলে, কি না থাকিলে, আত্মরক্ষা সতীত্ব ও সম্পত্তি রক্ষার্থে চৌর্য্য, দস্যুতা, অপক্রিয়া, কি অপরাধ ভাবে অনধিকার প্রবেশ করিবার উদ্যোগ হইলে তাহা নিবারণার্থে যে কোন কার্য্য করা যায় তাহাতে অপরাধ হয় না। যখন আক্রমণ কারীর প্রাণ নাশ না হইলে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রাণ হানি, কি গুরুতর পীড়া, কি সতীত্ব নাশ হওয়ার আশঙ্কা যুক্তি মতে হইতে পারে, যখন বলাৎকার করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ হয়, যখন অস্বাভাবিক কামাভিলাষ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ হয়, যখন কোন মনুষ্য চুরি কি হরণ করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ হয়, যখন কোন লোককে অন্যায় মতে কয়েদ করিবার অভিপ্রায়ে আক্রমণ করা যায় এরূপ অবস্থায় বিপদ হইতে রক্ষার উপায়ান্তর অভাবে আক্রমণকারীর প্রাণনাশ পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে ; তাহাতে অপরাধ হয় না। অপরাধ করিবার উদ্যোগেতে, কি ভয় প্রদর্শনেতে, যখন শরীরের, সতীত্বের, কি সম্পত্তির আপদের আশঙ্কা যুক্তি মতে হয় যদিও সেই সময়েই অপরাধ না হইয়া থাকে তথাপি সেই সময়াবধি আত্মরক্ষার অধিকার জন্মে। চৌর্য্য হইলে যত কাল অপরাধী দ্রব্য লইয়া পলায়ন না করে, দস্যুতা হইলে যতকাল কোন ব্যক্তির প্রাণ নাশ, কি পীড়া দেয়, অথবা কেহকে অন্যায় মতে অবরোধ করে, কি সেই সেই কর্ম্ম করিবার উদ্যোগ করে, কিম্বা অগৌণে প্রাণ নাশ কি গুরুতর পীড়া বা অবরুদ্ধ হইবার শঙ্কা যত কাল থাকে; অপরাধ ভাবে অনধিকার প্রবেশ, কিম্বা অপক্রিয়া করণের জন্য অপরাধী যত কাল সেই দোষ ভাবে প্রবেশ করে, কি অপক্রিয়া করিতে থাকে তত কাল পূর্ব্বোক্ত অধিকার মতে অন্য

প্রকার হানী করিয়া রক্ষা করিতে না পারিলে আক্রমণকারীর প্রাণ নাশ করিলেও অপরাধ হয় না। আপনার অথবা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ হইলে যদি প্রাণ কি সতীত্ব নাশের আশঙ্কা যুক্তি মতে থাকে ও তখন আত্ম রক্ষার অধিকার মতে কার্য্য করিতে গেলে অন্য কোন নির্দ্দোষব্যক্তিরও অপকার সম্ভাবনা হয় তবে নির্দ্দোষির সেই অপকার করিয়াও আত্মরক্ষার অধিকারক্রমে কার্য্য করিতে পারিবে। যদি কোন ব্যক্তি কেহকে কর্ত্তব্যকার্য্য না করিতে, কি অকর্ত্তব্য কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি দেয় কি যত্ন করে এমত স্থলে সে স্বয়ং বাধ্য না হইলেও ঐ প্রবৃত্তি-দাতা অপরাধী হইবে। অকর্ত্তব্য কার্য্যের সহায়তা করিলে ঐ কার্য্য সফল না হইলেও ঐ কার্য্য হইলে উক্ত ব্যক্তির যে দণ্ড হইত তাহার সহায়ব্যক্তি বা ঐ প্রবৃত্তি দাতার সেই দণ্ড হইবে। যদি কোন এক ক্রিয়ার সহায়তা করিতে কি করিলে অবৈধ অন্য ক্রিয়া হয় তবে ঐ অন্য ক্রিয়ার স্পষ্ট সহায়তা করিলে সহায়-ব্যক্তি যেরূপ দণ্ড পাইতে পারিত তদ্রূপ সেই সহায়তাকারী দায়ী হইবে; কিন্তু দেখা প্রয়োজন যে ঐ ক্রিয়া উক্ত কার্য্যের সম্ভাবিত ফল হয়। চুক্তি মতে, কি লাভের আশায় অবৈধ কার্য্যের জনতা মধ্যে মিলিত হইলে, বা ঐরূপ কার্য্য দেখিয়াও চুপ করিয়া থাকিলে, সাধ্য থাকা সত্ত্বেও আপন শক্তি মত অনিষ্ট নিবারণ কি শান্তি রক্ষার উপায় যে ব্যক্তি না করিবে সেই ব্যক্তিও অপরাধির তুল্য দণ্ড পাইবে। ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন ব্যক্তির কি ব্যক্তিদের ধর্ম্মের অবমাননা, কি যাহা পবিত্র বলিয়া বিশ্বাস করে তাহাতে দোষারোপ কিম্বা ধর্ম্মকার্য্য সম্পর্কীয় কোন বস্তু নষ্ট বা অশুচি করিলে, ধর্ম্মে কর্ম্মে বাধা দিলে কি দেওয়াইলে, কি

কোন রূপ বিঘ্ন উৎপন্ন করিলে ঐহিক পারত্রিকে দণ্ডনীয় হইবে। কেহ স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার প্রতি অত্যাচার, কি স্ত্রীলোকের অনিচ্ছাতে, বিনা সম্মতিতে, কি গুরুতর পীড়া দিবার ভয় দর্শাইয়া সম্মতি গ্রহণে, কি ছদ্মবেশে ভ্রম জন্মাইয়া তাহাদের প্রতি উপগত হইলে; প্রতারণা বা বলপূর্ব্বক কি প্রবৃত্তি জন্মাইয়া মনুষ্য চুরি বা হরণ করিলে, বাক্য কি কার্য্য দ্বারা সতীত্বধর্ম্মের অবমাননা করিলে তাহাকে যথা সম্ভব গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করিবে। মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে, কি মিথ্যা প্রমান উপস্থিত করিলে ঐ মিথ্যা সত্য হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে দণ্ড হইত ঐ মিথ্যা সাক্ষ্য ও প্রমান দাতার সেইরূপ দণ্ড হইবে। অপরাধীকে গোপনে রাখা নিসিদ্ধ, কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে কি স্ত্রী স্বামীকে অপরাধী জানিয়াও গোপন রাখিতে পারিবে, তাহাতে অপরাধী হইবে না। অপরাধার পক্ষ সমর্থন করা ও অপরাধ গোপন রাখা যাইতে পারে, কিন্তু অপরাধ সফল করিবার কোন কথা গোপন রাখা কি ঐ প্রকার উদ্দেশ্য সফল করিতে পক্ষ সমর্থন করা কর্ত্তব্য নহে। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পরস্পর বিবাদীয় ব্যাপারে স্ত্রীর বা স্বামীর বিপক্ষে স্বামীর বা স্ত্রীর কোন অপরাধের অভিযোগ স্থল ব্যতীত অন্য স্থলে, পুরুষ ও স্ত্রীতে বিবাহিত অবস্থায় পরস্পর যে কথা কহে তাহাদিগের একতর ব্যক্তি দ্বারা বলক্রমে তাহা প্রকাশ করা যাইতে পারে না। এবং যে ব্যক্তি ঐ কথা কহিল সে কিম্বা স্বার্থপক্ষে তাহার স্থলাভিষিক্তের সম্মতি না হইলে, তাহার প্রতি উক্ত কথা প্রকাশ করিবার অনুমতি করাও অবিহিত। পক্ষ সমর্থনকারী, স্থলবর্ত্তী, অধীনস্থকর্ম্মচারী ও প্রভু এবং দোভাষী-দিগের প্রতিও ঐ বিধান প্রবল জ্ঞান করিবে।"

"কর্ত্তব্যকর্ম্ম না করিলে, কি অকর্ত্তব্যকর্ম্ম করিলে এক রূপ দণ্ডই ভোগ করিতে হয়। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিপন্ন ব্যক্তির বিপদুদ্ধার না করিলে দণ্ডভোগ করিতে হয়। অপরাধজনক কোন কার্য্যের সহায়তা করিলে, সেই কার্য্য সাধন না হইলেও সহায় ব্যক্তির দণ্ডভোগ করিতে হয়। উপযুক্ত মতের মনোযোগ ও সতর্কতা পূর্ব্বক কোন ক্রিয়া বা কোন ব্যক্তির মঙ্গল ভাবিয়া উপকারজনক কার্য্য করিতে আপন অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে দৈববশত অপকার হইয়া উঠিলে তাহাতে কোন দোষ হয় না। অপরাধঘটিত কোন কার্য্য সাধন করার উদ্দেশ্য ব্যতীত, কোন ব্যক্তি বিশ্বাস পূর্ব্বক কোন কথা বলিলে কখনও তাহার অভিপ্রায় ভিন্ন প্রকাশ করিবে না। বিপদে ধৈর্য্য, সম্পদে নম্রতা, সভায় বাক্‌পটুতা, যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ, যশোলাভে অভিলাষ এবং শাস্ত্রেতে আশক্তি এই সকল হিতোপদেশ কার্য্যে পরিণত করিও। ('তৃণ হইতে কার্য্য হয় রাখিলে যতনে') যে বিষ ভক্ষণে প্রাণ নাশ হয়, সংক্রামক রোগে তদ্বারাই জীবন রক্ষা করিতে হয়; যে দুগ্ধে প্রাণ রক্ষা হয়, ঐকালে তাহা স্বাস্থ্যকর হইতে পারে না। ইহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে ঈশ্বর কোন বস্তুই বিনা কারণে সৃষ্টি করেন নাই; অতএব কোন বস্তুই অযত্নে রাখা উচিত নহে। 'মনুষ্য-জ্ঞান ভ্রান্ত' কিন্তু জ্ঞানের আলোচনাতেই ঐ ভ্রান্তি বিনাশ হইয়া থাকে। 'পরচিত্ত অন্ধকার' কিন্তু কার্য্য দ্বারা আন্তরিক ভাব গোপন থাকে না, কোন না কোন সময় প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব লোকের অন্তঃকরণ না জানিয়া মুক্তকণ্ঠে কাহারও নিন্দা বা প্রশংসা করা উচিত নহে। বিবাদ স্থলে জিজ্ঞাসিত হইয়া কোন কথার উত্তর

দিতে হইলে তৎকালে রাগ দ্বেষ বিবর্জ্জিত হইয়া প্রশান্তচিত্তে পক্ষপাত রহিত ভাবে উত্তর দিবে। কোন্‌পক্ষ জয়ী এবং কোন্ পক্ষ পরাজয় হইবার সম্ভাবনা তাহা, অথবা ঐকালে নিজের মতামত, কিংবা যে সকল সিদ্ধান্তের মত ভেদ আছে সেই সকল স্থানে নিজের মত নির্দ্দোষ, বলিবার প্রয়োজন নাই। আলঙ্কারিক শব্দ না বলিয়া সরল ও সহজ কথা দ্বারা স্পষ্ট অথচ সংক্ষেপে মাত্র জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর দিবে, কিন্তু ঐ উত্তর দ্বারা প্রশ্নের সমুদায় বিষয় প্রকাশ না হইলে অবশিষ্ট অংশ প্রকাশ করা যাইতে পারে। অযথোচিত দয়াপরতন্ত্র হইয়া প্রকৃত উত্তর দানে বিরত হওয়া বিহিত নহে। নিষ্প্রয়োজনে বা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া (চাটুকারের ন্যায়) আপন ক্ষমতা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের মাহাত্ম্য স্বয়ং জানাইবার উদ্দেশ্যে কদাচ কোন কথা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য নহে।"

"যে নরপতি স্বীয় অভ্যুদয় কামনা করেন, তাঁহার স্বদেশজাত, বিশুদ্ধ কুলাচার, রাজভক্তি, নিঃস্বার্থতাদি গুণসম্পন্ন, শাস্ত্রজ্ঞ ও ব্যসনে আসক্তিশূন্য, ন্যায়বান, হিতকামী মন্ত্রীর মন্ত্রণানুসারেই কার্য্য করা সমুচিত। কেবল মাত্র বীর্য্য বা অভিজাত্য দ্বারা পৃথিবী জয় করা নরপতির সাধ্য নহে। যে রাজা স্বেচ্ছাচারী না হয়েন ও স্বীয় সম্পত্তি সাধারণের উপকারার্থে নিয়মিতরূপে প্রয়োগ করেন, আর প্রজাগণকে কখনও অত্যাচার দ্বারা বশীভূত রাখিতে চেষ্টা না পায়েন তিনিই 'রাজা' নামের উপযুক্ত। যে রাজা এতদ্বিপরীত পথে গমন করেন তিনি দৈব নিগ্রহ স্বরূপ ভয়ানক।"

"আশার বিশ্বাস নাই : আশা এক পথে গমন করে, ঘটনা

অন্ত পথে যায়, অতএব কোনদিকেই আকৃষ্ট হইও না; কূর্ম্ম যেরূপ সর্ব্বাঙ্গ সঙ্কুচিত এবং প্রয়োজনানুসারে প্রসারিত করে, সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত ও অন্তরে আবেশিত করেন, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। স্থিতপ্রজ্ঞ না হইলে কেহই বিষয় বাসনাবিমুক্ত হইতে পারে না। বিবেকী ব্যক্তি যত্নপর হইলেও ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্বক তাহার মনকে হরণ করে, কিন্তু সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে জ্ঞান দ্বারা সংযত ও বশীভূত করিয়া আত্মপ্রসাদ অবলম্বন করিলে, সকল প্রকার দুঃখ বিনষ্ট ও পরমপদ লাভ হয়। যে যৎপরিমাণে আপন কর্ত্তব্য সাধন করিবে, মঙ্গলময় বিশ্বপাতা তাহাকে তৎপরিমাণেই সুখদান করিবেন। রৌদ্রের পর বৃষ্টি, গ্রীষ্মের পর বায়ু প্রবাহ, অন্ধকারের পর আলোক যেমন প্রীতিকর, সেইরূপ বিচ্ছেদের পর মিলন, বিপদের পর সম্পদ, দুঃখের পরে সুখ অনির্ব্বচনীয় প্রীতিকর। বিপদে না পড়িলে লোকের মন একাগ্র হইয়া ঈশ্বর চিন্তা করে না। দুঃখের সঙ্গে দয়ার নিত্য সম্বন্ধ, দুঃখ না থাকিলে দয়ার সঞ্চার হইতে পারে না, এবং আমরাও কখন সুখানুভব করিতে পারিতাম না, এজন্য করুণাময় ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল ভাবিয়াই মধ্যে মধ্যে দুঃখ ও বিপত্তি প্রেরণ করিয়া থাকেন। শরীরের পক্ষে আহার যেমন প্রয়োজনীয়, আত্মার পক্ষেও তদ্রূপ ঈশ্বরোপাসনা আবশ্যকীয় বটে। কিন্তু মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণ যেরূপ ভ্রান্তিসঙ্কুল ও দুর্ব্বল, তাহাতে তাহাদের প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিপালনে সম্যক্ সমর্থ হওয়া কখনই সম্ভাবিত নহে; এ বিবেচনায় মনুষ্যকে পশু অপেক্ষাও দুর্ভাগ্য বলিতে হয়। অমার্জ্জিতবুদ্ধি চাপল্য ও

অযথোচিত বিদ্যানুশীলনই ইহার একমাত্র কারণ। অতএব বৎস! প্রাকৃতিকনিয়ম প্রতিপালনে সাধ্যানুসারে কখনও ত্রুটী করিও না। ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল সঞ্চালন পূর্ব্বক বুদ্ধিনিষ্পন্নতত্ত্ব সকলের অনুষ্ঠান করিয়া প্রত্যহ তন্নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সকল সাধ্যানুসারে প্রতিপালন করিবে; পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবে; তাঁহার অপার অনন্ত মহিমার প্রশংসা বিষয়ে চিত্তার্পণ করিবে; তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া তদীয় নিয়ম প্রতিপালনের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিবে এবং প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করার পূর্ব্বে ঈশ্বরের নাম স্মরণ ও তাঁহার অনির্ব্বচনীয় অনন্ত মহিমার বিষয় চিন্তা করিয়া, তখন যে নাসাপুটে শ্বাসবায়ু বহমান জানিবে সেইদিকের হস্ততল দ্বারা বদন স্পর্শ করত গাত্রোত্থান করিবে। রাত্রিতে শয়নকালে নিদ্রিত হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বরকে ধ্যান ও তাঁহার স্তব পাঠ পূর্ব্বক তদীয় লীলাকৌশল ভাবনা করিতে করিতে নিদ্রাগত হইবে। এই সমস্ত নিয়ম পালন করিলে শরীর ও মন সুস্থ থাকে, শত্রু বিনাশ হয়, এবং রোগ, শোক, দুঃখ, ভয়াদি তিরোহিত হইয়া থাকে। দেখ বৎসে! বিবেকসম্ভূত দয়া দানাদি রহিত যে পুরুষ তাহার যদি শৌর্য্য হয়, তবে সেই শৌর্য্যই সেই মনুষ্যের কুপ্রবৃত্তির কারণ হয়। অতএব যখন যে কার্য্য উপস্থিত হইবে তৎক্ষণাৎ তাহার শুভাশুভ বিচার পূর্ব্বক অশুভ কার্য্য বিবেচনার অধীন রাখিয়া শুভকার্য্য যত শীঘ্র হয় সম্পন্ন করিও। এইক্ষণ কোন্ কার্য্য কখন কি অবস্থায় ও কি নিয়মে করিলে কার্য্য সকলের বিঘ্ন দূর হইয়া আশু ফলপ্রদ হয়, একদা তোমার পিতামহ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত

হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন তদ্বিষয় কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর।”

“দেখ বৎস! পৃথ্বী, জল, তেজ, অনিল, ব্যোম এই পঞ্চতত্ত্ব। তত্ত্বসংখ্যা, শ্বাসসন্ধি, স্বরচিহ্ন, স্থান, তত্ত্বের বর্ণ, পরিমাণ, স্বাদ ও গতি যথাক্রমে এই আট প্রকার তত্ত্বলক্ষণ জানিয়া যে কোন কার্য্যারম্ভ যে কোন নাড়ী ও তত্ত্বোদয়ে করা বিহিত সেই নাড়ীতে সেই তত্ত্বোদয়েই তাহা করিবে। অন্যথায় বিফল প্রয়াস, কোথাওবা বিপরীত ফলোৎপত্তিও হইয়া থাকে। বামনাসাপুট ইড়া, দক্ষিণ নাসাপুট পিঙ্গলা, ঐ উভয় মধ্যস্থ কণ্ঠনালী সুষুম্না নাড়ী নামে খ্যাত। মতান্তরে ইড়াকে চন্দ্র, সোম, শক্তি, গঙ্গা; পিঙ্গলাকে সূর্য্য, শিব, যমুনা; সুষুম্নাকে সরস্বতী, শিব, বহ্নি নাড়ী কহে। প্রত্যহই সাধারণত ঐ এক এক নাড়ীতে এক এক সময়ে সার্দ্ধ দুই দণ্ড বায়ু বহমান হয় এবং ঐ সার্দ্ধ দুই দণ্ড মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত পঞ্চতত্ত্ব যথাক্রমে (৫০।৪০।৩০।২০।১০ পল করিয়া) উদয় হইয়া, দিবসে ঐ পঞ্চতত্ত্বের দ্বাদশবার সঞ্চার হইয়া থাকে। (কদাচিত অন্যথাও হইয়া থাকে।) যে কার্য্য যে বার, তিথী, নক্ষত্রে এবং যে নাড়ীতে ও যে তত্ত্বোদয়ে আরম্ভ করার বিধান আছে সেই বার তিথী নক্ষত্রে ও স্বরোদয় তত্ত্বে তাহা করিলে নিশ্চয়ই আশু সিদ্ধি হইয়া থাকে। কি ধ্যান, কি যোগ, কি তপস্যা, কি আহার, বিহার, বিবাদ, বশীকরণ, স্তম্ভন, মোহন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, বাণিয্য, যাত্রাদি গমনাগমন, লাভালাভ, শুভাশুভ প্রত্যেক কার্য্যের জন্যই তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ বিশেষ বিশেষ নিয়ম ও এক একটি কাল নির্ণয় করিয়াছেন, যথা—

(১) ইড়াতে বায়ু বহনকালে যাত্রা, দূর পথ গমনাগমন;

তীর্থযাত্রা, বন্ধুসাক্ষাৎ, বাণিয্য, প্রভু ও রাজদর্শন, কৃষিকার্য্য, বীজবপন, বিষনাশ, বিষপরিচালন, ব্যাধিচিকিৎসা; ঔষধাদি সেবন; ভূষণধারণ; নববস্ত্র পরিধান; গ্রাম, নগর, আশ্রম ও গৃহ প্রবেশ এবং বহির্গমন; বিবাহ; দান; ধান্যাদি ও অর্থ সঞ্চয়; বিদ্যারম্ভ; সন্ধি ও সৌহার্দ্দ স্থাপন; পূজনীয় ব্যক্তির নিকট গমন, আলাপ ও প্রার্থনা প্রকাশ; নিদ্রা, ধর্ম্মানুষ্ঠান, দীক্ষা, ধ্যান, মন্ত্রসাধন, শান্তি ও মুক্তিপ্রদ এবং পৌষ্টিকাদি সর্ব্বপ্রকার শুভ কার্য্যানুষ্ঠান করিবে।"

(২) পিঙ্গলাতে বায়ু বহন কালে নিকটগামী যাত্রা, যুদ্ধ, বিবাদ, ব্যায়াম, গীত বাদ্য শিক্ষা, স্নান, আহার, প্রহার, মৈথুন, যাদুকরণ, বশীকরণ, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, ক্ষোভন, মোহন, লিপি লিখন, শাস্ত্রাভ্যাস, এবং অপদেবতাদি সিদ্ধি সাধন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যানুষ্ঠান করিবে।"

(৩) সুষুম্নাতে বায়ু বহন কালে অর্থাৎ শূন্য নাড়ীতে বা উভয় নাসাপুটে সমভাবে বায়ু প্রবাহ কি সঞ্চারকালে কি শুভ, কি অশুভ কোন কার্য্যই করিবে না; কেবল ঈশ্বর চিন্তা, ধ্যান, যোগ, জপ, তপাদি সিদ্ধি ও মুক্তিপদ কার্য্যানুষ্ঠান করিবে।"

(৪) যাত্রাগমনে ইড়াপ্রবাহে পূর্ব্ব উত্তর নিসিদ্ধ, দক্ষিণ পশ্চিম সুসিদ্ধ। পিঙ্গলা প্রবাহে দক্ষিণ পশ্চিমে নিসিদ্ধ, পূর্ব্ব উত্তরে সুসিদ্ধ। পরন্তু সম্পদাভিলাষে, কি দূর দেশে যাত্রায় ইড়া, ক্রূড়কর্ম্মাদি অভিলাষে কি নিকটগামী যাত্রায় পিঙ্গলা প্রশস্থা। কিন্তু পিঙ্গলা উদয় মাত্রেই গমন বা কোন কার্য্যারম্ভ করিবেনা। যে দিগের স্বর বহিবে সেই দিগের পদ অগ্রে ক্ষেপন পূর্ব্বক যাত্রা গমন করিবে। যাত্রা গমনে বার, তিথি,

নক্ষত্র, অনুকূলমত না পাইলে শুক্র, শনিবারে সাত, রবি সোম মঙ্গল বুধে এগার এবং বৃহস্পতিতে মাত্র অৰ্দ্ধ বার ভূমে পদ ক্ষেপণ পূর্ব্বক যাত্রা গমন করিবে। কোন কার্য্যোদ্দেশে, ক্ষতির কারণ উপস্থিতে সত্বরই যাওয়া কর্ত্তব্য হইলে, শত্রু সহিত যুদ্ধ কি কলহার্থে গমন করিতে হইলে যাত্রা কালে যে নাড়ী বহমান থাকে সেই দিগের অঙ্গে করস্পর্শ করিবে এবং ঐ বহমান নাড়ী ইড়া হইলে চারি, পিঙ্গলা হইলে পাঁচ বার ভূতলে চরণ ক্ষেপণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইবে।"

(৫) বিদ্বেষক, খল, প্রতারক, ক্রূড়, তস্কর, ক্রুদ্ধ-প্রভু এবং বঞ্চকাদির সহিত আবশ্যক মতে যে কোন কার্য্য কি আলাপ ব্যবহার তাহা পূর্ণ নাড়ীতে করিবে না। আর অরিজয়, যুদ্ধ, বিবাদাদি কার্য্যারম্ভ বায়ু তত্ত্বোদয়ে পূর্ণ নাড়ীতে এবং তৎকালে যে নাড়ী বহমান থাকে সেই দিগ আশ্রয় করিয়া করিবে।"

(৭) শ্বাস পতনে ইড়া, গ্রহণে পিঙ্গলা শ্রেষ্ঠা। ইড়াতে বায়ু বহন কালে সর্ব্বপ্রকার শুভ কর্ম্ম এবং পিঙ্গলাতে বায়ু গ্রহণ কালে যে কোন কার্য্য সিদ্ধি ফলপ্রদ জানিবে। শ্বাস পতনে যাত্রাদি গমন, গ্রহণে দানাদি অতিশুভদ। শ্বাস পতনে "হং" গ্রহণে "স" যে উচ্চারণ হয়, ঐ "হং" শিব, "স" শক্তি রূপী জানিবে। সোম, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্রবারে ইড়া বহন কালে যে কোন কার্য্যানুষ্ঠান সিদ্ধিপ্রদ, বিশেষত শুক্লপক্ষে। শনি, রবি, মঙ্গল বারে পিঙ্গলা বহন কালে যে কোন কার্য্যানুষ্ঠান সিদ্ধপ্রদ, বিশেষত কৃষ্ণপক্ষে।"

"হে বৎস স্বরোদয় শাস্ত্র সম্মত যে নাড়ী উদয়ে যে কার্য্য

করা বিহিত মাত্র তাহার উল্লেখ হইল। কিন্তু ঐ ঐ নাড়ী উদয়ে বা স্বরোদয় কালে যে ক্রমে পাঁচ পাঁচটি তত্ব এবং প্রতি দিবসই বারটি লগ্ন ও ছয়টি ঋতু উদয় হইয়া থাকে তাহার কোন্ তত্ব লগ্ন ও ঋতু উদয়ে এবং কোন্ কোন্ বার ও তিথী, যোগ, নক্ষত্রে কোন্ কার্য্য কি নিয়মে করিলে নিশ্চই কার্য্য সিদ্ধি ও আশুফলপ্রদ হইয়া থাকে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও গুরু উপদেশে তাহা সবিশেষ অবগত হইবে। ঐ ঐ বিষয় সবিশেষ না জানিয়া অনিয়মে, বা যে কার্য্য যে কালে বিরুদ্ধ সেই কার্য্য সেই কালে করিলে অর্থাৎ বিহিত কালে কার্য্যারম্ভ না হইয়া অসময়ে হইলেই আশায় নৈরাশ, কোথাও বা বিষময় ফলোৎপন্ন হইয়া থাকে।"

এইরূপ রাজনীতি কর্ত্তব্য বিষয়ে আর দুই একটি কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি, দেখ বৎস! একক কোন বিষয়ের আলোচনা করিলে ভ্রমবশতঃ অনিষ্ট হইতে পারে; বহু লোকের সহিত মন্ত্রণা করিলেও গোলযোগ হইতে পারে। যাহা করা হয় তাহা ব্যতীত যাহা মন্ত্রণায় ধার্য্য হয়, এবং সংকল্পিত মাত্র তাহা যেন কেহ টের না পায়। শত্রু পরাজিত ও নিষ্কাসিত হইয়া পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলে তাহাকেও দুর্ব্বল বলিয়া অবজ্ঞা করতঃ নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। শপথ, অর্থদান ও মায়া বিস্তার, সাম, দান, ভেদ ইত্যাদি যুগপৎ অথবা প্রত্যেক উপায় স্বতন্ত্র প্রয়োগ করিয়া যে কোন উপায়েই হউক রিপুকে দমন করিবে। অহঙ্কারী, কার্য্যাকার্য্য বিবেক শূন্য ও কুপথগামী হইলে গুরুকেও শাসন করিবে। ক্রোধোদয় হইলেও অক্রুদ্ধের ন্যায় স্থিরভাবে কথা কহিবে। ক্রোধ কালে কাহারও কুৎসা বা কাহাকেও তিরস্কার করিবে না, কাহাকেও কর্ত্তব্য বোধে প্রহার করি-

কার অগ্রে বা তৎকালেও, অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিবে না, সময়ে দয়া ও শোক প্রকাশ করিবে। সকলকেই বিনয়গর্ভ বাক্য কহিবে; শত্রুকেও শান্তবাক্য, দান, সরলতা ও আশ্বাস প্রদান করিবে। ভীরুকে ভয় প্রদর্শন এবং বলবানকে বিনয় দ্বারা বশীভূত করিবে। অবিশ্বাসী দস্যুকেও "আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না" এই কথা কদাপি বলিবে না। বিশ্বাসীকেও নির্ব্বোধের ন্যায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবে না। সুপুষ্পিত হইয়াও অফলিতের ন্যায় দেখাইবে; ফলবান হইলেও অতি উন্নত ভাবে অবস্থিতি করিবে না; শীলতা, দাক্ষিণ্য, মাধুর্য্য, সদাচার ও বিনয় প্রভৃতি দ্বারা লোকের প্রীতি সমুৎপাদন করিবে। পূজনীয় জন কর্ত্তৃক সঙ্গত কোন কার্য্যে আদিষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিবে। যুক্তিযুক্ত বাক্য যদি বালকেও বলে, তাহাও ফণী-শিরোমণির ন্যায় সাদরে গ্রহণ করিবে, কিন্তু অযুক্তবাক্য মহৎ ব্যক্তি বলিলেও তাহা তৃণতুল্য অগ্রাহ্য করিবে। নরপতি নিরন্তর দণ্ড সমুদ্যত করিয়া অবস্থিতি করিবে; স্বছিদ্র রহিত ও পরছিদ্রদর্শী হইয়া বিপক্ষের দোষানুসন্ধান করিবে; স্বীয় রাজ্যেই হউক অথবা পর রাজ্যেই হউক উৎকৃষ্টচর নিযুক্ত করিবে। পর রাজ্যে চর প্রেরণ করিতে হইলে ধর্ম্মভীরু, স্বরূপ-বাদী, পর-বুদ্ধি ভেদী ও স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণকে প্রেরণ করিবে। কোন কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া অসম্পূর্ণাবস্থায় রাখিবে না। স্বীয় উদ্দেশ্যবিষয় পূর্ব্বাহ্নে কাহাকেও জানিতে দিবে না। দুর্ব্বল রিপুকেও উপেক্ষা করিবে না। শত্রু বিক্রম সম্পন্ন ও বুদ্ধিশীল হইলে তাহাকে অবস্থা বিবেচনায় আক্রমণ করিবে; অন্য সময় তাহাদের দোষ দেখিয়া শুনিয়াও যথাসাধ্য সহ্য করিবে এবং

সময়ানুসারে সাম, দান ও ভেদ কি দণ্ড ইত্যাদি যুগপৎ অথবা প্রত্যেক উপায় স্বতন্ত্র প্রয়োগ করিয়া যে কোন উপায় দ্বারাই হউক তাহাকে দমন করিবে। ঐহিককল্যাণকামী মূঢ়চেতা শত্রুকে শান্তবাক্য, দান ও সরলতা দ্বারা আশ্বাস প্রদান করিবে তাহাতেও যদি সে সৎপথ হইতে বিচলিত হয়, তবে তখন তাহাকে ন্যায়দণ্ডের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিনাশ করিবে। প্রত্যক্ষ প্রমান উপেক্ষা করিয়া, বিচারব্যতীত সন্ধিগ্ধ চিত্ত হইয়া কোন নির্দ্দোষীকে দণ্ড প্রদান করিওনা, করিলে তাহা ভয়ানক যন্ত্রণার কারণ হইবে। একশত দূষী ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী বলিয়া পরিত্যাগ করা হইতে একজন নির্দ্দোষীকে দণ্ড প্রদান করা বজ্রপাতসদৃশ অধিক ভয়ঙ্কর হয়, অতএব সন্দেহ উপস্থিত হইলেই তদুৎপত্তির কারণানুসন্ধান করিবে, তাহাতে আপনার ও অপরের অপকারের সম্ভাবনা থাকিবে না। শ্যেন পক্ষী যেমন পক্ষীগণকে বিনাশ করে, তদ্রূপ নীচাশয় লোকেরাই স্বজাতিদিগকে উৎপীড়ন করিয়া স্বীয়হীনতার পরিচয় প্রদান করে। হে বৎস! ধনী দরিদ্রের উপর এবং বলবান দুর্ব্বলের উপর যে সকল অত্যাচার করিয়া থাকে, তাহা যেন কোন রূপে করিতে না পারে, এবিষয় সতত সাবধান থাকিও।" রাজ্ঞী উত্তরা পুত্রকে এইরূপে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক, বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বিনী হইয়া পরিশেষে যোগ সাধন পূর্ব্বক লোকান্তর গমন করিলেন এবং রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ যাবতীয় প্রেতকার্য্য বিধিবৎ সম্পন্ন করিয়া ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি সম্পাদনান্তে, অন্তরে সঙ্কল্প বিবর্জ্জিত হইয়া রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—:০:—

রাজা পরীক্ষিৎ ন্যায়বান্, দয়াশীল ও জনগণের কল্যাণ প্রদ ছিলেন। তদীয় রাজ্য শাসন কালে অহিংসারূপ ধর্ম্মই প্রধান্য লাভ করিয়া ছিল। তিনি কাম রাগ বিবর্জ্জিত, বিনয়ী ও জিত-চিত্ত হইয়া সমভাবে সকল জীবদিগকে প্রতিপালন করিতেন। তদীয় প্রিয়তমাদয়িতা মাদ্রবতী, ছায়াতুল্য পতির অনুগামিনী ও সখীতুল্য হিতৈষিণী হইয়া প্রীত ও অনুরক্তচিত্তে নিয়ত পতির চিত্তসন্তোষ উৎপাদনে কথনও ক্রুটি করিতেন না। রাজরাণী বলিয়া তাঁহার কোন অভিমান ছিল না। তিনি প্রায় সর্ব্বদাই স্বহস্তে সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য যথাসাধ্য করিতেন। অবকাশ সময়ে পতির সহিত সমবেত হইয়া রাজ্যের শুভাশুভ ও কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য তর্কবিতর্ক পূর্ব্বক স্থিরীকৃত করিতেন এবং প্রতিবাসিদের ভবনে যাইয়া রোগীকে পথ্য, দীনকে অর্থ ও ভোগীকে উপদেশ দিতেন; ইহাতে সকলেই তাঁহাকে মাতৃস্বরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। একদা নরপতি অমাত্যগণের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক সস্ত্রীক রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া, সানন্দে নানা স্থান ভ্রমণান্তে সাগরতটে উপনীত হইয়া প্রকৃতির স্বাভাবিক শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। নভোমণ্ডলস্থ প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় বিচিত্র সৌন্দর্য্যাবলোকনে পরম আহ্লাদিত হইয়া অর্ণব-যানারোহণে সাগর গর্ভে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সরিৎপতি, ঘোররূপ জলচর জীবগণের শব্দে রৌদ্রমূর্ত্তি, ভৈরবশব্দযুক্ত, গম্ভীর, অতলস্পর্শ, অপার, আবর্ত্তপুঞ্জদ্বারা দুরবগাহ ও প্রাণীগণের

ভীতিজনক। অব্যয় পয়োনিধি চন্দ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধি বশত উদ্বর্ত্ত উর্ম্মিমালায় সমাকুল। উপকূলে আন্দোলিত অনিল দ্বারা চঞ্চল হওয়াতে ক্ষোভিত, স্থানে স্থানে উদগত, কোথাও বা সমুন্নত হইতেছে; তাহাতে বোধ হইতেছে যেন তরঙ্গরূপ কর প্রসারণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে নৃত্য করিতেছে। সস্ত্রীক রাজেন্দ্র এই সকল অনির্ব্বচনীয় আশ্চর্য্য শোভা দর্শন করিতেছেন, এমন কালে অকস্মাৎ নীলবর্ণ জলদপটল, নভোমণ্ডলে সমাবৃত হইয়া অম্বর পথে বিদ্যুৎপুঞ্জ প্রকাশ পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের প্রতিই যেন নিরন্তর অতীবরোষে গর্জ্জন করিতে লাগিল। পরমাদ্ভূত মেঘরাজি ভীষণ নিনাদে অবিরল সলিলধারা বর্ষণ করাতে নভো-মণ্ডল প্রলকালের মত অনুভূত হইতে লাগিল। ঘোর উর্ম্মি দ্বারা, ভীষণ ঘনঘটানির্ঘোষ দ্বারা, বিদ্যুৎপুঞ্জ দ্বারা, অনিল দ্বারা এবং কম্পন দ্বারা গগনমণ্ডলে প্রলয়কাল সমুপস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ধরণীর অনেক স্থান সলিলোর্ম্মি দ্বারা সমাবৃত হইয়া উঠিল, সুতরাং নরপতি তথায় আর অধিক-ক্ষণ বিলম্ব করা অনুচিত বিবেচনায় অতৃপ্তমনে অগত্যা শ্রান্তি দূর মানসে এক তপোবনে যাইয়া প্রবিষ্ট হইলেন। তপোবনের যাব-তীয় স্থানই বিচিত্র ফল কুসুমে সুশোভিত। স্থানে স্থানে কোমল কমল কোকনদ শোভিত বিমল সলিলপূর্ণ হ্রদসমূহে সমাবৃত, চতুষ্পার্শে পুষ্পিত দ্রুমলতা বিরাজিত। তথায় নানা পাদপ-মণ্ডলী উন্নতশাখ হইয়া আকাশ স্পর্শ করিতেছে; কোথাও বা ফল মুকুলে অবনতশাখ হইয়া ইতস্ততঃ দুলিতেছে; তত্রত্য বহুবিধ পাদপ সমূহ অনিলভরে আন্দোলিত হইয়া সমন্তাৎ কুসুম-পুঞ্জ বর্ষণকরাতে অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদিত হইতেছে। বিহগ

বিহগী নিজ নিজ কুলায় বসিয়া সমধুর স্বরে বনভাগ পুলকিত করিতেছে। তপবনবাসী সকলে একাগ্রমনে অনাদি অনন্ত পুরুষের পবিত্র নাম গান করিয়া বিমলানন্দনীরে নিমগ্ন হইতেছে। যাহা দেখা যায় তাহাই আমোদপূর্ণ, হৃদয়ের অপূর্ব্ব প্রীতিকর। রাজেন্দ্র তপোবনে এই সমস্ত প্রাকৃতিক শোভা অবলোকন করিয়া মনে মনে পরম প্রীতি লাভ করিলেন। কি গগনে, কি অরণ্যে, কি গিরিশিখরে সর্ব্বত্রই প্রীতিপূর্ণবস্তু সমূহ ভিন্ন ভিন্ন বেশে বিশ্বনিয়ন্তার বিচিত্র শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে। কেহ না বলিলেও দর্শকের হৃদয়ে প্রীতিপুষ্প বিকশিত হইয়া থাকে। সর্ব্বস্থানেই দর্শন রমণীয়, শিব জনক, পবিত্র ও মনের প্রীতিপ্রদ এবং কলকণ্ঠ কোকিলের কুহরবে নিনাদিত, উন্মত্ত ষট্‌পদকুলের গুণ্ গুণ্ রবে সমাকুল। সস্ত্রীক ভূপতি চৈত্ররথ কাননের ন্যায় সেই বিচিত্র রমণীয় তপোবনে উপনীত হইয়া শান্তিলাভ করত পরমানন্দে তথায় কিয়দ্দিবস অবস্থিতি পূর্ব্বক যথাকালে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এমন-কালে রাজ্ঞী বলিলেন, “নাথ! আপনি সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াও কেবল দান, যজ্ঞ, দেবার্চ্চনাদিতেই অধিক সময় অতি-বাহিত করিতেছেন। দেখুন, শাস্ত্রে কথিত আছে যে, ‘স্বামী স্ত্রীকে সর্ব্বদা ধর্ম্মোপদেশ দিবেন; আপনি যে ধর্ম্মানুরাগী তৎপ্রতি পত্নীর মানসিকগতি যাহাতে পরিচালিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সতত যত্নপর থাকিয়া, তাহার অন্তঃকরণের অজ্ঞানতা-রূপ অন্ধকার বিনাশ পূর্ব্বক, কুসংস্কার-কণ্টকীলতা উন্মূলিত করত জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত করিয়া দিবেন এবং মঙ্গলময় ইশ্বরের প্রতি যেরূপে ভক্তি,শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা উপদেশ প্রদান

করিবেন। নতুবা যিনি কেবল ইতরেন্দ্রিয়সুখলালসায় অথবা পরিচর্য্যাহেতু পাণি গ্রহণ করেন, তিনি কদাচ স্বামীর ধর্ম্মপালন করেন না, তন্নিবন্ধন ধর্ম্ম সন্নিধানে অবশ্যই দণ্ডনীয় হইবেন।’ অতএব আপনি আমার অভিপ্রেত বিষয় সমস্ত যথাতত্ত্ব বর্ণন করুন, শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে।” নরপতি মহিষীর বাক্যে পরম প্রীত হইয়া কর গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, “প্রিয়ে! তোমার এই সুচারু প্রশ্নসূচক মধুর বাক্যে অতিশয় প্রীত হইলাম। দেখ জপ, তপ, ক্ষমা, দান এবং দেবার্চ্চনাদি করিলেই ধর্ম্ম কার্য্য করা হয়। প্রাণীবধ, অসত্য কথন, নিন্দা, প্রতারণা, হিংসা ও গর্ব্ব প্রকাশ প্রভৃতি অকার্য্য করিলেই পাপ কর্ম্ম করা হয়। দেখ তপ, দান, শম, দম, লজ্জা, সরলতা ও সর্ব্বজীবে অনুকম্পা এই সাতটিই স্বর্গের দ্বার স্বরূপ। যে ব্যক্তি অকার্য্য করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি এই স্বর্গপথের বিপরীতে গমন করে, তাহার অক্ষয়লোক বিনষ্ট হয়। এই ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে গেলে প্রথমত কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়; যেহেতু ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতীত কেহই এপথের পান্থ হইতে পারে না। যে মহাত্মা কুসঙ্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়বশীকরণ পূর্ব্বক সাধু সঙ্গ অবলম্বনে এই নিত্যানন্দ পথের পথিক হইতে পারেন। তিনি জলে, স্থলে, লোকালয়ে, বিজনে, দিবাতে কি নিশীথ সময়ে সকল অবস্থায় সর্ব্বত্রই নিরুপম আনন্দানুভব করিয়া থাকেন। যেমন বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর যত নিকটবর্ত্তী ততই তাহাতে উত্তাপ ও ঝটিকাবেগ অধিক দৃষ্ট হয়, কিন্তু যত ঊর্দ্ধ ততই শীতল ও স্থির; ধর্ম্মসাধনক্ষেত্রেও সেই রূপ, যত নিম্নতর প্রদেশে সাধক অবস্থিতি করেন ততই অধিক

উত্তাপ ও চঞ্চলতা, কিন্তু যতই ঊর্দ্ধমুখে তাঁহার গমন ততই শান্তমূর্ত্তি, সৌম্যতা ও মনের শীতলতা লাভ হয়। ব্রাহ্মণত্ব, কি দেবত্ব, কি ঋষিত্ব, কি বহুদর্শিতা এই সকল কিছুতেই ঈশ্বরের প্রীতি জন্মাইতে পারে না; দান, কি যজ্ঞ, কি শুদ্ধাচার, কি ব্রত ইহাও তাঁহার প্রীতিকর নহে; ('সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তাঁর দাসী') কেবল নির্ম্মল সরল ভক্তি যোগেই তাঁহাকে প্রীত করা যায়, ভক্তিবিনা আর আর বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ যাঁহার অধীন, সেই সর্ব্বভূতের আত্ম-স্বরূপ অযাচিত দয়াবান্ পরমেশ্বরে ভজনা কর। দুঃখ ক্লেশ অসহ্য হইলে কি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ঈশ্বর চিন্তাভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। তখন তাঁহার প্রতি নির্ভর রাখিয়া তাঁহাকে ডাকিলেই শ্রান্তি দূর ও আত্মা আশ্বস্ত হয়। অতএব তখন, দয়াময় দীনবন্ধো! আমি মৃত্যুমুখে চলিলাম, যেন ঐ চরণ দেখিতে পাই; দুঃখ ক্লেশ আরত সহ্য করিতে পারি না, জগন্নাথ! আমার রক্ষাকর্ত্তা কেবল তুমি, কোথায় বিপদ ভঞ্জন! রক্ষা কর, আমার অপরাধ ক্ষমা কর,—ইত্যাদি বলিয়া ডাকিও, স্মরণ করিও। অপূর্ণমনুষ্য সম্পূর্ণ ঈশ্বরধ্যানে অসমর্থ হইলেও তচ্চিন্তাজনিত ফললাভে বঞ্চিত হয় না। নিরন্তর ঈশ্বরচিন্তা করিলেই মন ঈশ্বরনিষ্ঠ হয়, ঈশ্বর নিষ্ঠতাকেই শমগুণ কহে; শমগুণ হইতেই কর্ত্তৃত্বের নাশ ও বৈরাগ্যের উৎপত্তি হয়। যোগী অপেক্ষা বিবেকীর আশু ফল লাভ হয়। কর্ম্মফল ত্যাগে সমর্থ হইবার পূর্ব্বে 'ঈশ্বর একমাত্র কর্ত্তা, জীব তাঁহার দাস, মনুষ্য এক প্রকার সৃষ্ট বস্তু মাত্র; ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিকূলে কিছুই হইতে পারে না,' এই জ্ঞান দৃঢ়ীভূত হওয়া আবশ্যক।

যিনি সৎকার্য্যের পুরস্কার ও অসৎকার্য্যের তিরস্কার হইতে অন্তরিত তিনিই নিরন্তর শান্তির নিকেতন। সত্ব, রজ ও তম এই তিনটী গুণ ; সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, এই তিনটি গুণের কার্য্য। এই তিন গুণ ও গুণত্রয়মূলক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়াই সাংসারিক যাবতীয় ব্যাপার নির্ব্বাহিত হয়। এই ত্রিবিধ ক্রিয়ার চরম কর্ত্তা এক। আমরা কেবল অবিদ্যা মায়ার ছলনাতেই আপনাকে ঐ ত্রিগুণশালী বলিয়া জ্ঞান করিতেছি; বাস্তব এই জ্ঞান ভ্রান্তিসঙ্কুল যিনি এই ভ্রমোচ্ছেদ সাধনে সমর্থ তিনিই নিস্ত্রৈগুণ্য। উত্তম গুণ ও প্রাধান্যশক্তি দর্শন করিলেই মনে ভক্তির উদয় হয়। আমরা যে চক্ষুদ্বারা দর্শন, কর্ণদ্বারা শ্রবণ, জিহ্বাদ্বারা স্বাদাস্বাদন, ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শ, নাসিকাদ্বারা ঘ্রাণ গ্রহণ, পদদ্বারা গমনাগমন ও হস্তদ্বারা গ্রহণ করিতে পারি আমাদিগকে এই সমস্ত শক্তি সেই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর দিয়াছেন। আমাদের যে যে ইন্দ্রিয় ও দ্রব্যাদির প্রয়োজন তিনি তাহাই দিয়াছেন ও দিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা হইলে রহিত করিতেও পারেন ; কিন্তু তিনি তাহা করেন না। দেখ, আমরা লোকের নিকট অপরাধ করিলে সে শাস্তি দেয়, কিন্তু আমরা তাঁহার নিয়মের প্রতিকূলে কত শত গর্হিতাচরণ করিতেছি, তথাপি তিনি শাস্তি দেন না; বরং নানা-বিধ উপায়ে নিয়ত রক্ষাই করিয়া থাকেন। তাঁহার নামে দুর্ব্বল বল লাভ করে, ভীরু সাহস অর্জ্জন করে, হতাশ আশ্বস্ত হয়, মুমূর্ষু জীবন পায় ; তিনি দীনবন্ধু কল্পতরু। আমরা কত অপ-রাধ করিতেছি, তবু তিনি এক সময়ের জন্যও তেজ, জল, বায়ু ও খাদ্য ইত্যাদি হরণ করেন না! গ্রীষ্মে তাপিত হইলে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়, রৌদ্রে উত্তাপিত হইলে বারি বর্ষিত হয়, এই

সমস্ত তাঁহার নিঃস্বার্থ দয়ার কার্য্য। জল, তেজ, বায়ু ও খাদ্য ইত্যাদি ব্যতীত আমরা বাঁচিতে পারি না, এজন্য তিনি সর্ব্বদা অদৃশ্যভাবে বিদ্যমান থাকিয়া, আমাদের যখন যাহা প্রয়োজন হয় তাহাই প্রদান করিতেছেন। কে বলিতে পারে 'আমার প্রয়োজনীয় বস্তু পৃথিবীতে নাই!' শরীরের আভ্যন্তরিক কার্য্য প্রণালী পর্য্যালোচনা কর, চিন্তা কর; দেখ, কিরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে রক্ত, জল, বায়ু ইত্যাদি পরিচালিত হইতেছে, জরায়ু-শয্যায় জীবের অবয়ব গঠিত, রক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে; অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি আমাদের প্রয়োজনানুরূপ কার্য্য সাধন করিতেছে। শোক, দুঃখ, পরিতাপ, দুশ্চিন্তাদি উপস্থিত হইলে মনোমধ্যে কে শান্তিবারি সিঞ্চন পূর্ব্বক আমাদিগকে উপায়ান্তর অবলম্বনের পথ প্রদর্শন করাইয়া আশ্বস্ত করিয়া থাকে? আরও দেখ চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রাদি নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে; আমাদের সুখ বৃদ্ধি ও দুঃখ অপনীত করিবার নিমিত্তই যথাকালে ঋতু সকল পরিবর্ত্তন এবং প্রকৃতির নানারূপ সৌন্দর্য্যালোক বিকাশিত হইতেছে; ভূমিতে উদ্ভিজ্জ ও নানাবিধ শস্যোৎপন্ন হইতেছে, নানারূপ বিচিত্র পুষ্পাদি বিকশিত হইতেছে, সৌরভে মন বিমোহিত হইতেছে। বিহঙ্গপালকে বিচিত্র গঠন, নানাবর্ণে রঞ্জিত শোভা দর্শন করিয়া কে না পুলকিত হয়? এই সমস্ত কাহার ইচ্ছামতে কিরূপে সম্পন্ন হইতেছে? চিন্তা কর, অবশ্যই প্রেমময় দয়াময় বিশ্বনিয়ন্তার প্রতি ভক্তি সঞ্চার হইবে। তাঁহার নামে শমন দূরে যায়; রোগ, শোক, দুঃখ, ভয়াদি বিদূরিত হয়। ইতিহাস আলোচনা পূর্ব্বক দেশ বিদেশের মানব প্রকৃতি পর্য্যালোচনা, ভূগোল বিদ্যা আলোচনা করিয়া অবনী-

গর্ভে গমন, জ্যোতিঃশাস্ত্র আলোচনা করিয়া অন্তরীক্ষে বিচরণ এবং পদার্থবিদ্যাদি বিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঈশ্বরের প্রেম সমুদ্রে অবগাহন কর, দেখ দেখি প্রেমেতে, ভক্তিতে, আনন্দেতে মন তদ্‌গত হয় কি না? ভক্তি-স্রোত উচ্ছলিত হইয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হয় কি না? অভ্রভেদী তুষারমণ্ডিত হিমাচল শৃঙ্গে, বা সুবিস্তীর্ণ প্রশান্ত সুনীল সাগরবক্ষে উপনীত হইলে, অথবা তাঁহার পূজাদি অহরহ নিয়মিতরূপে যেখানে হইতেছে তথায় গমন করিলে, তদীয় দয়া চিন্তা ও প্রত্যক্ষ করিলে, সূর্য্য উদয় হইলে যেমন অন্ধকার আপনা আপনি চলিয়া যায়, তদ্রূপ তিনি হৃদয়ে উদয় হইয়া পাপ অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার নামে দুষ্টের হৃদয় বিকম্পিত হইয়া হস্তপদাদি স্তম্ভিত হয়। তিনি বিশ্বারাধ্য, যমের যম, কালের কাল, ভয়ের ভয়, বিপদের বিপদ, ভয়ানকের ভয়ানক। তাঁহার প্রতি ভক্তি ও নির্ভর থাকিলে, কিছুতেই অনিষ্ট করিতে পারে না।" রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ এই প্রকার নানাবিধ জ্ঞানোদ্দীপক সদুপদেশ প্রদান পূর্ব্বক বিদুষী প্রিয়তমার সহিত নানারঙ্গে ও কাব্য কৌতুকে স্বীয় রাজ্যে উপনীত হইলেন এবং নিত্য নিত্য বিমল নিরুপমানন্দে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

একদা রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ অমাত্যগণের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক মৃগয়ার্থে বহির্গত হইয়া তটিনীতটে, নিবিড় অরণ্যে, পর্ব্বতে ও তপোবনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন; এমনকালে একটি মৃগ রাজার সম্মুখে উপনীত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। রাজা মৃগকে দর্শন করিয়া বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন এবং অমনি দ্রুতপদে তদনুসরণে ক্রমে গহন কাননে প্রবিষ্ট হইলেন; সেই বাণাহত মৃগও পলায়ন পূর্ব্বক দৃষ্টি পথাতীত হইল। রাজা পদব্রজে অটবী মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে করিতে অনিয়ত পরিশ্রমে অতীব শ্রান্ত হইলেন, ঘর্ম্মে পরিচ্ছদ আর্দ্র, আতপতাপে মুখমণ্ডল শুষ্ক, দৃক্‌পাত নাই; মৃগের পশ্চাতেই ধাবমান হইতেছেন। এই প্রকারে প্রায় দ্বিপ্রহর অতিবাহিত হইল,কিন্তু কোনক্রমেই মৃগের অনুসন্ধান পাইলেন না। তদনন্তর সেই নিবিড়ারণ্য মধ্যে এক মহর্ষি তদীয় নেত্রপথে নিপতিত হওয়ায় তিনি তাঁহার নিকট যাইয়া মৃগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তৃষ্ণা নিবারণার্থ বারংবার জল যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন; কিন্তু, মহর্ষি তৎকালে মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন, সুতরাং কোনরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। রাজা একে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পরিশ্রমে একান্ত প্রপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার মহর্ষিকে নিরুত্তর ও স্থাণুর ন্যায় অবস্থিতি করিতে দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন। সুতরাং ঋষিকে মৌনব্রতাবলম্বী বলিয়া জানিতে পারিলেন না; এজন্য তখন তিনি ধনুষ্কোটি

দ্বারা একটি মৃত সর্প উত্তোলন পূর্ব্বক সেই ঋষির স্কন্ধদেশে নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ স্বীয় নগরে প্রস্থান করিলে, সেই ঋষি-পুত্র শৃঙ্গী, তদীয় সখা নিকটে পিতার অপমান বৃত্তান্ত শ্রবণে তপোবনে প্রত্যাগত হইয়া, পিতাকে তদবস্থা দর্শন পূর্ব্বক রোষে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং সলিল স্পর্শ পূর্ব্বক,— "যে ব্যক্তি আমার নিরপরাধী পিতার গলদেশে শবপন্নগ সমর্পণ করিয়াছে, নাগপতি তক্ষক সেই পাপাত্মাকে সপ্তম দিবসে সরোষে তীক্ষ্ণবিষে দগ্ধীভূত করিবে।" এই বলিয়া অভিশম্পাৎ প্রদান করিলেন। অতঃপর মহর্ষির ধ্যান ভঙ্গ হইলে, তিনি তনয়কে রোষাবিষ্ট দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে পুত্র! মহীপতিকে অভিশম্পাৎ প্রদান করিয়া তুমি আমার প্রিয়কার্য্য কর নাই। এতাদৃশ অকার্য্য অস্মদ্বিধ তপস্বীগণের ধর্ম্ম নহে। আমরা সেই নরপতির রাজ্যে অধিবসতি করিতেছি। তিনি ন্যায়ানুসারে আমাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। তিনি রক্ষণাবেক্ষণ না করিলে, আমাদের যারপর নাই ক্লেশ হইত। তাহা হইলে আমরা কখনও এতাদৃশ সুখে ধর্ম্মাচরণ করিতে সক্ষম হইতাম না। আমরা ধর্ম্ম দৃষ্টি নরপতিগণ কর্ত্তৃক পরি-রক্ষিত হইয়া বিপুল ধর্ম্ম সাধন করিতেছি, সুতরাং আমাদিগের উপার্জ্জিত ধর্ম্মে ন্যায়ানুসারে রাজারও অংশ আছে। মহীপতি আমাদিগের প্রতি যাদৃশ আচরণ করুন না কেন, তদীয় অপরাধ ক্ষমা করাই আমাদিগের সমুচিত। হে বৎস! বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি সমস্ত শাসনকর্ত্তা নরপতি না থাকে, তাহা হইলে এই জগতের প্রজালোক জলনিধি মধ্যে কর্ণধার-বিহীন

নৌকা ন্যায় বিপর্য্যস্ত হয়। সাম্রাজ্য অরাজক হইলে যখন নানাবিধ দোষের উদ্ভব হইবে, তখন আমাদিগকে কে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে? আমার বোধ হয় সেই রাজর্ষি অদ্য ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া এবং আমার মৌনব্রতের বিষয় অবগত ছিলেন না বলিয়াই এতাদৃশ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছেন। দেখ বৎস!

"গৃহ্নন্তি সাধু রপরস্যগুণং ন দোষান্।
দোষান্বিত গুনী গুণান্ পরিহায় দোষান্॥
বালাস্তনাৎ পিবতি দুগ্ধ মসীরেক বিহায়।
ত্যক্তাপেয়ঃ রুধির মেব পিবঃ জ্জলোকাঃ॥"

অতএব বৎস! তুমি শম পরায়ণ হইয়া ক্রোধের নিবৃত্তি কর; কারণ, ক্রোধই যতিগণের দুঃখসঞ্চিত ধর্ম্ম হরণ করে। যে সকল মহাপুরুষেরা যোগৈশ্বর্য্যবান তাঁহাদিগের ক্রোধ সঞ্চার হইলে উহা ক্রমশঃই সংবর্দ্ধিত হইয়া উঠে এবং তদ্দ্বারাই ধর্ম্ম ধ্বংস হইয়া থাকে। ক্রোধ মনুষ্যকে নাশও করে এবং বর্দ্ধনও করে; ক্রোধ হইতে শুভাশুভ দুই উৎপন্ন হয়। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির হিতাহিত জ্ঞান ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য এবং বাচ্যাবাচ্য বোধ থাকে না, সে আত্ম হত্যা করিতেও সক্ষম। ক্রোধোৎপন্ন হইলে যাহারা প্রজ্ঞা বলে বাঁধা দেন, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে প্রকৃততেজস্বী বলিয়া থাকেন। আত্মরক্ষার স্থল ব্যতীত সর্ব্বত্র হিংসা ও ক্রোধ ইত্যাদি পরিশূন্য হওয়াই আমাদের উচিত। সর্ব্বদা তেজ প্রকাশ করা উচিত নহে, সর্ব্বদা ক্ষমা করাও ভাল নয়। যিনি সর্ব্বদা ক্ষমা করেন, ভৃত্যগণ ও শত্রুবর্গ সকলেই তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, কেহই তাহার নিকট নত থাকিতে চায় না। যে ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ে মৃদু বা দারুণ

হয়েন তিনিই সর্ব্বকাল সুখী হইতে পারেন। তুমি ক্রোধ পরায়ণ হইয়া ক্ষমা, দয়া, ধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক কেন এই নিষ্কলঙ্ক কুল কলঙ্কিত করিলে? বৎস! ধর্ম্মরাজ্যে দীক্ষিত হইলে দ্বিজত্ব, বেদার্থতত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে বিপ্রত্ব এবং ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং সমস্ত প্রাণীতে আত্মভাবজ্ঞানলাভ হইলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইয়া থাকে। তুমি অতিথী সৎকার না করিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়া চণ্ডালের কার্য্য করিয়াছ। বৎস! বংশ পূজ্য নহে, জাতি নহে। সামান্য কারণে কেন ধর্ম্মপথ হইতে স্খলিত হইলে! শৃঙ্গী পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন। এবং কহিলেন, "হে পিতঃ! আমি যে বাক্য বলিয়াছি তাহা অন্যথা হইবার নহে, যেহেতু আমি গল্পচ্ছলেও অণৃত বাক্য বলি না। গতানুশোচনায় এইক্ষণ আর কিছু হইতে পারিবে না। আমি অবিমৃষ্যকারীর ন্যায় যাহা করিয়াছি তজ্জন্য অনুতপ্ত হইতেছি। আপনি আমাকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণাশ্রম উৎপত্তি, জাতিভেদ, লক্ষণালক্ষণ, কর্ত্তব্য, অধিকার, প্রধান্যতা, ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির বিভিন্নতা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।"

শমীক বলিলেন, হে বৎস! যিনি সোপাধি ও নিরুপাধি ব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন; যিনি সদাচারী, সংযতেন্দ্রিয়, শম, দমাদি বিশিষ্ট, স্বাধ্যায়ী, ব্রতশীল, কর্ত্তব্যপরায়ণ তিনিই ব্রাহ্মণ। সত্য, দান, ক্ষমা, দয়া, ধর্ম্ম, শীলতা, আনৃশংস্য, তপ, ঘৃণা এই সকল সদ্গুণযুক্ত ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রাদিতে বিভিন্নতাসম্বন্ধে শাস্ত্র এবং যুক্তি তর্ক দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, যে শূদ্রে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল বিদ্যমান আছে, আর যে

ব্রাহ্মণে তাহা নাই, সেই শূদ্রও শূদ্র নয় এবং সেই ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নহেন। ফলত বংশ কখন জাতিনির্ণায়ক হইতে পারে না; কেবল আচার দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদিত হয়।"

"হে বৎস! তত্ত্বজ্ঞান লাভই শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের উদ্দেশ্য। তত্ত্বাভ্যাস বহুবার করিতে করিতে চিত্তের জড়ত্ব বিনাশ হয় গুরুত্ব ধ্বংস হয়, এবং সত্ত্বোৎকর্ষ অর্থাৎ মনের প্রকাশ শক্তি জন্মে। যাহার চিত্তের জড়ত্ব বিনাশ, গুরুত্ব ধ্বংশ ও সত্ত্বোৎকর্ষ হয় নাই তাহাকে বেদ ধর্ম্মতত্ত্ব জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবেন। বিন্দু পরিমাণ তৈল নির্ম্মল জলে নিপতিত হইলে তাহা প্রসৃত হইয়া সমস্ত জল ব্যাপিয়া থাকে, কিন্তু গাঢ় কর্দ্দমিল জলে নিপতিত হইলে তাহা কখনই প্রসর্পিত হইতে প্যারে না, প্রত্যুত শক্তিহীন হইয়া যায়। এইরূপ যাহাদিগের মন নির্ম্মল ও প্রকাশ শক্তি সম্পন্ন হয় নাই তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিলে তাহারা তাহার প্রকৃত মাধুর্য্য ও রহস্য বুঝিতে পারে না, অথচ অন্তঃসার শূন্য হওয়ায় সেই অমূল্য কথা গুলিকে ছাই ভস্মে পরিণত করে সুতরাং শাস্ত্রের অবমাননা হয়। ব্রাহ্মণাদি যে কোন জাতি বা বর্ণ হউক না কেন অনভিজ্ঞ মূঢ় চেতা, শাস্ত্রার্থ জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণই বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন বা শ্রবণে অনধিকারী। অনধিকারীকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ প্রদান করিলে উপকার না হইয়া অপকার হয়, এইজন্য বিজ্ঞতম মহর্ষিগণ অনধিকারীকে বেদ শ্রুত্যাদি পাঠ ও ধর্ম্মতত্ত্বোপদেশ প্রদান করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। এবং পূর্ব্বকার মহর্ষিগণ যাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অনধিকারী জ্ঞান করিয়াছেন ও যাহাদের চরিত্র হেয় অবস্থা কদর্য্য তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া অনধিকারী

পরিবর্ত্তে "শূদ্র" কথাই অধিক স্থলে উল্লেখ ও তৎ সম্বন্ধে তীব্র-তর শাসন করিয়া গিয়াছেন যে—

"ন শূদ্রায় মতিং দদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিস্কৃতং।
ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রত মাদিশেৎ॥

যোহ্যস্য ধর্ম্মমাচষ্টে যশ্চেবাদি শতিংব্রতং।
শোশং ব্রতং নাম মতং সহতে নৈব মর্জ্জতি॥" (মনু)

"মনুষ্যগণ যেমন রূপ, গুণ, ও কার্য্য অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি নামে অভিহিত হইয়াছেন, ঐ রূপ আদি বর্ণ ব্রাহ্মগণ ও আবার আচার, গুণ ও ক্রিয়ানুসারে দেব, মুনি, দ্বিজ রাজ, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ, ও চণ্ডাল এই দশ শ্রেণীতে বিভাগ হইয়াছেন। (অত্রিসংহিতা) যিনি যেরূপ গুণ-সম্পন্ন ও ক্রিয়াবান তিনি সেই জাতিয় ব্রাহ্মণ। অধুনা ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ কেহ আপন পুত্র পৌত্রাদি রূপ অব্রাহ্মণ (দ্বিজবন্ধু) হইলেও তাহাকে, কি আপন কন্যা কলত্রাদিকে অনধিকারী না বলিয়া শাস্ত্রানুযায়ী লক্ষণাক্রান্ত শূদ্র না হইলেও নামতঃ শূদ্রাদি বর্ণকে যে অনধিকারী বলিয়া স্বগণের পক্ষপাত করেন ইহা শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ না বুঝিবার দোষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। জাতিবিভাগে যাহারা শূদ্র বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে, সেই শূদ্রাদির সাধারণতঃ ধর্ম্মের প্রকৃত অধিকার নাই; তাহাদের শারীরিক মানসিক প্রকৃতি অনুসারে ধর্ম্মানুযায়ী সংস্কার হওয়া অসম্ভব, এবং পাপ পুণ্যের বিধি নিষেধও নিরর্থক। কিন্তু যে শূদ্রাদি প্রকৃত ধর্ম্ম পিপাসু, ধর্ম্মজিজ্ঞাসু তাঁহারা মন্ত্র বর্জ্জাদি সমস্ত অনুষ্ঠানাদি করিতে পারে, তাহাতে দোষী হয় না, প্রত্যুত প্রশংসার্হ। এবিষয় মহাত্মা মনু বলিয়াছেন যে,—

"ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্নচ সংস্কার মর্হতি।
নাস্যাধিকারো ধর্ম্মেঽস্তিন ধর্ম্মাৎ প্রতি ষেধনম্॥"

"ধর্ম্মেপ সবস্ত ধর্ম্মজ্ঞাঃ সতাং বৃত্তি মনুষ্টিতাঃ।
মন্ত্র বর্জ্জং ন দুষ্যন্তি প্রশংসাং প্রাপ্নু বন্তিচ॥"

(মনু ১০ম, অঃ ১২৬।১২৭৮।)

কিন্তু কালচক্রে বেদ অবধি তন্ত্র পর্য্যন্ত পবিত্র গ্রন্থাদিতেও সঙ্কলনকারীগণ কর্ত্তৃক অযৌক্তিক শ্লোকাদি রচিত হইয়া সন্নিবেশিত ও নানাবিধ অসঙ্গত চিত্র সকল বাহির হইয়াছে। ফলতঃ শাস্ত্রবেত্তা মহর্ষিগণ যেমন অজ্ঞান মূঢ়চেতা তমোগুণাক্রান্ত শূদ্রাদি বর্ণকে অনধিকারী বলিয়াছেন, তেমন স্বীয়কন্যা কলত্রাদি স্ত্রীগণ এবং আপন পুত্র পৌত্রাদি স্বরূপ অনধিকারী ব্রাহ্মণাদি বর্ণকেও বেদাদি পাঠে ও কোন কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান ও বীজ মন্ত্রাদি জপে, ধর্ম্মোপদেশাদি প্রদানে তীব্রতর নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"স্ত্রী, শূদ্র, দ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি গোচরা।" (মনু)

ব্রাহ্মণাদি জাতি, উৎপত্তি, বিভাগ এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে—

"লোকানান্ত বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখ বাহূরু পাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥"

(মনু ১ম, অঃ ৩১)

"মুখ বাহূরু পাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণাঃ গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক॥" ইত্যাদি

(ভাগবত একাদশ স্কন্দ)

"আকৃতি প্রকৃতি গ্রাহ্যা, জাতি কর্ম্মানু সারিণী।"

(শাস্ত্রান্তরে)

"ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ) বা ইদমগ্রে আসিৎ,
একমেব তদেকং সৎ নব্য ভবৎ,
তচ্ছে্রবো. রূপং অত্য সৃজত ক্ষত্রং।"

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ।)

"সত্বং রজঃ ত্যম ইতিগুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।
নিবধ্বন্তি মহা বাহো দেহে দেহিন মব্যয়ম্॥"
"চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।
তস্যকর্ত্তার মপিমাং বিদ্ধ্য কর্ত্তার মব্যয়ম্॥"
"তত্র সত্বগুণা প্রধানা ব্রাহ্মণাঃ।
তেষাং শম দমাদিনী কার্য্যাণি॥"
"সত্ব মিশ্রিত রজো গুণ প্রধানা ক্ষত্রিয়াঃ।
তেষাং শৌর্য্য যুদ্ধাদিনী কার্য্যাণি॥"
"রজো মিশ্রিত তমোগুণ প্রধানা বৈশ্যাঃ।
তেষাং বাণির্য্যাদিনী কার্য্যাণি॥"
"তমোগুণ প্রধানাঃ শূদ্রাঃ।
তেষাং ত্রিবর্ণ শুশ্রূষা রূপাণি কার্য্যাণি॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত। ১০ম স্কন্ধ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।)

"ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্ম মিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি কর্ম্মভিঃ বর্ণতাং গতং॥"
"কাম ভোগ প্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ।
ত্যক্ত স্বধর্ম্মাঃ রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥

গোভ্যঃ বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপ জীবনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাংগতাঃ॥
হিংসাণৃত ক্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্ব কর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচ পরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥"

"সর্ব্ব ভক্ষরতি র্নিত্যং সর্ব্ব কর্ম্ম করোঽশুচিঃ।
ত্যক্ত বেদস্ত্ব নাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥"

(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৮৮।১৮৯ অঃ)

"যোঽন ধীত্য দ্বিজো বেদ মন্তত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্ব মাশুগচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

(মনু ২য়ঃ অঃ ১৬৮)

"বেদ গ্রন্থ বা তদ্ভাষাকে বেদ বলা যায় না, বেদই ব্রহ্ম; এবং বেদভ্যাসরত, বেদপারগ ভক্তিমান, ব্রহ্মচৈর্য্য নিষ্ঠ না হইলে ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রেও প্রমাণিত হইয়াছে যে

"ন বেদং বেদমিত্যাহু র্বেদ ব্রহ্ম সনাতনং।
ব্রহ্ম বিদ্যা রতোযস্ত স বিপ্র বেদ পারগ॥"

"ত্রিদণ্ড ধারণং মৌনং জটা ধারণ মণ্ডনং।
বল্কলাজিন সর্ব্বাশো ব্রতচর্য্যাভিষেচনম্॥
অগ্নিহোত্র বনেবাসং স্বাধ্যায়োধ্যান সংস্ক্রিয়া
সর্ব্বাণ্যেতানি বৈ মিথ্যা যদি ভাবন নির্ম্মলং
ক্ষান্তী, দান্তী, জিত-ক্রোধী, জিতাত্মানাং জিতেন্দ্রিয়
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃশূদ্রা ইতি স্মৃতা॥

ন জাতি পূজ্যতে রাজন্! গুণা কল্যাণ কারকা।
চণ্ডাল মপি বৃত্তস্থং তদ্দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

(গৌতম সংহিতা ২১ অধ্যায়)

মহাভারত বনপর্ব্ব অজাগর পর্ব্বাধ্যায়ের ১৮০ অধ্যায় যথা—

"সত্যং দানং ক্ষমাশীল মানৃশংস্য তপোঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥
শূদ্রেতু যত্তবেল্লক্ষ্যংদ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো নচ ব্রাহ্মণঃ॥
যত্রৈতৎ লক্ষ্যতে সর্ব্বং বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্র মিতি নির্দ্দিশেৎ॥"

এতদ্ভিন্ন, মার্কণ্ডেয় পর্ব্বাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়তেও ঐ প্রকার জাতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ফলত—জাতিগত সম্মানাপেক্ষা গুণগত সম্মানেরই আধিক্য বটে। গুণ বেত্তা নিবন্ধন শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া থাকেন এবং তদভাবে ব্রাহ্মণ শূদ্রবৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পবিত্র জীবন ও উন্নত জ্ঞানের জন্যই ব্রাহ্মণ সর্ব্বাধিকারী এবং সর্ব্ব শ্রেণীস্থ মানব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, এবং দেবতাগণেরও পূজ্য। প্রাচীন কোন কোন গ্রন্থে ব্রাহ্মণত্ব প্রধানতঃ জন্মগত বংশগত উল্লেখ থাকিলেও তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ নাই।"

"দৈব" "তৈর্য্যক" "মানুষ" এই ত্রিবিধজাতি। তন্মধ্যে দৈব অর্থাৎ দেবতা জাতি আট প্রকার যথা—ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, বারুণ, গান্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পৈশাচ। এই আট শ্রেণীর শরীর পরস্পর বিবিধ লক্ষণাক্রান্ত ও বিবিধশক্তিসম্পন্ন, সুতরাং ইহারা আট প্রকার জাতি। "তৈর্য্যক" অর্থাৎ নারকী শরীর।

ইহা প্রধান কল্পে পাঁচ প্রকার, যথা—পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবর। চতুষ্পদ জন্তু মধ্যে সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ পশু; অহিংস্র হরিণ প্রভৃতি মৃগ। এই সমস্তই ঈশ্বর কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন রূপে সৃষ্ট হইয়া ইহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়াছে। পশু, পক্ষী, সরীসৃপ মৎসাদিতেই ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন শক্তি সম্পন্ন বিবিধ জাতি হইয়াছে। বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বতাদি স্থাবর, স্থাবর বতীত আর সমস্তই জঙ্গম বলিয়া গণ্য। "মানুষ" মানুষ দেহ একই প্রকার, ইহাদের আর আবান্তর জাতি নাই। দেশ কাল, ব্যবহার্য্য জল বায়ুর ও শিক্ষার বৈষম্যে কোন কোন দেশীয় লোকের আকৃতির কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত যে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা ঈশ্বর কর্ত্তৃক মানুষের বর্ত্তমান জাতিভেদ—হওয়া জ্ঞান করা মূর্খতা বটে। "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতি কাল্পনিক জাতি, প্রাকৃতিক জাতি নহে। আদৌ একই জাতি ছিল, পশ্চাৎ কাল, অবস্থা, গুণ, কর্ম্মানুসারে ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন দল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাকৃতিক জাতি হইলে যেমন পক্ষীতে কাক, চিল, বাজ, কুলীক, হংস, চক্রবাক, ময়ূরাদি এবং পশুতে সিংহ, ব্যাঘ্র, মহিষ, গো, অশ্ব, মেষ, অজ, কুক্কুর, বিড়ালাদি; মৎস্যাদিতেও ঐ প্রকার নানারূপ; ইহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি বিধায় বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত, শারীরিক আকৃতি ও মানসিক প্রকৃতিগত বৈষম্য, সুতরাং ইহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি। মনুষ্যগণ মধ্যে তদ্রূপ প্রাকৃতিক জাতি বোধক কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না, সুতরাং মনুষ্য একই জাতি। এ সকল যুক্তি মনে রাখিয়া "মুখ, বাহূরু, পাদত" ইত্যাদি কথার অর্থ বিবেচনা কর! উহা সম্পূর্ণ রূপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।"

"পূর্ব্বে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিলেন। পশ্চাৎ সমাজ রক্ষার্থে লোকচরিত্র, অবস্থা, গুণ, আকৃতি, প্রকৃতি এবং প্রয়োজনানুসারে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিয়োজিত হইলেন। যিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন কাল-ক্রমে তিনি সেই জাতীয় বলিয়া সেই সেই কার্য্যে কেবল তাঁহারই আধিপত্য, শিক্ষা ও কর্ত্তৃত্ব চিরস্থায়ী করিতে যত্নবান হইলেন। পশ্চাৎ অশিক্ষা, প্রবল দলাদলি, এবং বৈরভাবের ফল স্বরূপ পরস্পর আহার,আচার,ব্যবহার, ক্রিয়াদির বিভিন্নতা-বশত ক্রমশ জাতিভেদ ও জাতিবংশানুক্রমে পরিণত হইয়াছে। বেদেতেও আর্য্য, অনার্য্য, শূর, অশূর ইত্যাদি আকৃতি-প্রকৃতি-গত জাতির কথাই দৃষ্ট হয়। ঋকৃবেদের ১০ মণ্ডল ৯০ সূক্তিতে যজ্ঞ হইতে ঋক্ সাম যজু ছন্দঃ এবং চন্দ্র সূর্য্য ইন্দ্র অগ্নি বায়ু আকাশ স্বর্গ ভূমি এবং নানারূপ পশু ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি জাতি পৃথক্ পৃথক্‌রূপে উৎপন্ন সম্বন্ধে যে যে কথা উল্লেখ আছে তাহা দ্বারাও মানুষ যে একই জাতি, মানুষে অন্য কোন-রূপ যে প্রাকৃতিক জাতি নাই,এই বাক্য খণ্ডিত হইতে পারে না। অথচ ব্রাহ্মণাদি জাতি যে বেদ সংগৃহীত হওয়ার পরে কল্পনানু-সারে পূর্ব্বোক্ত কারণে ভেদরূপে বর্ণিত হইয়া বেদাদির সহিত সংযুক্ত হইয়াছে ইহাই অনুমান হয়। আর ঐ যজ্ঞের পূর্ব্বে কি ঋক্ সাম যজু এবং চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি বায়ু আকাশ স্বর্গ ভূমি ওনানা-রূপ পশু এবং মনুষ্যগণ ছিল না? ঐ ঋগ্বেদের ১৯০ সূক্তিতেই আবার চন্দ্র সূর্য্য দিবা রাত্রি পৃথিবী জল আকাশাদির উৎপত্তির অন্য প্রকার বর্ণনা দৃষ্ট হয়। মহাভারত আদিপর্ব্বে এবং অন্যান্য গ্রন্থাদিতে আবার এই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বর্ণিত

হইয়াছে, পরস্পর সর্ব্বত্র ঐক্যমত নাই। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বোক্তরূপে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বংশগত জাতিতে পরিণত হইয়া স্বজাতির কার্য্য ক্ষমতা, গুণ, স্বজাতি মধ্যেই শিক্ষার বিস্তার এবং অপর জাতিকে ঐ কার্য্যাদি হইতে নিরস্ত রাখার নিয়ম বিধিবদ্ধ করায় অত্যন্ত অনিষ্টের কারণ হইয়াছে।

শৃঙ্গী বলিলেন হে পিতঃ! আপনি যে বলিয়াছেন মুখ, বাহু, উরু, পদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি সৃষ্ট হইয়াছে, এই কথার তাৎপর্য্য কি? এবং ব্রাহ্মণ "চক্রবর্ত্তী" শূদ্র কায়স্থাদি "দাস" এই কথারই বা অর্থ কি? পূর্ব্বোক্ত কারণ ভিন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,ব্যতীতও কায়স্থ, করণ, বৈদ্যাদি নানা প্রকার শ্রেণী বিভাগ হওয়ার কারণ কি? শমীক বলিলেন দেখ বৎস! শ্বেতবর্ণ-সত্ত্বগুণযুক্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ; রক্তবর্ণ-রজোগুণযুক্ত ব্যক্তি ক্ষত্রিয়; পীতবর্ণ রজোমিশ্রিত তমোগুণযুক্ত (রজঃ রক্ত তমোকাল উভয় মিশ্রিত) ব্যক্তি বৈশ্য; এবং কালবর্ণ-তমোগুণযুক্ত ব্যক্তি শূদ্র। ব্রাহ্মণের যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি মুখের কার্য্য; ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন, যুদ্ধ, বিগ্রহাদি বাহুবলের কার্য্য, বৈশ্যের কৃষি বাণিয্যাদি গমনাগমন উরুবল-কার্য্য, আর শূদ্রের দ্বিজসেবাদি কার্য্য, সেবা বলিতে চরণ সেবাকেই প্রধান বলিতে হয়। যাহার যে কার্য্য যাহাতে সংসাধিত হয় সে সেই জাতি ও বর্ণ এবং তথা হইতেই উৎপন্ন বলিয়া রূপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তব ঈশ্বরের মুখ বাহু উরু পদ অথবা কোন যজ্ঞাদি হইতে শ্বেত রক্ত পীত বা কাল-বর্ণে ব্রাহ্মণাদি কেহই উৎপন্ন হয় নাই, উহা গুণ ও কর্ম্মানুসারে রূপক বর্ণনামাত্র।"

"হে বৎসে! স্বাধীন ইচ্ছাতেই শুভাশুভ কর্ম্মসূত্রের উৎপত্তি, এবং ঐ কর্ম্মসূত্রই মানবীয় ভাগ্যের পরিচালক। এজন্য একবংশত্ব সত্ত্বেও অবস্থা এবং প্রকৃত গত বৈষম্য কর্ম্মসূত্রের নিয়োজন ও কর্ম্মবশে মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপে পরিণত হইয়াছে। ধৃষ্ট হইতে ধার্ষ্ট্র নামক ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন। মনুর পুত্র করূষ হইতে কারুষ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, ইহারা ক্ষত্রিয়। পৃষধ্র রাজা ব্যাঘ্র গ্রাস হইতে গুরুর গাভী রক্ষা করিতে ভ্রমবশত ঐ গো হত্যা করায় শাপবশত শূদ্রত্ব এবং নাভাগ ও আরিষ্ট পুত্র ইহারা বৈশ্য হইয়াও কর্ম্মগুণে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণপুত্র মহাত্মা বামদেব চণ্ডাল, এবং ধীবর-কন্যা-গর্ভজাত দ্বৈপায়ণ—ব্রাহ্মণ হইলেন, ব্রাহ্মণবীর্য্যে জন্ম ধারণ করিয়াও কিন্তু মহাত্মা বিদুর মাতৃজনিত দোষে দূষীই রহিলেন! অম্বরীষ, জনক, বীতহব্য, সূত বা লোমহর্ষণ, বালবক এবং জীবালীর পূর্ব্বাপর অবস্থা মনে কর, এবং মহাত্মা যযাতির পুত্রগণ মধ্যে পিতৃভক্ত পুরু ব্যতীত অন্যান্য পুত্রপৌত্রাদির অবস্থা পর্য্যালোচনা কর; দেখিবে কিরূপে নানাজাতি উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় কন্যাতে মূর্দ্ধাবসিক্ত, শূদ্র কন্যাতে নিষাদ; নিষাদ হইতে কৈবর্ত্ত, আহিণ্ডক, পুক্কস ইত্যাদি। ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ কন্যাতে সূত; বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয় কন্যাতে মাগধ, ব্রাহ্মণীতে বৈদেহ; শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণ কন্যাতে চণ্ডাল; ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য কন্যাতে অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য, কোথাওবা অশ্বিনীকুমার হইতে ব্রাহ্মণী গর্ভে বৈদ্য; বৈশ্য হইতে শূদ্র কন্যাতে করণ এবং ব্রহ্ম কায়োৎপন্ন কায়স্থ চিত্রগুপ্ত হইতে কায়স্থ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ

কেহ করণ বা শূদ্র হইতে কায়স্থদিগের উৎপত্তি, ইহা মনে করেন, বাস্তব তাহা ভ্রম। দেখ শাস্ত্রেও উল্লেখ আছে যে—

"মুখতঃ ব্রাহ্মণোজাতাঃ ক্ষত্রিয় বাহুতোস্তথা।
উরুভ্যস্থ তথা বৈশ্য, পদ্ভ্যাং শূদ্র বজায়তঃ॥
কায়স্থ বর্ণা ন ভবন্তি শূদ্রা, প্রজাপতে কায় সমুদ্ভবস্থ॥"
(পদ্মপুরাণ)

"করণং কারণে কায়ে সাধনেন্দ্রিয় কর্ম্মসু।
কায়স্থে কচ বন্ধে না তথা শূদ্রা বিশংসতে॥"
(রসভকোষ)

এই প্রকার আরও অনেক প্রমাণ আছে। শূদ্র বা করণ হইতে কায়স্থ হয় নাই। শূদ্র, কায়স্থ ও করণ পৃথক্। স্কন্দ পুরাণ মতে কায়স্থ ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। দল্‌র্ভমুনি কর্ত্তৃক পরশুরাম হইতে ক্ষত্রিয় রাজা চন্দ্রসেনের গর্ভিণী স্ত্রী রক্ষিত হওয়ায় ঐ গর্ভোৎপন্ন বালক কায়স্থ বলিয়া কথিত। যথা পরশুরাম উবাচঃ—

"তবাশ্রমে মহাভাগ সগর্ব্ভা স্ত্রী সমাগতা।
চন্দ্রসেনস্থ রাজর্ষে ক্ষাত্রিয়স্থ মহাত্মনঃ॥
তস্মেত্বং প্রার্থিতং দেহি হিংসয়ং তাং মহামুনে।
ততো দাল্‌র্ভ্যঃ প্রত্যুবাচ,—দদামি বর মীপ্সিতং॥
স্ত্রিয়ং গর্ত্ত মমুং রামং তস্মেত্বং দাতু মর্হসি।
প্রার্থিতশ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থো গর্ত্ত উত্তমঃ॥
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যন্তি শিশোঃ শুভাঃ।
কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রিয়্যাং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ॥
রামাজ্ঞয়া স দাল্‌র্ভ্যেন ক্ষত্র ধর্ম্মাদ বহিস্কৃতং।
কায়স্থ ধর্ম্ম বিধিনা চিত্রগুপ্ত শ্চযঃ স্মৃতঃ॥ ইত্যাদি
(স্কন্দপুরাণ)

উল্লিখিত মতে আচারভ্রষ্ট ক্ষত্রিয় কায়স্থ। কিন্তু এই কথার অন্য কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। কায়স্থগণ কালক্রমে কার্য্য ও ক্রিয়া কলাপে শূদ্রবৎ হইয়াছে। কায়স্থগণ ব্রাহ্মণশৌচাচার পরিভ্রষ্ট সর্ব্ব কর্ম্মোপজীবী হইয়া পাতিত্বনিবন্ধন দ্বিজজাতির সংস্কার বিহীন শূদ্র হইলেও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। পাতিত্ব নিবন্ধন যে সকল দ্বিজ অধঃপতিত এবং কায়স্থ কি শূদ্রাদি হইয়াছে বিদ্যা, বুদ্ধি, আচার, ব্যবহারাদি অনেক বিষয়ে তাহারা আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রায় অনুরূপ ইহা বলা বাহুল্য। আর এক কথা দেখ, কায়স্থ চিত্রগুপ্ত শূদ্র হইলে আমরাও তবে যম তর্পণে "চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ—" বলিয়া কেন অর্থ প্রদান করিয়া থাকি? যেমন "চক্রবর্ত্তী" এই শব্দে কোন ব্রাহ্মণ সম্রাট নহেন, তদ্রূপ কায়স্থ শূদ্রগণ "দাস" শব্দে ক্রীতদাস এবং দাস্যই তাহাদের বৃত্তি নহে। "ব্রাহ্মণের দাস" ইহা স্বীকার্য্য। কেবল কায়স্থ শূদ্রাদি কেন, সমস্ত বর্ণই ব্রাহ্মণের দাস। "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরু" যে ব্যক্তি গুরু সেবা করে না, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের দাস নহে সে অনার্য্য।"

"শৌচাচার পরিভ্রষ্ট ব্রাত্যব্রাহ্মণ হইতে আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ, শৈখাদি; ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, খস, দ্রবিড়াদি; ব্রাত্যবৈশ্য হইতে কারুষ্য, মৈত্র, সাত্বতাদি। পরশুরাম কর্ত্তৃক বিতাড়িত ক্ষত্রিয়গণ লুক্কায়িতভাবে থাকিয়া এবং সগর রাজা কর্ত্তৃক হন্যমান শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, খস, দ্রবিড় প্রভৃতির অনেকে বশিষ্টের অনুগ্রহে অন্য বেশ ধারণ পূর্ব্বক কালক্রমে নানা দেশবাসী ও নানা জাতিতে পরিণতঃ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র

এই আদিম জাতি ও ঐ জাতি চতুষ্টয় হইতে নিন্দিত প্রতি লোমজ অনুলোমজ ক্রমে এবং গুণ, ক্রিয়া ও আচার ব্যবহার অনুসারেই বহুবিধ জাতি বা বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ব্যতীত আর সমস্ত মানবগণকে শাস্ত্রকারগণ শূদ্র বা অন্ত্যজ রূপে কল্পনা করিয়াছেন। এবং বেদবিহিত ক্রিয়ানুষ্ঠান হীন বিধর্ম্মী তমোগুণাক্রান্ত মানবদিগকে অসুর, যবন, ম্লেচ্ছাদি অনার্য, জাতি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শম দমাদি লক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারই মুখ্য, আর জন্ম নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারকে গৌণ বলা যায়।" বাস্তব—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যতে তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

(ভাগবত ৭ম স্কন্ধ ১১শ অধ্যায়।)

"দ্রব্য পদার্থ ও গুণ পদার্থের ইতর বিশেষেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বা জাতি পদার্থ উৎপন্ন হইবার কারণ হইয়াছে। যেমন দুইটি পদার্থে এক প্রকার গুণ, ও তিনটি পদার্থে অন্য প্রকার গুণ হয়, তেমন সচেতন জীবদিগেরও আহার, ব্যবহার এবং ব্যবহার্য্য জল বায়ুর ইতর বিশেষ দ্বারা শারীরিক মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যেমন নীল, পীত, লোহিতাদি বর্ণ এবং অম্ল, তিক্ত, মধুরাদি রস ইত্যাদি গুণ ভেদে অচেতন দ্রব্য পদার্থের শ্রেণী ভেদ বা জাতি ভেদ সর্ব্বল্লাদিসম্মত; সেই প্রকার সত্ত্ব, রজো ও তমো এই গুণত্রয় অর্থাৎ উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্ত্যাদি মানসিক গুণ ভেদে সচেতন জীবদিগের জাতি ভেদ অপরিহার্য্য হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মে ঐরূপ কারণ ও যুক্তি অবলম্বন করিয়াই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি জাতি ভেদের সৃষ্টি হইয়াছে।"

"শারীরিক আকৃতি প্রকৃতির সহিত মানসিক প্রবৃত্তি, মানসিক সত্বাদি প্রবৃত্তি গুণ সহিত শারীরিক আকৃতি প্রকৃতির বিশেষ ঐক্যতা বটে। শ্লেষ্মা প্রকৃতিতে লোক স্বভাবত সাত্বিক ভাবাবলম্বী হয়, পিত্ত প্রকৃতিতে স্বভাবত সাত্বিক রাজসিক; এবং বাতপ্রকৃতিতে স্বাভাবত রজো মিশ্রিত তামসিক স্বভাব প্রাপ্ত হয়। শ্লেষ্মা প্রকৃতির লোক স্বভাবত ক্লেশ সহিষ্ণু, গুরু-জনের এবং যথাযোগ্য ব্যক্তির সম্মানকারী, দাতা, সুদক্ষ, স্থির-চিত্ত, শাস্ত্রসেবী, পরিণামদর্শী এবং ইহাদের কেশজাল উজ্জ্বল, মিথ্যা ও প্রলাপ চাটুবাক্যে বিশেষ বিদ্বেষ ভাব লক্ষিত হয়। পিত্ত প্রকৃতির লোক স্বভাবত বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, ও কোপন স্বভাব হয়; ইহাদের কেশ অকালে পক্ক হয়, মিথ্যাবাক্য, অত্যাচার, অনাচারাদি প্রতি বিদ্বেষ, দেহ অল্প পরিশ্রমে বা উষ্ণতায় ঘর্ম্মাক্ত হয়; বুদ্ধি, স্মৃতি ও বক্তৃতা শক্তি অধিক হয়; ইহারা সহজে পরাধীণতা স্বীকার বা নত হয় না, দোষ করিলেও স্পষ্ট স্বীকার করে, অথচ প্রকারান্তরে নিজ পক্ষ সমর্থনে চেষ্টা পায়;— নত ও আশ্রিতের প্রতি দয়াবান; ক্লেশ সহিষ্ণু, ধৈর্য্যবান্ অলোভী প্রভুত্বপ্রিয়, দৃঢ় ব্রত, যুবতীগণের প্রিয় এবং পরোপকার ও সাধারণের হিতানুষ্ঠানে অনুরাগী হইয়া থাকে।—বাত প্রকৃতির লোক স্বভাবত কৃষ, চঞ্চলচিত্ত; মিথ্যা প্রলাপ ও চাটুবাক্য-বাদী, অধৈর্য্য, কৃতঘ্ন, ভ্রমণে অত্যন্ত স্পৃহা, একস্থানে অধিক-ক্ষণ স্থির থাকিতে পারে না, অধিক লোকের সহিত মিত্রতা করে এবং সেই মিত্রতাও বেশী সময় স্থায়ী হয় না, স্বার্থসাধন ও সম্মান বৃদ্ধি জন্য অতি গর্হিত নীচ কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, হতাশ ইহাদের চিরসখা। ফলতঃ যে ব্যক্তি যেরূপ আকৃতি সে

সেইরূপ প্রকৃতি সম্পন্ন এবং তাহার কার্য্যরুচি, আচার ব্যবস্থা-রাদিও তদনুযায়ী হইয়া থাকে। কদাচিৎ অন্যথা দৃষ্ট হইলেও তাহা স্বভাবজ নহে। উৎকৃষ্ট স্বভাবকে অপকৃষ্টে পরিণত করা সহজসাধ্য, কিন্তু অপকৃষ্ট স্বভাবকে উৎকৃষ্টে পরিণত করা অনায়াস সাধ্য নহে। শারীরিক আকৃতি ও আচার ব্যবহারাদি দৃষ্টে মানসিক প্রকৃতি জানিয়া লক্ষণানুসারেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতি বিভাগ এবং জাতিয় প্রকৃতিমত শক্তি অনুসারেই জাতি বিশেষের পক্ষে কার্য্য বিশেষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেমন ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সাধনের উপ-যোগী, একবিধপদার্থ দ্বারা স্বাধনীয় কার্য্য অন্যবিধ পদার্থ দ্বারা সংশোধিত হইতে পারে না, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ মানব বিধায় সকলের দ্বারা একবিধ কার্য্য সাধন সম্ভব হইতে পারে না। এজন্য শাস্ত্রে জাতি বিশেষের পক্ষে কার্য্য বিশেষ অবলম্বনের আবশ্যকতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উৎকৃষ্ট জাতি ব্রাহ্মণ নিকৃষ্ট জাতির কার্য্য অবলম্বন করিলে যেমন জাত্যান্তরে অধঃপতিত হইতে পারে, তদ্রূপ নিকৃষ্ট জাতিয় ব্যক্তি দীর্ঘকাল উৎকৃষ্ট জাতির কার্য্য অলম্বন দ্বারা উৎকৃষ্ট জাতি রূপে পরিণত হইতে পারে। পণ্ডিত ব্যক্তি মূর্খের কার্য্য সহজে করিতে পারে; কিন্তু মূর্খে পণ্ডিতের কার্য্য করিতে পারে না। এজন্যই দূরদর্শী শাস্ত্র কারগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে স্ত্রীলোক, শূদ্র এবং অব্রাহ্মণ দ্বিজবন্ধু দিগের মূর্খতা অজ্ঞতা নিবন্ধন বেদ পাঠ ও কোন কোন প্রণব বীজ মন্ত্রাদিতে অধিকার নাই। এই নিয়ম অতি প্রশংনীয় এবং কল্যাণজনক। ঐ প্রকার কারর ও যুক্তিমূলক উপাসনা প্রণালীও নানারূপে

প্রকটিত হইয়াছে। ইহা শিবজনক ক্রমোন্নতির সোপান স্বরূপ।”

“যিনি যে বর্ণের অন্তর্গত ও যে আশ্রমে অধিষ্ঠিত তাঁহাকে সেই বর্ণাশ্রমোচিত সমস্ত অনুষ্ঠান প্রতিপালন করিতে হইবে। অধিকার ভেদে ধর্ম্ম ভেদ হয়। যাহার যেমন অধিকার, যতটুক্ সামর্থ্য, যাহার দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে তাহার নিমিত্ত সেইরূপ ধর্ম্ম কার্য্যই ব্যবস্থিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ধর্ম্মও ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যে অবস্থায় যখন থাকাযায় সেই অবস্থানুযায়ী ধর্ম্ম পালন করিলে সেই অবস্থা হইতে অধঃপতন নিবারণ হয়; ধর্ম্মই সেই অবস্থায় ধারণ করিয়া রাখেন।”

“হে বৎস! শৌচ, আচার, নিয়ম, নিষ্ঠা যুক্ত এবং কর্ত্তব্য পরায়ণ না হইলে নিশ্চয়ই অগতি লাভ হইয়া থাকে। অতএব তৎপ্রতি সর্ব্বদা বিশেষ মনোযোগী থাকিবে। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পরিচালন দ্বারা আত্মার ঊর্দ্ধগতি, আর অধর্ম্ম প্রবৃত্তির পরিচালনার দ্বারাই আত্মার অধোগতি হইয়া থাকে। ‘ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন অজ্ঞ, মূঢ়চেতা ব্যক্তিরাই শূদ্র বলিয়া কথিত, সুতরাং ব্রাহ্মণের ন্যায় তাহাদিগের সংস্কৃত ছন্দ বিশিষ্ট বেদশাস্ত্রাদি পাঠ ও বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান কার্য্যে অধিকার হইতে পারে না। পুরুষ যত দিন বেদে সংযুক্ত না হয়, তত দিন ব্রাহ্মণকুলে জন্ম ধারণ করিয়া থাকিলেও শূদ্র সমান থাকে। আর বর্ণ সকল রীতিমত সংস্কারাদি সম্পন্ন হইলেও যদি বেদাচার বহির্ভূত ও ন্যায় ধর্ম্মবিরোধী হয়, তাহা হইলে সঙ্কর জাতিই সমধিক বলবতী হইয়া উঠে।’ ব্রাহ্মণত্বলাভে বর্ণ বা অবস্থার কথা নাই, ব্রাহ্মণ হওয়া কেবল গুণেরই পুরস্কার। ব্রাহ্মণ কুমার সহস্র কলঙ্কে কলঙ্কিত

হইলেও তিনি 'ব্রাহ্মণ সকলের সম্মান ভাজন,' আর অপর এক ব্যক্তি ধর্ম্মনিষ্ঠ্য জিতেন্দ্রিয়, ঈশ্বর ভক্ত হইলেও অপূজ্য অস্পৃশ্য থাকিবেন ইহা কি কথনও সঙ্গত হইতে পারে? হে বৎস। জিতেন্দ্রিয় হও, প্রেমিক হও, জ্ঞানী হও, কর্ত্তব্য পরায়ণ হও; এবং উপাসনাশীল হও। ধর্ম্মের এক পদ সাধন দাক্ষ্য, দানই এক পদ যশ, সত্যই স্বর্গের একপদ সাধন, আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাই তপস্যা, ধর্ম্ম মূঢ়তাই মোহ; আর মহত্ত্বজ্ঞানকেই অহঙ্কার বলা যায়। আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক অন্যের সেবা কি নীচ বৃত্তিদ্বারা জীবন রক্ষা করা আমাদের ধর্ম্ম নহে। সুরা পান, হিংসা দ্বেষ, অথবা অন্যের দাসত্ব করা এবং কাম ক্রোধাদির বশীভূত হওয়া ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে। এই সকল অবৈধ কার্য্য করিলে ব্রাহ্মণত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়। সত্যের পথ, ন্যায়ের পথ, প্রেমের পথ, পবিত্রতার পথই ইহকাল পরকাল সকলকালের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পথ। আরও বলি দেখ বৎসে! ভক্ত, সাধক, প্রেমিক প্রভৃতি নাম উপার্জ্জন করিতে যাঁহাদের ইচ্ছা নাই তাঁহারা কখনও বাহ্যাড়ম্বরের জাঁক করেন না। যেখানে বাহ্যাড়ম্বরের জাঁক, যেখানে যত আস্ফালন সেখানে অন্তরে অন্তরে নীতি সম্বন্ধে তত দূষিত ভাব। বাহ্যাড়ম্বর-প্রিয়তা জন্মিলে লোকের অন্তঃচরিত্রের প্রতি দৃষ্টি কমিয়া যায়। ব্যাঘ্র-চর্ম্মে উপবেশন, স্বাপক, সাত্ত্বিক আহার, অথবা পরিচ্ছদ বিষয়ে নিয়ম এবং শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধন বাহিরে এই সমস্ত অনুষ্ঠান-গুলিকে ঈশ্বরের সেবা জ্ঞানে রাখিয়া, ব্যবহার ও চরিত্রের প্রতি উদাসীন হইলে নিশ্চয়ই অগতি লাভ হয়। মনে ভক্তি সঞ্চার হইলেই বৈরাগ্য আপনা আপনিই উপস্থিত হয়। মনঃসংযম

ও কুপ্রবৃত্তি বশীকরণ পূর্ব্বক নীচ ও অনিত্য বিষয় হইতে মনকে উচ্চ বিষয়ে লইয়া যাইতে না পারিলে এক প্রকার কৃচ্ছ্র সাধন মাত্র করা হয়। অভাবাত্মকধর্ম্ম সাধন অপেক্ষা ভাবাত্মক ধর্ম্ম সাধনই প্রশস্ত পথ।” মহর্ষি শমীক, পুত্রকে এবংপ্রকারে বিবিধ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক গৌরমুখ নামে তদীয় এক শিষ্যকে রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ সমীপে প্রেরণ করিয়া অভিশম্পাতের আদ্যোপান্ত সবিশেষ বিবরণ জানাইলেন। মহাতপা কুরুনন্দন রাজা পরীক্ষিৎ, অকস্মাৎ এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আসন্ন বিপদের বিষয় একবারও চিন্তা করিলেন না; কেবল স্বীয় পাপ কার্য্য স্মরণ করিয়াই যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত হইলেন। নির্ব্বাত-সময়ে সরোবরের স্থির সলিলে অকস্মাৎ শিলাখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন সমুদায় জল চঞ্চল হইয়া উঠে, নরপতির অন্তঃকরণও তদ্রূপ বিচলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু আত্মবান্ সহিষ্ণু নরপতি মনের আবেগ সংবরণ পূর্ব্বক গৌরমুখকে বিদায় করিলে এবং তাঁহার দ্বারাই মহর্ষি শমীকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ তদীয় প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলেন।

নীতিসংগ্রহ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

"সপ্তম দিবসে তক্ষক দংশন করিবে" শৃঙ্গী কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই অভিসম্পাৎ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন পূর্ব্বক—গৌরমুখ প্রস্থান করিলে, মহীপতি পরীক্ষিৎ উদ্বিগ্নচিত্তে পুরোহিত ধৌম্য ও অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নরপতি মন্ত্রণা করিবেন কি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। এইক্ষণ কি উপায় অবলম্বন করিব, কে রক্ষা করিবে; ইত্যাদি চিন্তা করিয়া, বিপ্রর্ষি ধৌম্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে দেব! উপস্থিত বিপদ অতিক্রম করার কোন পন্থা দেখা যায় না, যাহা হউক, মায়াময়-পাঞ্চভৌতিক শরীরের নিমিত্তে শোক তাপ প্রকাশ করিলে ফল কি? এইক্ষণ মায়ামোহে ব্যাপৃত থাকা উচিত নহে; যোগাচরণ করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু দেব! কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করা উচিত। এবং মানবগণ ঈশ্বর উপাসনা করিতে অভিলাষী হইলে লোকালয়ে কি বিজনে কখন কোথায় কি অবস্থায় থাকিয়া করিবে, তদ্বিষয় উপদেশ করুন। মহর্ষি ধৌম্য নরপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া

বলিলেন, “মহারাজ! লোকালয়ে থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করা প্রত্যেকের পক্ষেই বিধেয়। কারণ, প্রত্যেকেরই বাঁচিবার আশা, সুখাদ্য ভোজনে প্রবৃত্তি এবং ঈশ্বর লাভে আসক্তি আছে; তাহা বলিয়া চিরকাল পৃথিবীতে বশতি করার আয়োজন করা, কি অমিত সুখাদ্য উদরসাৎ করিয়া অজীর্ণগ্রস্ত হওয়া অথবা ঈশ্বর লাভাশয়ে লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যে যাইয়া অনশনে অকাল মৃত্যু সংঘটন করা কর্ত্তব্য নহে। আপনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী, আপনাকে অধিক কি কহিব। দেখুন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন এই একাদশ ইন্দ্রিয় মধ্যে প্রথমোক্ত পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর মন ব্যতীত পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়; আর পৃথ্বী, জল, তেজ বায়ু ও আকাশ ইহারা পঞ্চমহাভূত বা পঞ্চাত্মা। আমরা যাঁহার অনুগ্রহে এই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে পৃথিবীতে বিচরণ ও বহুবিধ সুখভোগ করিতেছি, তিনিই প্রাণিগত অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ ও মায়া সৃজন এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিনটী কাল নিরূপণ করিয়াছেন। মনুষ্যেরা প্রথমে প্রধানত বিদ্যা উপার্জ্জন করিবে; দ্বিতীয়ে ধন উপার্জ্জন করিবে, গৃহী হইয়া ন্যায় ও ধর্ম্মপথে থাকিয়া সংসারের সুখাস্বাদন করত তৃতীয়ে বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন করিবে; তদনন্তর নির্জ্জন স্থানে যাইয়া যোগসাধন করিবে। যাহারা যোগসাধনে অক্ষম তাহারা সংসারে থাকিয়াই ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আয়ত্ত রাখিয়া, যখন যাহা কর্ত্তব্য ধর্ম্মদৃষ্টে তৎসমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিবে। বিশেষতঃ এই স্থান সুখদ, আমোদপ্রদ; সুতরাং সংসারের সমস্ত কার্য্য ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলি-

ন্নাই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব বিজনে গমন কিম্বা অকালে ঐ পঞ্চমহাভূতকে বিকৃত করিলে তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়। কেবল ধন কিংবা যশোলাভেই জীবনকাল ক্ষয় করা যেমন অবিহিত, সেইরূপ উদাসীনভাবে সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে বাস করাও বিহিত নহে। সমুদায় মনোবৃত্তিকে পরস্পর সম্পূর্ণরূপ সমঞ্জসীভূত করিয়া চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য।”

রাজা বলিলেন, “হে দেব! দেখুন, বিষময় বিষয়ের এতাদৃশ আকর্ষণ শক্তি যে, উহাতে মানবগণের মন সহজেই আকৃষ্ট করিয়া ফেলে; মনুষ্যেরা যতই জ্ঞানবান মনীষাসম্পন্ন হউক না কেন, গৃহাশ্রমে সমুদায় ইন্দ্রিয়গণকে সংযমন পূর্ব্বক মনকে বশীভূত রাখিয়া ইষ্ট আরাধনা করিতে পারে না। খেলাতে বাল্যকাল, ভোগাভিলাষে যৌবনকাল এবং জরা জীর্ণতাগ্রস্ত হইয়া বৃদ্ধকাল কাটাইতে হয়, সুতরাং প্রকৃত সাধন হইতে পারে না। একবার বিষয়াসক্ত হইয়া সংসার মায়ামোহে আবদ্ধ হইলে কোন্ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আপনাকে উদ্ধার করিতে পারে? কোন্ ব্যক্তিইবা অর্থ তৃষ্ণা, অপত্যস্নেহ এবং প্রেমাস্পদ ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইতে পারে? শরীরের সর্ব্বপ্রকার শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিলে সকলেরই শান্তি জন্মিয়া থাকে, বাস্তবিক সে শান্তি ত শান্তি নয়। যে ব্যক্তি প্রথম বয়সেই শান্তিপথাবলম্বী হয়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ শান্ত। যাবৎ শরীর সবল থাকে, যাবৎ কালগ্রাসে পতিত না হয় তাবৎকাল সেই সত্যস্বরূপ জগদ্বন্ধুর উপাসনা করাই শ্রেয়স্কর। একবার বিষয়াসক্ত হইলে আর সহজে নিস্তার নাই। বিদ্বান্ ব্যক্তিরাও বিষয়াসক্ত হইলে এতদূর প্রমত্ত হইয়া উঠে যে, আত্মীয়দিগকে

পোষণ করিতে করিতে আপনার পরমায়ু ক্ষয় এবং পরম পুরুষার্থ বিনষ্ট হইতেছে তাহাও বুঝিতে পারে না। তাহারা তাপত্রয়ে নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণ হইয়াও তাহাতে দুঃখ বোধ করে না, কেবল আত্মীয় পোষণেই সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে; আর ইহা আমার, ইহা পরের, এইরূপ বিভিন্ন ভাবনায় পরলোকার্থ চিন্তা করিতে সমর্থ হয় না; প্রত্যুত মূঢ়ের ন্যায় অন্ধকারেই প্রবেশ করে। অতএব বিষয় সুখ ভোগেচ্ছা পরিহার পূর্ব্বক আদিবিভু অবিনাশী পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য। আরও দেখুন, লোকালয়ে অনেক কৃত্রিম ব্যবহার প্রণালীর বশবর্ত্তী হইয়া মানবগণের আত্মার প্রকৃত জীবন্ত-ভাব তিরোহিত হইয়া থাকে। কারণ সকলের মত কদাপি একরূপ হওয়া সম্ভবনীয় নহে, সুতরাং বাধ্য হইয়া কৃত্রিমতা ও কপটতার অনুবর্ত্তী হইতে হয়, একারণ ঋষিগণ নির্ঝর সমীপবর্ত্তী পর্ব্বতকন্দরে, অথবা স্রোতস্বতী তীরস্থ নির্জ্জন কাননে যাইয়া পর্ণকুটির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক নিরুৎকণ্ঠে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া থাকেন। ফলতঃ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধই শীতোষ্ণবৎ সুখ দুঃখের কারণ, সেই সম্বন্ধ কখন উৎপন্ন কখন বা বিলয়প্রাপ্তী হয়, সুতরাং উহা নিতান্ত অনিত্য, অতএব ঐ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।”

মুনি বলিলেন, “হে রাজন্! আপনি যাহা বলিতেছেন সত্য, কিন্তু যে ব্যক্তি প্রাজ্ঞ ও নিষ্কামী তাঁহার পক্ষে গৃহ, অরণ্য, জল, স্থল সকলই তুল্যজ্ঞান। ঋষিগণ অনাসক্ত চিত্তে বহুকাল পর্য্যন্ত কঠোর যোগ সাধন করিয়াও যাঁহার আদি অন্ত জানিতে সমর্থ হয়েন না, কোন ব্যক্তি বনবাসী হইলেই যে তিনি প্রীত হন

এমন নহে। সংসারাশ্রম সর্ব্ব আশ্রমের শ্রেষ্ঠ ও প্রশংসার্হ যদি নির্লিপ্ত হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। সংসার তরঙ্গ মধ্যে থাকিয়াও যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য, প্রাণীগণের হিত সাধন ও তাঁহার চরণে মন অর্পণ করিতে পারেন তিনিই ধন্য, বনচারী যোগী হইতেও প্রশংসার্হ। চিত্তবৃত্তি নিরোধ অভ্যাস করিতে না পারিলে বনবাসী হইলেও স্ত্রী, ধন, জন, সুখ সম্ভোগাদি সংসার চিন্তা করিতেই হয়, অত্রাবস্থায় স্ত্রী পুত্রাদি পরিবৃত সংসার ত্যাগ করিয়া সং সাজা অবিহিত। জীতেন্দ্রিয়দিগেরও ইন্দ্রিয়াদি মনঃচাঞ্চল্য বিষয়ক কারণ চক্ষে দেখিলে কি কর্ণে শুনিলেও সংস্কারবলে সেই ভাবের উদ্দীপন হয়, অতএব যাহারা অবিবাহিত বা যাহাদের দাম্পত্য সূত্র ছিন্ন হইয়াছে এবং উপায় বিহীন পিতা মাতা ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র কি অবিবাহিত কন্যাদি নাই তাহাদের পক্ষে উপাসনা স্থান লোকালয় অপেক্ষা বিজনই প্রশস্ত। কাঞ্চন, কামিনী-ভোগী বাসনা দূর হইলেও আবার সহজেই আসক্তি জন্মিয়া তপ বিঘ্ন হইতে পারে, এজন্যই বনবাস প্রশস্ত। অবিবাহিত কি অল্প বয়সে দাম্পত্য সূত্র ছিন্ন ব্যক্তির ঈশ্বরোপাসনার প্রবৃত্তি হইলে তাহার লোকালয়ে থাকা অবিহিত। অনেকে তীর্থা-শ্রয়ের বিধি দিয়া থাকেন, আমার বিবেচনায় তাহা অপ্রশস্ত। নানা জনসমাগমে তপোবিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। অতএব বিজনে গোপনে থাকিয়াই উপাসনা করিবে। মনে মনে ব্যভিচার, কি সংসারে থাকিয়া সংসারী লোকের প্রতি দ্বেষভাব, অর্থাদি অভাবে পরের তুষ্টিসাধনে চেষ্টাদি দ্বারাও উপাসনার বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। অতএব প্রথমেই আশা ও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিবে।

ভ্রষ্টা স্ত্রী যেমন সংসারের বিবিধ প্রকার কার্য্যে মগ্ন থাকিয়াও নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইচ্ছার চরিতার্থ করিয়া লয়, কেহ বাধা দিতে পারে না, তদ্রূপ সংসারে থাকিয়া সংসারের, ধন, জন, শরীরের জীবন, যৌবনের অস্থিরতা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিবে। বাহ্যবস্তুর সহিত শরীরের সম্বন্ধ বিবেচনা পূর্ব্বক হিত, পরিমিত, পবিত্র, নিরামিষ, সত্ত্বগুণ উত্তেজক আহার করিবে। মৎস্য মাংসাদি রজোগুণ উত্তেজক আহার করিবে না। আমমাংস মদ্যাদি তমোগুণ উত্তেজক, তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। আহার ব্যবহারের সহিত মনের, মনের সহিত ধর্ম্মের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। আহার ব্যবহারে অপবিত্রতা, যদেচ্ছাচারী, এবং আচার, নিয়ম, নিষ্ঠাদি বিবর্জ্জিত ব্যক্তি পশু তুল্য। ঐ প্রকার পশুতে ধর্ম্মের বা দেবতার সাধন ধ্যান ধারণা জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। আহার, আচার, ব্যবহার, বাক্, শরীর ও মনঃশুদ্ধি; দেশ কাল বিবেচনায় সাধুসহ বাস, গুরুসেবা, উদ্দাম মাতঙ্গ সদৃশ স্ববিষয়ে ধাবমান ইন্দ্রিয় সংযমাদি সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেই চিত্ত নির্ম্মল হয়। নির্ম্মলচেতা ব্যক্তিগণই ঈশ্বর তত্ত্বালোচনা এবং যোগ সাধনে অধিকারী। অধিকারী ব্যক্তি অত্যল্প অনুষ্ঠান করিলেই তত্ত্বজ্ঞান ও ঈশ্বর লাভ করিতে পারেন। কিন্তু অনধিকারী শত সহস্র চেষ্টা ও উপায় করিলেও কদাপি তাহা পারিবে না। বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ মধ্যস্থ পদার্থ দৃষ্টে অজ্ঞানী তাহাতে যেমন বৃক্ষের অস্তিত্ব আকৃতি অনুভব করিতে পারে না, অনধিকারী স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিও তদ্রূপ শাস্ত্রপাঠ জ্ঞান কি যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা ঈশ্বর তত্ত্ব কি তাঁহার স্বরূপ জ্ঞান লাভ

করিতে পারে না। মানবগণ যে প্রবৃত্তি বশে স্ত্রীকে হৃদয়ে ধারণ করে, দুহিতাকে সেই হৃদয়ে ধারণ করিয়া অন্যরূপ সুখানুভব করে। দেখুন্,—উভয়েই স্ত্রীমূর্ত্তি, একরূপেই হৃদয়ে হৃদয় ধারণ আলিঙ্গন, মনও সেই একটাই, তবে প্রবৃত্তি অন্যরূপ হয় কেন? পাত্রভেদই মনোভাব বিভিন্নরূপ হওয়ার কারণ। ইহাতে দেখা যায় মনই প্রধান। আচার, ব্যবহার, আহার ও কার্য্যাদি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত নিয়মাদি প্রতিপালন দ্বারায় যিনি মনঃপ্রবৃত্তি স্ববশে রাখিতে পারেন, যিনি প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিতে শিখিয়াছেন তিনিই যোগ সাধনের এক মাত্র অধিকারী বটেন।"

"যাঁহারা ন্যায় রূপে ধনোপার্জ্জন, পিতা মাতার ভরণ পোষণ তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন, সহোদর সহোদরার প্রতি অভিন্ন ভাব, অন্যান্য পরিজনের সহিত অকৃত্রিম প্রণয়, স্বদেশীয় বিদেশীয় লোকের সহিত সরলহৃদয়ে সম্ভাষণ, দরিদ্রের প্রতি দয়া বিতরণ, আত্মাভিমান পরিত্যাগ, সদা প্রিয় অথচ সত্য বাক্য ব্যবহার, সতত সাধু পন্থায় পাদ বিহরণ, অতিথী সৎকার, সর্ব্ব জীবে দয়া প্রকাশ, ইন্দ্রিয় সংযমন এবমুক্ত শাস্ত্র ও সাধু সম্মত কার্য্য সকল করিয়া থাকেন তাঁহারাই ইহলোকে ধন্য এবং সংসারাশ্রমে থাকিয়াও জ্ঞানময়ী ব্রহ্মবিদ্যাকে জ্ঞাত হইয়া চরমে পরম গতি লাভ করিতে পারিবেন।"

"হে নরপতে! বিশুদ্ধ বিজ্ঞান স্বরূপ বেদান্ত বাক্য বিচার দ্বারা যিনি ব্রহ্ম বিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তি প্রাপণ কারিণী, তিনিই ব্রহ্মবিদ্যা। এজন্যই মহর্ষিগণ শাস্ত্রে সেই ব্রহ্মবিদ্যা রূপিণী অম্বিকার বিবিধ রূপে আশুফল লাভাশয়ে পূজা ধ্যান

ধারণাদির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। মনে গৃহীত বৈরাগ্য হইয়া সদা আধ্যাত্ম অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র সকলের সমালোচনা, আচার্য্য সেবা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, জন্ম মৃত্যাদি দুঃখ মনে মনে পর্য্যালোচনা এবং ঈশ্বরনিষ্ঠ হইয়া নিত্য নির্জ্জনে অবস্থান করত—যথা সাধ্য জপ তপ যোগাভ্যাস এই সকল কর্ম্ম অভিমান শূন্য হইয়া মনঃ শুচিপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলেই দয়াবতী দেবী ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হইয়া থাকে। সংসারে থাকিয়াই এই সকল কার্য্য ও জ্ঞান উপার্জ্জন করিবে। এই স্থানে থাকিয়া ঐ সকল বিষয়ে যাহার কিছু না হয় সে ব্যক্তি বনাচারী হইলেই যে তাহার ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভ হইবে এমন কোন শাস্ত্র বা যুক্তি নাই। মহারাজ! আর একটি কথা দেখুন, সকলেই যদি পূর্ব্বাপর বিবেচনা শূন্য হইয়া বনবাসী হয় তাহা হইলে অরণ্যও লোকালয় হইয়া উঠে। আরও দেখুন, জগদীশ্বর তাঁহার প্রীতিকর ও প্রাণিগণের হিতকর কার্য্য সম্পাদনার্থে মানবগণকে সৃষ্টি ও নিয়োজিত করিয়া, সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন; ভক্তি যোগ সহকারে যেখানে থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করা যায় তাহাতেই তাঁহার প্রিয়কার্য্য প্রতিপাদ্য হইতে পারে। মানবগণ ভ্রান্তি বশতই এই সুখময় সংসারকে 'অসার' বলিয়া থাকেন। প্রাজ্ঞ নিষ্কামী মহাত্মাগণ এই সংসার অসার হইলেও তাহার সারোদ্ধার করিয়া, এই স্থানেই পরমপুরুষার্থ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। নিভৃত স্থানে অবস্থিতি করিয়া উপাসনা করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য, এতদ্দ্বারা বনাচারী হওয়ার বিধান অনুমিত হইতে পারে না। কেবল মানবগণের স্বভাব সংশোধনার্থই

মহর্ষিরা বনচারী হইয়া উপাসনা করিবার বিধি সংস্থাপিত করিয়াছেন। ফলত গৃহেই হউক, আর অরণ্যেই হউক, উপাসনা করার পূর্ব্বে মনকে স্ববশ ও সুস্থির রাখিয়া নিভৃত স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক আত্মধ্যান করিবে; অত্রাবস্থায় বনবাস কেবল মনের ভ্রান্তি বই আর কি হইতে পারে? ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যই যাতনা জনক সংসার বন্ধন, আর সংযমই পরমানন্দদায়িনী। শম, দমাদিবিশিষ্ট হওয়া মনুষ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ, কিন্তু মনুষ্য সকল ক্রমে কৃত্রিম ব্যবহার প্রণালীর বশবর্ত্তী হওয়াতে—আপন স্বভাব জাত ইন্দ্রিয়-নিগ্রহরূপ অমূল্য সম্পত্তি হইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছে। অতএব মহারাজ! নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা দ্বারা পাপসঞ্চার হইতে পারে বলিয়া তাহাদের উচ্ছেদ চেষ্টা করা কদাপি বিহিত নহে। ইন্দ্রিয়ের বশীভূত না হইয়া, তাহাদিগকে বশীভূত রাখাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। অধর্ম্ম বশে বা ধর্ম্মভ্রমে ইহার অন্যথাচরণ করিলে নিশ্চয়ই দুঃখ ঘটিয়া থাকে। যাহারা ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ-সাধনকে সংযম বলিয়া ইন্দ্রিয়দ্বার রোধ করিবার চেষ্টা করে ও সাংসারিক কার্য্য সম্পাদনে বিমুখ হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করে, তাহারা ঈশ্বর সমীপে অপরাধী হয়। সমুদায় মনোবৃত্তিকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আয়ত্ত রাখিয়া জীবন কালাতিপাত-করাই কর্ত্তব্য। যাঁহারা মন ও বাক্য, কর্ম্ম ও বুদ্ধি দ্বারা পাপাচরণ না করেন, সেই মহাত্মারাই যথার্থ ধার্ম্মিক ও তপস্বী।" এই বলিয়া মহর্ষি বিরত হইলে, মন্ত্র তত্ত্ববিদ মহীপতি একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে অবস্থিতি পূর্ব্বক দান, যজ্ঞাদি নানাবিধ ধর্ম্মাচরণ ও সদালাপে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

রাজা পরীক্ষিৎ আসন্নকাল সম্মুখীন জানিয়া নিভৃত স্থানে

অবস্থান পূর্ব্বক নানারূপ ধর্ম্ম কর্ম্মাদি করিতেছেন, এমন সময় সংশিতব্রত, ধীমান্, তপনিরত, স্বাধ্যায়সম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, বাগ্মিদাম্বর, দিগম্বর মহাত্মা শুকদেব নানাস্থান ভ্রমণান্তে যদৃচ্ছা-ক্রমে তদীয় সভায় সমাগত হইলেন। রাজা মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া প্রীতিসহকারে অমাত্যগণের সহিত সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করত প্রত্যুদ্গমন অভিনন্দন পুরঃসর "নমঃ নারায়ণায়"—বলিয়া প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া আসন পরিগ্রহার্থে যত্ন করিলেন। অতঃপর সংযতেন্দ্রিয় ব্যাস-নন্দন রাজাকে যথোচিত আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং তদীয় আদেশ অনুসারে রাজাও অমাত্যগণের সহিত সমাসীন হইলেন। অনন্তর মহর্ষি রাজেন্দ্র কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বলিলেন, মহারাজ! আমি দেশান্তর দর্শনার্থে বহির্গত হইয়া নানা দেশ ভ্রমণান্তে অধুনা এই রাজ্য দর্শনাভিপ্রায়ে ভবদীয় সকাশে উপনীত হইয়াছি আপনাকে দর্শন করিয়া সুখী হইন, কিন্তু রাজন্! আপনাকে এত উদ্বিগ্নমনা, শোক দুঃখ সন্তপ্তের ন্যায় দেখিতেছি কেন? রাজ্যের কুশল ত? আপনার বন্ধুবর্গ ও অমাত্যগণ সকলেইত ভাল আছেন?" রাজা মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "ভগবন্! আপনারা যাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাহার সর্ব্বত্র মঙ্গল ব্যতীত আর কি হইতে পারে। রাজ্যের কোন অমঙ্গল ঘটে নাই, বন্ধুবর্গ ও অমাত্যগণ সকলেই শারীরিক নিরাপদেই আছেন, কেবল আমি কোন একটি গর্হিতাচরণ করিয়াছি, তন্নিমিত্তেই আমার এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে—" এই বলিয়া আদ্যোপান্ত সবিশেষ মহর্ষিকে জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন "ভগবন্! আপনার

দর্শনলাভে আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম, প্রভো! এইক্ষণ আমার উদ্ধারের পথ কি, কিরূপে শান্তিলাভ করিব? জীবনের অবশিষ্টকাল ধর্ম্মতত্ত্বালাপেই অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করি। অতএব আপনি কৃপাবলোকনে ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ঈশ্বর, উপাসনা, বিবেক তত্ত্বজ্ঞানাদি বিষয় যাহাতে সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে বর্ণন করিয়া বাসনা পূর্ণ করুন।" মহর্ষি রাজেন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া, রাজাকে নানা মতে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ! ধর্ম্মোপদেশ করা সুকঠিন। অনেকেই প্রচলিত অথবা পুরাতন গ্রন্থাদির মতকে অবলম্বনীয় মনে করেন, কিন্তু কেবল তাহাই যে অবলম্বনীয় ধর্ম্ম, এমন নহে। এদেশে প্রচলিত নানা প্রকার শাস্ত্র পুরাণাদির পরস্পর গুরুতর মত বৈষম্যই ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল। বাস্তব বিবেক ভক্তির মতানুসারেই আমাদের চলা উচিত।"

"শ্রুতি ধর্ম্ম ইতি হ্যেকে নেত্যা হুরপরে জনাঃ।
ন চ তৎ প্রত্যসূয়ামো নহি সর্ব্বং বিধিয়তে॥"

(শান্তিপর্ব্ব)

"শ্রুতিকে কেহ ধর্ম্ম বলেন, কেহ বলেন না। আমরা তাহার নিন্দা করি না, কিন্তু শ্রুতিই যে কেবল ধর্ম্ম বিহিত ইহাও স্বীকার করি না। অতি পূর্ব্বে বেদমন্ত্র তন্ত্র শ্রুতি স্মৃতিতেই থাকিয়া পরিচালিত হইত, গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করার উপায় ছিল না। শ্রুত্যুক্তির উপরেই নির্ভর ছিল বলিয়া বেদের নামান্তর শ্রুতি; স্মৃতিশাস্ত্রাদিও ঐরূপ। বাস্তব যাহা সত্য, যাহা ধর্ম্ম, যাহাতে ঈশ্বর তত্ত্ব বিবেক জ্ঞান বিধিবদ্ধ তাহাই বেদ ও শাস্ত্র। সাবিত্রী-প্রসূত কি দৈত্য

কর্ত্তৃক অপহৃত এবং নারায়ণ কর্ত্তৃক মীনরূপে বারিধী মধ্য হইতে উদ্ধারকৃতবেদ বর্ত্তমান গ্রন্থ-বেদ নহে। সেই বেদের অর্থ ভিন্নপ্রকার। দৈত্য মায়ায় বা তমোগুণের বাহুল্যে বেদজ্ঞান অভিভূত সমাচ্ছন্ন হওয়ায় নারায়ণ ঐ বিঘ্ন দূর করিয়া পুনর্ব্বার বেদজ্ঞান মানবহৃদয়ে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া দিয়া ছিলেন ইহাই মূলকথা। বেদাদিগ্রন্থকে বেদ বলা যায় না, কর্ম্মকাণ্ড ও উপাসনা কাণ্ডাত্মক ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম প্রতিপাদক প্রমাণ বাক্যের নামই "বেদ"।—"ন বেদং বেদমিত্যাহু র্ব্বেদব্রহ্ম সনাতনং—" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারাও উহা প্রমাণিত হয়। সামাদি বেদের উপসংহারে যে ব্রর্ম্মাত্ম প্রতিপাদকবাক্য সকল আছে তাহাকে অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য সাক্ষাৎকার বিষয়ক প্রমাণ বাক্যকে উপনিষৎ এবং ঐ উপনিষদকেই বেদান্ত কহে। বেদাদির মন্ত্র শ্লোকাদি মুখে মুখে (নিরক্ষর দিগের রচিত গীতের ন্যায়) রচিত হইবার বহুকাল পরে অক্ষরের (বর্ণমালার) সৃষ্টি হয়। পশ্চাৎ আদিকবি বাল্মিকীদ্বারা ছন্দঃ—প্রকাশ হইলে পরে নানামুনি নানামতে পরিচালিত হইয়া নানাবিধ মত প্রচার ও গ্রন্থাদি যাহা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন ঐ প্রচারিত গ্রন্থাদিই অধুনা শাস্ত্র তন্ত্রাদি নামে অভিহিত। উহা ঋষিগণ-মানস-প্রসূত ফল। দুর্ব্বোধ বেদ দ্বাপরযুগে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া সুবোধ জন্য চারি ভাগে বিভক্ত ও গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। পশ্চাৎ তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ নিজ নিজ স্বাধীন মতানুসারে তদৃষ্টে বহুভাগে ও অংশে নামান্তরে বহুবিধ গ্রন্থাদি বেদব্যাস নামে প্রকাশিত করিয়াছেন। মহাত্মা বেদব্যাস কর্ত্তৃক প্রণীত মহাভারত পঞ্চম বেদ, ইহা সমস্ত বেদশাস্ত্রাদির সারভাগ দ্বারা

সুগঠিত এবং সাধারণের বোধগম্য। মুনিগণ নানামতে পরিচালিত হইয়া বহুবিধ গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া অনেকস্থলে ঈশ্বর জ্ঞান ধর্ম্ম তত্ত্ব বিষয়েও গোলযোগ করিয়াছেন, সর্ব্বত্রে পরস্পর ঐক্যমত নাই। এবং কোন কোনস্থলে চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় জাতিগত পক্ষপাত, অতি বর্ণন এবং জটিলতা ও রূপক বর্ণনাদি দ্বারা যে দোষিত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলেও দুঃখ জ্ঞান হয়। অন্ত্যজঃ ব্যক্তিগণ যেন মানুষই নহে। দ্বিজাতি দুঃশীল হইলেও উচ্চবিষয়ে অধিকারী, শূদ্রাদি বংশোদ্ভব ব্যক্তি শূদ্র না হইলেও সে শূদ্র, এবং সে জিতেন্দ্রিয় কৃতী হইলেও উচ্চ বিষয়ে অধিকারী হইতে পারে না। অন্ত্যজঃ বর্ণদিগকে চিরকাল পাদদলিত রাখার অভিপ্রায়ে শাস্ত্রাদিমধ্যেও অন্যায় রূপে রচিত হইয়া যে সকল শ্লোকাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটি কথার উল্লেখ করিতেছি অবধান করুন। দেখুন!——

"যদিকার্য্য বশাদ্রাজা ন পশ্যেৎ কার্য্য নির্ণয়ং।
তদা নিযুঞ্জাৎ বিদ্বান্ সং ব্রাহ্মণং বেদপারগং॥
যদি বিপ্রো ন বিদ্বান্ সাৎ ক্ষত্রিয়ং তত্র যোজয়েৎ।
বৈশ্যং বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥
দুঃশীলোপি দ্বিজঃ পূজ্যো ন শূদ্রো বিজিতেন্দ্রিয়॥"

(ব্যবহারতত্ত্বং।)

"শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীত মক্রীত মেব বা।
দাস্যায়ৈ বহি সৃষ্টোসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥"

"ন স্বামিনা নিসৃষ্টোপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্চতে।
নিসর্গজংহি তত্তস্য কস্তস্মা ত্তদপোহতি॥"

"বিশ্রদ্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্দ্রব্যোপাদান মাচরেৎ।
নহিতস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্ত্তৃহার্য্য-ধনোহিস॥"

"শক্তে না পিহি শূদ্রেণ ন কার্য্যো ধন সঞ্চয়ঃ।
শূদ্রোহি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে॥"

"যেন কেন চিদঙ্গেন হিংস্যাচ্ছে্রষ্ট মন্ত্যজঃ।
ছেত্তবং তত্তদেবাস্য তন্মনো রনুশাসনং॥"

"পাণি মুদ্যম্য দণ্ডং বা পাণি চ্ছেদন মর্হতি।
পাদেন প্রহরণ্ কোপাৎ পাদচ্ছেদন মর্হতি॥"

"সহাসন মভিপ্রেপ্সু, রুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ—মিত্যাদি॥"

"আরও দেখুন,—স্বার্থসিদ্ধিজন্য পরার্থ নাশ; দুর্ব্বল প্রাণী পশুপক্ষী বধ, অশ্বমেধ, গোমেধাদি যজ্ঞোপলক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ বধ, নরমেধ বিধান, এই সমস্ত কি প্রচণ্ড নির্দ্দয়তা, স্বার্থপরতা নহে? সতীদাহ একটি ভয়ানক ব্যাপার! স্বর্গলাভাশা প্রলোভন; এবং পর-পুরুষদ্বারা কুলবতী কামিনীগণের সন্তান উৎপাদন করাইয়া লওয়ার আর্য-ধর্ম্ম-সম্মত বিধান ইত্যাকার বহুবিধ বিধান ও নিয়ম রহিয়াছে। অতএব বলি শাস্ত্র কি? শাস্ত্র—দেশ, কাল, পাত্র, অবস্থা ও রুচিভেদে ব্যবস্থা বিশেষ মাত্র।"

প্রচলিত গ্রন্থাদির অধিকাংশই রূপক ভাবে বর্ণিত, সহজে বুঝিবার সুযোগ নাই। পৃথিবী হইতে চন্দ্র সূর্য্য বৃহৎ হইলেও সিংহিকাপুত্র রাহু দৈত্য কর্ত্তৃক চন্দ্র সূর্য্য গ্রাস বা গ্রহণ; বামনদেবের বিরাটমূর্ত্তি, ত্রিপাদভূমি, দ্বিপদে স্বর্গ মর্ত্ত্যগ্রহণ, নাভিজাত পদ রাখার স্থান অভাবে বলীরাজশীরে অর্পণ ও তাঁহাকে পাতালে প্রেরণ; দৈত্যকর্ত্তৃক বেদহরণ, মীনরূপে তাহার উদ্ধার;

স্বর্গ, মর্ত্ত্য, যমালয় ও পাতালবর্ণনা; কম্পমানপৃথিবী, বাসুকীর ধরিয়া রাখা এবং সর্প, কুম্ভীরাদি নড়িলেই ভূমি কম্পনাদি যেমন রূপকভাবে বর্ণনা, সেই প্রকার আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদি এবং ভূর্লোক, ভূবর্লোক, স্বর্লোকাদি উৎপন্ন এবং গোলক, বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মালয়, কৈলাস, ইন্দ্রালয় প্রভৃতি স্বর্গ এবং দেবদেবীগণের স্থূলরূপে জন্ম কর্ম্ম আকৃতি প্রকৃত্যাদি ভিন্ন ভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে, ঐ সমস্তই রূপক ভাবে স্বেচ্ছানুরূপ বর্ণিত। আর প্রায় সকল শাস্ত্রগ্রন্থই মহাদেব বক্তা, পার্ব্বতী শ্রোতা; নারায়ণ বক্তা, নারদাদি শ্রোতা; হরিবক্তা, হর শ্রোতা এবং হরিহর ব্রহ্মা বিষ্ণু সকলেই এক ব্রহ্ম, কালী দুর্গা প্রভৃতি ঈশ্বরীও তাহাই, অথচ একে যেন অন্যের তত্ত্ব জানে না! পার্ব্বতী-ঈশ্বরী জিজ্ঞাসিলেন হে মহাদেব! ঈশ্বর কিমাকার! ঈশ্বর ঈশ্বরী ধ্যান, মন্ত্র, যোগতত্ত্ব জীবমুক্তির উপায় কি? ইত্যাদি। মহাদেব বলিতে লাগিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার ব্রহ্মা বিষ্ণু হরিহর শিব-দুর্গা কালী গঙ্গা প্রভৃতি দেবদেবীগণ সকলেরই স্বামী স্ত্রী আছে, পুত্র কন্যা আছে, বাড়ীঘর আছে, দাসদাসী আছে, সুখ দুঃখ আছে, অনুগ্রহ নিগ্রহ আছে, আবার পরস্পর ঝগড়া কলহাদিও আছে, ইত্যাকার বর্ণনায় তাঁদিগকে কথনই 'এক নির্ব্বাকার সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন' এই জ্ঞান করা যাইতে পারে না। আরও দেখুন প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ, নাম, ধ্যান, বীজও গায়ত্রী। এই প্রকার নানাবিধ বর্ণনায় তাঁহাদিগকে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ঈশ্বর বা ঐশীশক্তি সম্পন্ন কিরূপে জ্ঞান করা যাইতে পারে! ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বটে। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ গুরুর অভাবে দুর্ভাগ্য বশতঃ আগম নিগমাদি—তন্ত্রোক্ত সাধক প্রণালীও এক

প্রকার অন্তর্হিত হইয়াছে। ঐ দেখুন মদ্য মাংস, তথা মৎস্যং, মুদ্রা, মৈথুন মেবচ—।" এবং পীত্বাপীত্বা পুনঃ পিত্বা পপাত ধরণীতলে, উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম নবিদ্যতে।" এই পঞ্চমকারতন্ত্রের কি দুর্গতি, কিম্ভূত কিমাকার বীভৎস জনক ব্যাপার হইয়াছে!! ইহার যে অতিগূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ আছে তৎপ্রতি কে দৃষ্টি করে? ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ক্ষরিত সোমামৃতই মদ্য; জিহ্বাকে ("মা") ও তাহার শাসনকে ("স") মাংস; নিশ্বাস প্রশ্বাস মৎস্য; 'আহার', এস্থলে মৎস্যাহার অর্থাৎ প্রাণায়াম করা। ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সহস্রাব পথে কালিকামূর্ত্তিই মুদ্রা; তাহাতে লীন হওয়াই মৈথুন বা রতি। জিহ্বাকে সহস্রার পথে নিয়া ঐ সহস্রার স্রবিতামৃত মদ্যপান করিয়া মূলাধারে আসিবে, আবার উপরে যাইয়া ঐ মদ্য পুনঃ পান করিয়া আসিবে। ইহাই আধ্যাত্মিক প্রকৃত অর্থ। কিন্তু শাস্ত্রোল্লিখিত বাক্যের জটিলতা ভেদ করিয়া ভাবার্থ নাবুঝিতে পারিয়াই অল্পবুদ্ধি লোকে এবং মাতাল ও বৈতালগণ এক অর্থে অন্য অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রহণ (চন্দ্রসম্মুখে পৃথিবীর এবং সূর্য্যসম্মুখে পৃথ্বীচন্দ্র পাতচ্ছায়াই 'রাহু-নামে খ্যাত) বামনদেবের ত্রিপাদভূমি (ত্রিণিপদাক্রমেবিষ্ণো) ভূমিকম্প, স্বর্গমর্ত্ত্যাদি এবং দেবদেবীগণের স্থূলরূপে জন্ম কর্ম্ম আকৃতি প্রকৃত্যাদি বর্ণনারও ঐ প্রকার বিশেষ বিশেষ ভাব ও উদ্দেশ্য আছে। শাস্ত্রাদির ভাব অর্থ অতি গূঢ় ও জটিল, তাহাতে আবার শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের অসঙ্গত বর্ণনা ও নানা বিষয়ে মতভেদ, প্রকৃত সত্যভাব অর্থ উদ্দেশ্য বুঝিয়া উঠা নিতান্ত দুষ্কর। ঐ শাস্ত্রাদির সমস্ত কথাই অভ্রান্ত, কি ঈশ্বর বাক্যজ্ঞানে, বা

স্বেচ্ছাচারে, অথবা মানবগণ ঐ সকল শাস্ত্রির বাক্যের মর্ম্মার্থ ভাব উদ্দেশ্য এবং বিবেক জ্ঞানের প্রতিলক্ষ্য না রাখিয়া, দেশ-কাল, পাত্র ও অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা না করিয়া কেবল পুরাতন কবিকল্পনাময়ী শাস্ত্রের দোহাই দিয়া চলিলে অনেকস্থলে তাঁহাদিগকে হয়ত বিপন্ন হইতে হইবে, এজন্য ধর্ম্ম বকরূপ ধারণ পূর্ব্বক "কাচবার্ত্তা, কি মাশ্চর্য্যং, কঃপন্থাঃ, কশ্চমোদতে—" প্রশ্ন-করিয়া মহাত্মা যুধিষ্ঠীর দ্বারা "কঃপন্থা"প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন যে—

"বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ।
নাসৌমুন্নির্যস্য মতং ন ভিন্নম্॥
ধর্ম্মস্যতত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।
মহাজনো যেনগতঃ সপন্থাঃ।"

(মহাভারত বনপর্ব্ব।)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন যে—

"কেবলং শাস্ত্র মাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্য বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে॥"

"পুরাণং ভারতঃ বেদাঃ শাস্ত্রাণি বিবিধানিচ।
পুত্রদারাদি সংসারে যোগাভ্যাসস্য বিঘ্নবৃৎ॥

"বিজ্ঞেয়োহক্ষয় সন্মাত্রো জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলম্।
বিহায় সর্ব্বশাস্ত্রাণি যৎ সত্যং তদুপাস্যতাম্॥"

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ উত্তরগীতা।)

পিতামাতা রোগী সন্তানকে রোগমুক্ত জন্য যেমন নানাভয় ও প্রলোভন দ্বারা বিস্বাদু ঔষধী সেবনে প্রবৃত্ত করায়, রোগী অরোগী হইলে সে আর প্রলোভনীয় অবৈধ স্বীকৃত লোভ্যবস্তু সকল পায়না, আমাদের মঙ্গলকামী শাস্ত্র সমুহও তদ্রূপ।

মানবগণ শাস্ত্রের প্ররোচনায় শাস্ত্রোপদিষ্ট পথে গমন করিলে বাহ্যিক বা আধ্যাত্মিক কোন না কোন একপ্রকার কুশল লাভ করিবেই। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক অভাবে শাস্ত্রাদির মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়াই অনেকস্থলে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর বিষয়ে নানামত গোলযোগ এবং ঐ কারণেই আধ্যাত্মিক বিষয়ে লোকের মনোযোগ আকর্ষিত না হওয়া প্রযুক্ত মানবগণ ক্রমশ হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম যাগ যজ্ঞাদি ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। তাহাতে আবার যাহাদের নিজের অস্তিত্ব ঠিক্ নাই, আত্মা জীবন্ত নাই, নিজেরই গন্তব্য পথই নিজে জানে না, বুঝে না, অনেকস্থলে তাহারাও দুইচারিটা বচন প্রমাণ মুখস্থ করিয়াই ধর্ম্মপ্রচারক তত্ত্বজ্ঞানোপদেষ্টা গুরু হইয়া অন্যকে পথ দেখাইতেছে!! নিজ সম্বন্ধেই যাহার ঐ প্রকার অবস্থা সে কি প্রকারে অন্যের পথ্য প্রদর্শক হইতে পারে? আর শাস্ত্র সম্মত লক্ষণাক্রান্ত না হইলেও যিনি যে বংশের শিষ্যের পুত্র, তাহাকে সেই বংশেই অকৃতাত্মা, মসী-জীবী, শূদ্রবৎ আচার, নরাধম হইলেও তাহারই নিকট দীক্ষা শিক্ষা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, এবং তাহাকেই পরম মঙ্গলময় শিব স্বরূপ জ্ঞানে গুরু বলিয়া ভক্তি পূজা করিতে হইবে, এই যে একটি প্রথা অধুনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ইহা নিতান্ত সর্ব্বনাশের কারণ বটে। গীতা তন্ত্রাদি শাস্ত্রের ঐ প্রকার উদ্দেশ্য নহে। অনেকস্থলে এইরূপ দেখা যায় গুরুকার্য্য ব্যবসায়ী-গণ শিষ্যের মনোমালিন্য, দ্বিধা, ভ্রান্তি, পাপমতা দূর করা-ইয়া ঈশ্বরভাবে শিষ্যকে পরিচালিত করা যে তাঁহাদের সর্ব্ব-প্রধান কর্ত্তব্য তাহাতে উদাসীন এবং স্ববৃত্তি রক্ষার্থেই স্বতঃ

পরতঃ যত্নবান্। বাস্তব যাহার ঐ কর্ত্তব্য জ্ঞান নাই, যিনি ঐ কর্ত্তব্য সাধনের কৌশল নিয়ম অনভিজ্ঞ, অপটু, তিনি গুরু স্থানীয় হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। পিচ্ছিলাদি তন্ত্রে, কি অন্যান্য স্থানে কোথাও উল্লিখিত নিয়মের বিরুদ্ধে দুই এক কথা থাকিলেও তাহা অযৌক্তিক, ব্যবসা বজায় রাখার অভিপ্রায়েই উহা উক্ত হইয়াছে। ফলতঃ—যাবতীয় মাঙ্গলিককর্ম্মেদান্ত, কৃতাত্মা, ধর্ম্মার্থ তত্ত্বজ্ঞ, ষড়ঙ্গ বেদ-বিদ্, সুভাষী, সুরূপ, অবিকলাঙ্গ, নিরোগী, শান্ত, দান্ত, কুলীন, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, আশ্রয়ী, সস্ত্রীক, পুত্রবান্, দেশবাসী; শম, দমাদি বিশিষ্ট, স্বাধ্যায়, তপোনিষ্ঠ এই সকল লক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণ হইতে স্বীয় রাশি নক্ষত্রাদি সহিত ঐক্যতা মতে ইষ্টনাম মন্ত্র তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ গ্রহণ এবং নির্ম্মল সরল ভক্তির অনুসরণ না করিলে কেহই ঈশ্বরের সান্নিধ্য, কি মুক্তি লাভ করিতে পারে না। এবং অন্য কোন প্রকার শ্রেয়ঃলাভ করাও দুঃসাধ্য বটে। উপদেশ অপেক্ষা সাধু-জীবন সদৃষ্টান্তই ধর্ম্মপথের বিশেষ সহায়, ও জীবনপথে একান্ত উপকারী জীবন্ত আদর্শ। ভক্তজীবনের আকর্ষণে হৃদয়ের ধর্ম্ম-ভাব উত্তেজিত না হইয়া থাকিতে পারে না। ভক্তি ঈশ্বরকে স্পর্শ করে এবং তাঁহার দয়া প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করিতে বাধ্য হয়। যাহারা আপাত মনোরম, শ্রবণ রঞ্জক বাক্যে অনুরক্ত; বহু ফল প্রদায়ক বেদবাক্যই যাহাদের প্রীতিপ্রদ; যাহারা ফল সাধন ভিন্ন অন্য কিছুই স্বীকার করে না, যাহারা কামনা পরতন্ত্র সেই অবিবেকী ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি সমাধি বিষয়ে সন্দেহ শূন্য হইতে পারে না। বেদ সকল কামনা পরতন্ত্র ব্যক্তিদিগের কর্ম্মফল প্রতিপাদক, অতএব সতত

যজ্ঞ, দান ও তপস্যা করিবে, কর্ম্মে আসক্তি রাখিবে, কিন্তু তাহার ফলের আশায় নিস্পৃহ থাকিবে। এতদ্ব্যতীত কেবল তপস্যাচরণ করিলেই যে ধার্ম্মিক ও সাধু হয় এমন নহে; রাবণ, কুম্ভকর্ণ এবং বিভীষণই ইহার বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থল। কর্ম্মযোগযুক্ত মনীষিগণ কর্ম্মজ-ফল পরিত্যাগ পূর্ব্বকই 'জন্মবন্ধ হইতে মুক্তি' ও অনাময় পদ লাভ করিয়া থাকেন।”

“মহারাজ! এই মর্ত্ত্যভূমি মনুষ্যের পক্ষে কর্ম্মভূমি, কেবল পরীক্ষা দানের স্থল বই আর কিছুই নহে। এই ভবনে কেবল শ্রম, আয়াস, যত্ন, ক্লেশ এবং তিতীক্ষা এই সকলের সাহায্যে কর্ম্ম করিতেই মনুষ্যের আবির্ভাব হইয়াছে। যে হতভাগ্য দয়া, ধৈর্য্য, ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহ পরিহার পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়াদির বশতানিবন্ধন মোহ মদ মত্ততায় বিমোহিত হইয়া কেবল আশু সুখেই নিমগ্ন হয়, এবং ইন্দ্রিয় সুখকেই সুখের পরাকাষ্ঠা ভাবে সে ভ্রান্তজীব আত্ম অনন্ত সুখের পথে আপনিই কণ্টক স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। যে ভাগ্যবান্ তদ্বিপরীতে ক্লেশ ও যন্ত্রণারাশি উপেক্ষা করিতে পারেন, সুখের একমাত্র নিদানভূত ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন তাঁহার সুখের সীমা নাই এবং তুলনা নাই। সত্য, দয়া, ক্ষমা, তপস্যা, শৌচ অর্থাৎ পবিত্রতা, তিতীক্ষা অর্থাৎ শীতোষ্ণতাদি সহন, যুক্তাযুক্ত বিচার, শম অর্থাৎ অন্তরেন্দ্রিয় দমন, দম অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয় দমন, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, স্বাধ্যায়, সরলতা, সন্তোষ, সাধুসেবা, ক্রমশঃ গ্রাম্যচেষ্টাদি ত্যাগ, অজ্ঞান জনগণের কার্য্য দৃষ্টে জ্ঞানশিক্ষা, বৃথালাপ ত্যাগ, আত্মানুসন্ধান, সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান; ভগবানের সেবা, অর্চ্চনা, প্রণাম, দাস্য, সখ্য; নাম শ্রবণ,

কীর্ত্তন, স্মরণ, এবং আত্মসমর্পণ তাঁহার প্রতি এই সকল বিষয়ে যাহার মতি গতি আছে, যিনি এই সকল কার্য্যতৎপর তিনিই ধন্য। হে রাজন্! তৃষ্ণা রহিত তুষ্টিই উৎকৃষ্ট সুখ, আশাকেই অনন্ত ও অনুপশম্য ব্যাধি বলা যায়, আর অদৃষ্ট শক্তির নামই দৈব বল; দৈবশক্তি দুরতিক্রমনীয়। যযাতি, হরিশ্চন্দ্র, দশরথ, মহাপুণ্যাত্মা রাম, রামচন্দ্র, শ্রীবৎস, নল এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সার্ব্বভৌম রাজগণের সাময়িক দুরবস্থা স্মরণ করুন; ইহারাও চিরদুঃখী, কদাচিৎ সুখী। রোগ, শোক, পরিতাপ, বন্ধন ও বিপত্তি এই সকল শরীরী জীবগণের আত্মকৃত অপরাধ বৃক্ষের ফলস্বরূপ জানিবেন। এইক্ষণ গতানুশোচনা পরিত্যাগ করিয়া, কর্ম্ম-ফলাকাঙ্ক্ষা রহিতভাবে যোগ সাধনে মনোনিবেশ করুন।”

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাজা বলিলেন, “হে দেব! মনুষ্য এবং মুক্তজীব কাহাকে বলে, স্বর্গ কি, এবং নরকই বা কিরূপ? শরীর ও আত্মার স্বভাব এবং পার্থক্য কি? আর কোন্ কোন্ হেতু ও কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মের উন্নতি বা অবনতি হয়?” মুনি বলিলেন, “হে ভূপতে! হস্ত পদ বিশিষ্ট শরীর পাঞ্চভৌতিক জড় পদার্থ পরমাণু সমষ্টি মাত্র। শরীরে যে আত্মা ও চেতনা আছে তাহাকেই মনুষ্য বলে। যখন মনুষ্য কায়মনোবাক্যে কোন জীবীর অপকার চেষ্টা না করে, যখন কিছুতেই ভয় প্রাপ্ত না হয় এবং অন্য কেহও তাহার দ্বারা কোনরূপ ভীত না হয়, যখন কিছুতেই অভিলাষ থাকে না, অন্তর

হইতে ভোগ বাসনা ও দ্বেষাদি বিদূরিত হইয়া যায় তখনই তাঁহাকে 'মুক্ত জীব' বলা যায়। যথা—

"জীবঃ শিবঃ সর্ব্বত্রৈব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ
এক মেবাভি পশ্যন্ যো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

"সর্ব্বভূতে স্থিতংব্রহ্ম ভেদা ভেদৌ ন বেত্তি যঃ।
একমেবাভিপশ্যন্ বৈ জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

"শরীরং কেবলং কর্ম্ম শোক মোহাদি বর্জ্জিতং।
শুভাশুভ পরিত্যাগী জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

"যিনি আত্মাকে সর্ব্বভূতস্থ জানিয়া জগৎকে ব্রহ্মময় দেখিতেছেন, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট প্রাণীর মধ্যে কিছুই প্রভেদ দেখেননা, যাবতীয় কার্য্যেই শোক মোহাদি রহিত হন, কার্য্য সকলের শুভাশুভ ফল কামনা পরিত্যাগী হইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানে কার্য্য করেন তিনিই মুক্তজীব। আর, পরমেশ্বরের স্বরূপ ও সন্নিকর্ষ বিষয়ে এমত কিছুই যুক্তিপ্রমাণ নাই যে তিনি স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠ কি কৈলাশাদি নামে কোন স্থান বিশেষে থাকেন। ধর্ম্মজনিত আত্মপ্রসাদই স্বর্গ, স্বর্গনামে আকাশে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই; যেখানে রোগ, শোক, পরিতাপ, বন্ধন, বিপত্তি, দুঃখ নাই সেই স্থানের নামই স্বর্গ; আর পাপজনিত আত্মগ্লানিই নরক। আত্মা নিরাকার, তাহার স্বর্গ নরকও নিরাকার বটে। ফলাকাঙ্ক্ষা বিরহিত হইয়া, মনের একাগ্রতার সহিত সাত্ত্বিক মতে যে কোন শুভানুষ্ঠান, পূজা, দান, যজ্ঞ ও তপস্যাদি করা যায় তদ্দ্বারাই আত্মার আত্মপ্রসাদ বা স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। ধর্ম্মনিষ্ঠ ঈশ্বরপরায়ণ না হইলে, পাপাচরণ করিলে আত্মা এক প্রকার মৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয়, আত্মগ্লানি লাভ এবং বিবিধ যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়।

শরীরগৃহ, আত্মা গৃহী ; শরীর যন্ত্র, আত্মা যন্ত্রী। শরীরের ইচ্ছা বা চেতনা নাই, আত্মার ইচ্ছা মতেই পরিচালিত হইয়া থাকে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন ও নিদ্রা ইত্যাদি শারীরিক স্বভাব ;আর জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছা আত্মার স্বভাব। আত্মা চেতন এবং নিরাকার, উহা পরমাণু সমষ্টি নহে। শরীর বিয়োগের পর আত্মা পৃথক্ হইয়া যায় ; আত্মা শরীর হইতে পৃথক্ হইলেই পঞ্চমহাভুত বিকৃত হইয়া কালক্রমে ('যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, লয় হয়ে পুনঃ মিশায় জলে।' তদ্রূপ) সেই পঞ্চভূতেই বিলীন হইয়া থাকে। যেমন অগ্নি ও দাহিকাশক্তি, তদ্রূপ স্বভাব ও আত্মা পৃথক্ নহে। আত্মার স্বভাব ত্রয়ের সমতাতেই মনুষ্যের (মনুষ্যত্ব) স্বভাব। জ্ঞানে বিশ্বাস, প্রেমে ভক্তি ও ইচ্ছায় কার্য্য ; বিশ্বাস, ভক্তি এবং কার্য্যই ধর্ম্মের মূল। যেমন বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনের সমতাতেই স্বাস্থ্য, অসমতাতেই রোগোৎ-পত্তি হয়, সেইরূপ জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছার সমভাবে উন্নতি হইলেই ধর্ম্মের উন্নতি, আর তাহা না হইলেই অবনতি হয়।"

রাজা বলিলেন, "হে দেব! জীবনান্তে জীবাত্মা কিরূপে কোথায় যায়? আপনি মহাভূতাদির সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদি পরিজ্ঞাত আছেন অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক শরীর ও শরী-রীর জন্মতত্ব, কর্ম্ম, ধর্ম্ম, গতিবিধি জ্ঞানাদি বিষয় বর্ণন করিয়া আমার কৌতুহল নিবারণ করুন।" মুনি বলিলেন, "হে রাজন্! প্রাণিগণ জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে ও নিধন সময়ে অব্যক্ত থাকে, কেবল জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যস্থল ব্যক্ত হয়। জাত ব্যক্তির মৃত্যু, মৃত ব্যক্তির জন্ম হইবেই, ইহার অন্যথা হইতে পারে না ; জন্ম মৃত্যু অপরিহার্য্য। যেসকল কারণ কূট একত্র সংযুক্ত হইয়া জীব

দেহ ধারণ করে, ঐসকল সংযোগ বিশেষের নাম জন্ম; আর সেই সকল সাংযোগিক পদার্থগুলি বিশ্লেষ বিশেষের নাম মৃত্যু। বাস্তব মানুষ যে সে মরে না। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি গুণমধ্যে, নির্ম্মলত্ব প্রযুক্ত সত্ত্বগুণ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক; উহার প্রভাবেই মনুষ্যেরা আপনাকে সুখী ও জ্ঞানসম্পন্ন বোধ করে। রজোগুণ, অনুরাগাত্মক এবং অভিলাষ ও আসক্তি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে; উহা দেহীদিগকে কর্ম্মে আবদ্ধ করিয়া রাখে। তমোগুণ অজ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে; উহা দেহীদিগকে মোহ, আলস্য ও নিদ্রাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সত্ত্বগুণ রজ ও তমোগুণকে, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণ-কে এবং তমোগুণ রজ ও সত্ত্বকে অভিভূত করিয়া উদ্ভূত হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে যদি কেহ দেহ ত্যাগ করে, তবে সে উত্তমগতি প্রাপ্ত হয়, তাঁহার অধোগতি হয় না। রজোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে যদি কেহ দেহ ত্যাগ করে, তবে সে মনুষ্যলোকে জন্মধারণ করিয়া কর্ম্ম সকলে আসক্ত হয়; আর যদি কেহ তমোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে কৃতান্তকবলে নিপতিত হয়, তবে সে পশ্বাদি নীচ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। যখন জীব শরীর ত্যাগ ও শরীর পরিগ্রহ করে, তখন পূর্ব্ব শরীর হইতে ইন্দ্রিয় সমস্ত গ্রহণ করিয়া থাকে। এই জীব শ্রোত্র, চক্ষু, ত্বক্, রসনা, ও মনোমধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া বিষয় সমস্ত উপভোগ করে।"

হে রাজন্! আমাদের এই শরীর আমি নহি, মস্তক আমি নহি, হস্ত পদাদিও আমি নহি, অন্যান্যবস্তুর ন্যায় ইহাতেও বলিতেছি এই আমার শরীর, আমার মস্তক, আমার

হস্ত পদ ইত্যাদি। এইরূপ অপর সম্বন্ধেও—তোমার শরীর, তোমার মস্তক, তোমার হস্ত পদ ইত্যাদি। ঐ শরীর মস্তক হস্ত পদ ইত্যাদিকে "আমি" অথবা "তুমি" কেহই বলে না। ইহাতেও দেখা যায় শরীর ও আত্মা ভিন্ন; আমি (আত্মা) ও শরীর ভিন্ন। শরীর আমাদের উপাদান, আশ্রয়, বাসস্থান মাত্র। মনে করুন জাগ্রত, নিদ্রিত ও স্বপ্নাবস্থা। জাগ্রত অবস্থার কার্য্য গতিবিধিশক্তি জ্ঞানাদি হইতে স্বপ্নাবস্থায় উহা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। জাগ্রতবস্থায় যে হস্ত পদাদি লইয়া কার্য্যকর্ম্ম দর্শন শ্রবণ মনন ও গমনাগমনাদি হয় স্বপ্নাবস্থাতেও তাহাই থাকে, অথচ যেন ঐ সকলই ভিন্ন প্রকার জ্ঞান, শক্তি ক্ষমতা ও অক্ষমতাদি লক্ষ্যিত হয়। কিন্তু আত্মার অবস্থা একই প্রকার থাকে। ইহাতেও দেখা যায় শরীর ও আত্মা পৃথক। অরণ্যবাসী সাঁওতাল গারো প্রভৃতিও যেরূপ, নগরবাসী রাজা এবং নিরামিষ ভোজী আর্য্যঋষিও সেইরূপ। স্থান, কাল, শিক্ষা, আচার, ব্যবহার ও ব্যবহার্য্য জল বায়ুর ইতর বিশেষে ও মানসিক উৎকর্ষ অপকর্ষতায় শারীরিক আকৃতি সামান্য প্রভেদ হইলেও শরীর একই উপাদানে গঠিত এবং ঐ শরীর মানুষের আশ্রয় ও অবলম্বন মাত্র।"

হে রাজন্! রক্ত, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মর্জ্জা ও ত্বক—এই ছয় প্রকার আবরণে এই দৃশ্যমান দেহ আবৃত বলিয়া ইহাকে 'ষাট্ কৌষিক' দেহ বা শরীর বলে। এই স্থূল শরীরের অভ্যন্তরে হৃদয়াকাশে অন্তঃকরণময় পঞ্চপ্রাণ বুদ্ধিন্দ্রীয় নিচয়ের সমুষ্টির দ্বারা যে সপ্তদশাবয়ব (কাহারও মতে পঞ্চদশাবয়ব) বিশিষ্ট এক সূক্ষ্ম শরীর আছে তাহার নাম 'লিঙ্গ শরীর'। সেই সূক্ষ্ম

শরীরটিই বারম্বার যাতায়াত করে, যাবত না মুক্ত হয়। হৃদয়াকাশের পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠাকার,ঐ পরিমাণ অনুসারে "জীবাত্মা লিঙ্গশরীর অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ" উক্ত হইয়াছে। স্থূল শরীর হইতে ঐ লিঙ্গ শরীর বহির্গত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে জীবের একটি ভাবণাময় শরীর উৎপন্ন হয়। জলোকা যেমন একটি তৃণ অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বাবলম্বিত তৃণ পরিত্যাগ করে, ভাবনাময় শরীরের গতিবিধিও সেই প্রকার পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন।

"প্রাণীগণ মৃত্যু হইলে তদ্দেহস্থ জীবাত্মা শরীর হইতে বহির্গত হইয়া, বেদ বাদিরা বলেন, 'আকাশস্থো নিরালম্বো বায়োভুতো নিরাশ্রয়ঃ—' থাকে। এবং তৎপরে আকাশ, রশ্মী, বায়ু, মেঘ, জলাদি আশ্রয়ে পৃথিবীতে আসিয়া পার্থিব রসের সহিত জলজ, স্থলজ উদ্ভিজ্জ শস্যাদি মধ্যে থাকিয়া খাদ্যরূপে প্রাণী শরীরে প্রবেশিয়া কালক্রমে শুক্রে, মতান্তরে গর্ভস্থ আর্ত্তব রক্তেও যাইয়া থাকে। এবং স্ত্রী শরীরে প্রবৃষ্টজীব স্ত্রীর এবং পুরুষ শরীরে প্রবৃষ্ট জীব পুরুষের স্বভাব প্রকৃতি প্রাপ্তে সংযোগকালে উভয়ের স্বভাব প্রকৃতি গুণাগুণে মিলিত হইয়া গর্ব্তযন্ত্রে যাইয়া শুক্রশোণিত দ্বারা ষাট্‌কৌশিক শরীর পরিগ্রহ করে।' ফলতঃ বায়ু আশ্রয়ী জীবপদার্থ স্ত্রীপুরুষের সংযোগ কালেই বায়ু আশ্রয়ে গর্ব্তাশয়ে প্রবৃষ্ট হয়। যাবত মৃত ব্যক্তির জীবাত্মা মুক্ত অথবা ষাট্‌কৌশিক শরীর প্রাপ্ত না হয় কর্ম্মানুসারে তাবৎ কাল পর্য্যন্ত দেব দেহ বা ভূত প্রেতাদিরূপ ধারণ করিয়া নানারূপে পরিচালিত এবং না না প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

"কোন কোন স্থলে মাত্র শুক্র হইতেও সন্তান উৎপন্ন হয়

বলিয়া বর্ণিত আছে যথা—কার্ত্তিক, গণেশ, পদ্মা, কর্ণ ও দ্রোণী প্রভৃতি। কোন কোন স্থলে ঋতুকালে স্ত্রীগণ পুরুষশুক্র ভক্ষণ করিলেও গর্ব্ভবতী হইতে পারে যথা—ঋষ্যশৃঙ্গ, মৎসগন্ধা প্রভৃতি। দুই ঋতুমতী স্ত্রী কৌশলে মিথুন ধর্ম্মে সংশক্ত হইলেও যাহার গর্ব্ভে শোণিত পাত হয় সেই স্ত্রী গর্ব্ভবতী হইতে পারে, কিন্তু গর্ভ হইলে ঐ গর্ব্ভস্থ সন্তান অস্থিশূন্য হয় যথা—ভগীরথ। স্ত্রীপুরুষ সঙ্গম ব্যতীত ও জীবোৎপত্তি হইতে পারে যথা ফলেতে পোকা এবং ক্লেদ মল জলাবর্জ্জনে কীটাদি। ঋতুকাল স্ত্রীলোকের স্বপ্ন মৈথুন হইলে তাহাতেও গর্ব্ভস্থ আর্ত্তব-রক্ত জমাট হইয়া গর্ব্ভাকার হইতে পারে। ইহা রোগ বিশেষ হইলেও কদাচিত তাহা হইতেও বিকৃতাকার জীব-প্রসূত হয়। স্ত্রীগণ ঋতু স্নানান্তে, কি স্বপ্ন-মৈথুন কালে বা তৎপর হইতেই যেরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া বা ভাবিয়া, কি যাহা ঐকান্তিকতার সহিত ধ্যান করিবে অধিক স্থলে সন্তান প্রায় তদনুরূপ হইয়া থাকে। নারীগণ কোন কোন সময় মনুষ্য ব্যতীতওযে অন্যান্য প্রাণী-প্রসূত হয় তাহা এই নিয়মের অন্তর্গত। একরূপপ্রাণীবীর্য্যে সন্তান অন্যরূপও হইতে পারে, যথা ভল্লুক কন্যা জাম্বুবতী, নাগিনী কন্যা উলুপী, বিনতার পুত্র গরুড়, কদ্রু সন্তান সর্প ইত্যাদি। অন্যান্য প্রাণীতেও বিনা সঙ্গমে গর্ব্ভ হইতে পারে যথা মৎস্য এবং হংসীগণ ডিম্ব প্রসূত হয়। ইহা স্ত্রীগণ স্বপ্ন-মৈথুনে গর্ব্ভধারণ করার নিয়মের অন্তর্গত। সঙ্গম কালে, কি স্ত্রীস্বপ্নযোগে মৈথুন কালে, কি অমোঘ বীর্য্যবান্ পুরুষের বীর্য্য স্খলিত হইলে তৎকালে বায়ুআশ্রয়ী জীব যে বায়ু আশ্রয়ে শুক্রে যাইয়া লিপ্ত হওনান্তে কালক্রমে যথা নিয়মে শরীর ধারণ করে

তাহাতে আর সন্দেহ কি? উল্লিখিত নানা কারণেই জীবোৎ-পন্ন হয়। ঋতুমতী স্ত্রী বিশেষ সতর্কতা ও সাবধানতার সহিত পবিত্র মনে না থাকিলে নানা রূপ বিভ্রাট ঘটিতে পারে, এজন্যই ঋতুস্নাতা স্ত্রী স্নান অন্তেই অন্যত্র দৃষ্টি না করিয়া পতি কিম্বা স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিবার এবং পতি কিম্বা পতি কুলস্থ উত্তম পুরুষকে পবিত্র ভাবে ধ্যান করার বিধি এবং আহার, বিহার, ভক্ষাভক্ষ, চলাচল সম্বন্ধে নানামত সদুপদেশ বিবৃত হইয়াছে। তাহা অবজ্ঞা করিয়া বিপথে চলিলেই বিপদের কারণ হইবে।* গর্ত্ত-সঞ্চার কালে যে যে মনোবৃত্তি দোষ গুণ ও চিন্তা প্রবল থাকে জীব তাহা আশ্রয় করিয়া শুক্র শোণিতের পরিমাণ ষাট্‌কৌষিক শরীর ধারণ করে। শুক্রাধিক্যে পুত্র, শোণিতাধিক্যে কন্যা, সমভাগে নপুংসক দেহ উৎপন্ন হয়। শুক্র শোণিত একত্রিত হওয়া কালে অন্তর্বায়ু কর্ত্তৃক তাহা দ্বিভাগ হইলে যমজ সন্তান হয়। আবার দেখুন, বিহার দোষেও নানা দোষ ঘটে। বিপরীত বিহারে বিপরীত স্বভাবসম্পন্ন সন্তান হয়। জীব-জন্ম-প্রণালী অতি দুরূহ দুর্জ্ঞেয় ও অত্যাশ্চর্য্য বিষয় বটে। অযোগী অবি-বেকী ব্যক্তিগণ এই শরীরী জীবকে ও তাহার গতিবিধি কখনও দেখিতে পায় না। পরলোকসত্ত্বা তাহাদের নিকট স্ফূর্ত্তি পায় না। ষাট্‌কৌষিক্ শরীর ধারণের পূর্ব্বে আত্মা ভাবনাময় শরীর ধারণ করিয়া থাকে। প্রকার ও প্রমাণ যথা—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়। নবানি গৃহ্লাতি নরোহ পরাণি॥
তথা শরীরাণি বিহায়,---জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

(শ্রীমদ্ভগবদগীতা ২য় অঃ ২২ শ্লোক)

---

* প্রথম খণ্ড তৃতীয় অধ্যায় দেখ।

"শরীরোৎপত্তির বীজ আত্মা নহে, আশয়। অর্থাৎ স্থূল দেহ ধারণ করিয়া জীব যে সকল কর্ম্ম ও জ্ঞান উপার্জ্জন করে আত্মাতে তাহার সংস্কার নিবদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ সংস্কার বলে শুভাশুভ কার্য্যানুসারে যে একটি ভাবনা (চিন্তা) মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে উপস্থিত হয়, ঐ ভাবনা (চিন্তা) হইতেই ভাবনাময় শরীর উৎপন্ন হয়। উরচুঙ্গা বা তেলাপোকা কীট ভ্রমর কর্ত্তৃক ভিত্তি-বিবর-নিবদ্ধ হইয়া ক্রোধ, ভয় নিবন্ধন যেমন ভ্রমরকে চিন্তা করিতে করিতে ভ্রমরই হইয়া উঠে, তদ্রূপ ভাবনানুসারে ভাবনাময় সূক্ষ্ম শরীর হইয়া কালক্রমে তদনুযায়ী দৈব, মনুষ্য, অথবা তীর্য্যকাদি শরীর উৎপন্ন হয়। যতকাল স্থূল শরীর উৎপন্ন না হইবে ততকাল ঐ ভাবনাময় লিঙ্গ শরীরেই কর্ম্মাকর্ম্ম অনুসারে যম, কিম্বা দেব দূত কর্ত্তৃক, অথবা প্রকৃতির নিয়মাধীনে সুখ, দুঃখ ভোগ হইতে থাকিবে। সেই শরীর ও সেই ভোগ স্বপ্ন দৃষ্টের ন্যায় অস্পষ্ট। যেরূপ মনুষ্য জীবদ্দশায় নিদ্রাগত এই দেহকে পরিত্যাগ করিয়া নিদ্রাবস্থায় মনোমধ্যে কর্ম্ম ভোগ করে, সেইরূপ পরলোকে যাইয়াও পূর্ব্বকৃত ঐহিক কর্ম্ম ও মৃত্যুকালের ভাবনানুসারে গৃহিত দেহে কর্ম্ম ভোগ করে। যেমন জলীয় পরমাণুজাত বুদ্বুদ ও পার্থিব পরমাণু জাত ঘট, পট, বৃক্ষাদি এবং তৈজস পরমাণু জাত কুণ্ডলাদি ক্রমে বিনাশ হয়, তদ্রূপ পার্থিব পরমাণু হইতে উৎপন্ন এবং রক্ষিত দেহও কালক্রমে পরিণত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠের অন্তর্গত হইয়াও কাষ্ঠ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, বায়ু যেরূপ শরীরের মধ্যস্থিত হইয়াও শরীর হইতে পৃথক্ অবস্থিতি করে এবং

আকাশ যেরূপ সর্ব্ববস্তু আশ্রয় করিয়াও কিছুতেই লিপ্ত নহে, সেই প্রকার সর্ব্বগুণের আশ্রয় হইয়াও আত্মা প্রাণী দেহ বা গুণের সহিত লিপ্ত হয় না। আত্মা যখন লিঙ্গ শরীর আশ্রয় করে তখন তাহার কর্ম্ম-বন্ধন উপস্থিত হয়, তাহার পর দেহ ধর্ম্ম আসিয়া তাহাকে অবলম্বন করে, তাহাতেই সুখ, দুঃখ উপস্থিত অনুমিত হয়। আত্মার দেহ ধর্ম্মবলম্বনাদি এই সমস্তই মায়াযোগে উৎপন্ন হয়। যেমন মনোরথ স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা, সেইরূপ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় ব্যাপারও সমস্তই অলীক।”

“পার্থিবভুক্ত দ্রব্যাদির সারভাগ দ্বারা সংরক্ষিত ও পরিপোষিত ইহদেহে নিরন্তর যে সকল বুদ্ধি বৃত্তির প্রাদুর্ভাব হইতেছে তত্তাবতের সংস্কার সেই লিঙ্গ শরীরেই আবদ্ধ হইতেছে। স্থূল দেহের ইহজন্মের কার্য্য-রুচি পূর্ব্বজন্মের সংস্কারানুরূপ হইয়া থাকে। মাতৃ পিতৃজাত শুক্র শোণিত দ্বারা রচিত দেহ পড়িয়া থাকে, পচিয়া যায়, মৃত্তিকা হয়, ভস্ম হয়, শৃগাল কুক্কুরাদির ভক্ষ হইয়া বিষ্ঠা হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরটি নিয়ত কালবর্ত্তী; মোক্ষ কি প্রকৃতির প্রলয় ব্যতীত অন্য কোনকালেও তাহা ধ্বংস হয় না। বার বার ষাট্‌কৌষিক শরীরে প্রবিষ্ট হইতেছে, বার বার তাহা হইতে বিমুক্ত হইতেছে। ষাট্‌কৌষিক শরীর উৎপন্ন হওয়ার নামই জন্ম, আর তাহা হইতে বিমুক্ত হওয়ার নামই মরণ। আত্মার সহিত সুখ দুঃখাদি প্রাকৃতিক ধর্ম্মের যে বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাবের সম্বন্ধ আছে তাহার এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কার্য্যাকার্য্যের সংস্কার স্থূল শরীরে থাকে না, সূক্ষ্ম শরীরেই আবদ্ধ থাকে। মরণের সময় তদ্দেহের সঞ্চিত জ্ঞান কর্ম্মের বা ধর্ম্মাধর্ম্মের সংস্কারানুরূপ একটি অভিনব অবস্থা

উপস্থিত হয় এবং দেহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। এই পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মের সংস্কার নিমিত্ত কারণ মরণ যাতনা।"

"কোন প্রকার উৎকট রোগ কি মূর্চ্ছাদি দুরন্ত অবস্থায় পতিত হইলে যেমন পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানের অন্যথা বা ভুলিয়া যাইতে হয়, এইরূপ মৃত্যু যন্ত্রণার প্রভাবে মুমূর্ষ তদ্দেহের সমুদায় ভাবই ভুলিয়া যায়; ভুলিয়া গিয়া এক প্রকার নূতন ভাবনায় উপস্থিত হয়। সমস্ত জীবনকাল যেরূপ অভিনিবেশে থাকিয়া কাল যাপন করিয়াছে তাহারই অনুরূপ নূতন এক ভাবনা উপস্থিত ও ঐ নূতনতর ভাবনা হইতেই ভাবনাময় শরীরোৎপন্ন হইয়া থাকে। যমে বা যমদূতে শিব বা বিষ্ণুদূতে নেয়, নেয় কি? এই ভাবনাময়-লিঙ্গ শরীরই নিয়া থাকে। ইহশরীরে কোন এক বিষয় নিরন্তর ধ্যান করিয়া তাহা পরিত্যাগ কবিলেও বহুকাল পরেও কোন এক সময়ে তাহা পুনরোদিত হইবে। এই দৃশ্যমান দেহাভ্যন্তরে স্থিত লিঙ্গশরীর বা আত্মাতে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সংস্কার থাকে বলিয়াই এইরূপ হয়। স্থিত সংস্কার যখনই উদ্বুদ্ধ হইবে তখনই স্মরণ হইবে, প্রত্যভিজ্ঞা হইবে, মনের ভাব বা অবস্থা পরিবর্ত্তন হইবে। সংস্কার পদার্থ আত্মাতে বা সূক্ষ্মশরীরে উৎপন্ন হয় এবং তাহাতেই আবদ্ধ থাকে। বাহ্যদেহ পতিত হইলেও তদ্দেহের সঞ্চিত সংস্কার সকলের ক্ষয় হয় না। সমস্ত জীবনকাল কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির অভ্যাসপ্রবাহ সমানরূপে অটল ও অব্যাহত রাখিতে পারিলে তাহাতে যে দৃঢ়তর সংস্কার আবদ্ধ হয় তাহা পরকালে অর্থাৎ জন্মান্তরেও অনুবৃত্ত হয়, লোপ

হয় না, স্মরণ থাকে। এই প্রকার সংস্কার সম্পন্ন জ্ঞানীই "জাতি স্মর" নামে কথিত।"

"জীবাত্মা যদি প্রকাশময় চৈতন্যময় অজর অমরই হয় তবে, পূর্ব্ব জন্মের অবস্থা কর্ম্ম জ্ঞানাদি ইহজন্মে স্মরণ হয় না কেন? এই প্রশ্ন স্বতই মনে উদয় হয়। উত্তর—অজ্ঞানতা, বা বহু-কাল অমনোযোগী থাকিলে এবং ভয় ত্রাস ও যন্ত্রণাদি দ্বারা অভিভূত হইলেই ভুলিতে হয়। শৈশবের কথা বর্ত্তমানে স্মরণ নাই, এমন কি গত দিবসেরও সমস্ত কথা অদ্য ঠিকরূপে স্মরণ নাই, ইত্যাদিও ঐ নিয়মাধীন। আর যখন রোগ, শোক, ভয়, ত্রাসাদি সামান্য সামান্য কারণে মনুষ্য পূর্ব্বানুভূত বিস্মৃত হয়, পূর্ব্বাভ্যস্থ বিদ্যা, উপার্জ্জিত জ্ঞান, বুদ্ধি, এমনকি চিরভ্যস্থ ভাষা পর্য্যন্তও ভুলিয়া যায় তখন দেহের সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তন, যারপর নাই উৎকট মরণ যন্ত্রণাদি যে জন্মান্তরের অবস্থা কর্ম্ম জ্ঞানাদি ভুলিবার কারণ তাহাতে আর সংশয় নাই। কোন প্রকার অভিজ্ঞান জন্মাইয়া দিলে; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কারণ উপস্থিত হইলে অথবা কোন কোন সময় আপনা হইতেও অস্পষ্ট ভাবে স্বপ্ন দৃষ্টবৎ পূর্ব্বসংস্কার বলে পূর্ব্ব দেহার্জ্জিত স্বভাব জ্ঞান ভাবাদি ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কার চিত্তে উদ্বুদ্ধ এবং অবস্থা বিশেষে প্রকাশিতও হইয়া থাকে। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে—

"দেহে বিনষ্টে তৎকর্ম্ম পুনর্দ্দেহে প্রলভ্যতে;
যথা ধেনু সহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্।
তথা শুভাশুভং কর্ম্ম কর্ত্তার মনু গচ্ছন্তি॥"

"এবিষয় অনেক দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ আছে। তাহা উল্লেখ করিয়া সময় ক্ষয় করিতে ইচ্ছা করি না। আর এক কথা

দেখুন,—"মৃত্যুর পূর্ব্বে সৎ কার্য্য করিলে, ধর্ম্মালাপ ঈশ্বর চিন্তায় মনোনিবেশ করিলে, মৃত্যুকালে মুমূর্ষুর চিত্তে ঈশ্বর ভাবনা উদয়, এবং ঈশ্বর ভাবে ভাবনাময় শরীর হইয়া সদ্গতি পাইবে।" এই যুক্তি অনুসারেই সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ মৃত্যুর পূর্ব্বে যোগ শাস্ত্রালাপ ও সৎকার্য্যে লোককে মনোনিবেশ করিতে ও মৃত্যুকালে ঈশ্বর-নাম শুনাইবার ব্যবস্থা ও উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বের ধ্যান, পূর্ব্ব অভিনিবেশ, অভ্যাস না থাকিলে তৎকালে ঈশ্বরময় ভাবনা হওয়ার সম্ভব নাই। ইহ জন্মের না হউক পূর্ব্বজন্মের ধ্যান অভিনিবেশ অভ্যাস থাকিলেও এই কালে পূর্ব্বসংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া ঈশ্বরময় ভাবনা-দেহ হইতে পারে, এজন্যই এই নিয়ম অতি উত্তম বলিয়া প্রসংশিত। পূর্ব্বাপর জন্ম, চিত্তস্থিত সংস্কার ও তাহা উদ্বুদ্ধ হওয়াদি সম্বন্ধে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন, অতএব এসম্বন্ধে ঐ আপত্তি খণ্ডনার্থ দুই এক কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন। যখন সদ্য প্রসূত-বালকের ইচ্ছা, ভয়, ত্রাস, আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্ত্যাদি সহিত ইহ জন্মের কোন সম্বন্ধ নাই তখন সেই সকলের সহিত তাহার পূর্ব্বজন্মেরই সম্বন্ধ আছে ইহা স্বীকার্য্য বটে। সাধু-পিতা মাতার সন্তান চোর; অজ্ঞানির সন্তান জ্ঞানী, মূর্খের সন্তান পণ্ডিত পণ্ডিতের সন্তান মূর্খ; এক জনকে শত শত চেষ্টা উপায় দ্বারাও ভাল করা যায় না, আর একজন পিতা মাতার বিপরীত উত্তম গুণে আপনা হইতেও সচেষ্ট হইয়া বিভূষিত হয় ইত্যাদি। এবং যে ব্যক্তি ইহ জীবনে কখনও মৃত্যু ক্লেশ ভোগ করে নাই, বা অন্যের মরণ দেখে নাই শুনে নাই এবং মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করিতেও অসমর্থ, সে ব্যক্তিও মারক পদার্থ কি বিভীষিকাদি

দর্শনে ভয়ে ত্রাসিত কম্পিত অভিভূত হয়, হয় কেন? ইহা পূর্ব্ব জন্মের চিত্তস্থিত সংস্কার মূলক হয় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? ইত্যাদি স্থিরভাবে চিন্তা ও পর্য্যালোচনা করিলেই পিতা মাতার গুণদোষ প্রকৃতি এবং শিক্ষা সংসর্গ স্বাস্থ্যাদি দ্বারা লোকের উন্নতি অবনতি ব্যতীতও পূর্ব্বাপর জন্ম কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কারাদি চিত্তে থাকাও উদ্বুদ্ধ হওয়াদি উক্তি যে যুক্তি সংগত ও প্রামাণ্য তাহা প্রতীতি হইবে, এবং পূর্ব্বোক্ত অযথা আপত্তি খণ্ডিত হইবে। শাস্ত্রে অধিকার, অভিজ্ঞতা লাভ এবং জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত না হইলে উল্লিখিত বিষয়ের মর্ম্ম পরিগ্রহ হইতে পারে না।"

"হে রাজন্! বিমূঢ়-চিত্ত ব্যক্তিরা দেহান্তরগামী, দেহাবস্থিত, অথবা বিষয়ভোগাসক্ত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবকে কদাচ নিরীক্ষণে সমর্থ হয় না, জ্ঞানচক্ষু মহাত্মারা জ্ঞান প্রভাবেই উহা অবলোকন করিয়া থাকেন। যোগীব্যক্তিরা প্রযত্নসহকারে দেহস্থিত জীবকে দর্শন করিতে পারেন, কিন্তু অকৃতাত্মা ব্যক্তিরা তাহা পারে না। জীবাত্মা সকল দেহে সতত অবধ্যরূপে অবস্থান করিতেছেন। জীবাত্মা কাহাকেও বিনাশ করেন না, জীবাত্মাকেও কেহ বিনাশ করিতে পারেন না; ইনি অজ, নিত্য ও পুরাণ; অতএব কোন প্রাণীর নিমিত্ত শোক করাও উচিত নয়। যাঁহারা দৈবসম্পদ লক্ষ্য করিয়া জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা অভয়, চিত্তশুদ্ধ, তপ, দান, ক্ষমা ও আত্মজ্ঞান পরিনিষ্ঠা প্রভৃতি ষড়্‌বিংশতি গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আসুরিক সম্পদ লক্ষ্য করিয়া জন্মধারণ করিলে দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞানতাদিতে সমাচ্ছন্ন হয়। দৈবসম্পদ মোক্ষের, আর আসুরিকসম্পদ বন্ধের

কারণ জানিবে। ঈশ্বর আত্মারূপে সমুদায় বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, ভূত সকল তাঁহাতেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, কিন্তু কেহই তাঁহার অধিষ্ঠান নহে। তিনি সকলকে ধারণ করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই অধিষ্ঠিত নহেন। ভূতভাবন পরমাত্মা স্বরূপ মহেশ্বর হইতেই ভূত সমস্ত সৃষ্টি হইতেছে, ভূতগণ প্রলয়কালে তাঁহারই অধিষ্ঠিত প্রকৃতিতে লীন হয় এবং কল্পারম্ভে তিনি পুনরায় তাহাদিগকে সৃজন করেন। এই রূপে তিনি স্বীয় প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া প্রকৃতির বশতানিবন্ধন নিতান্ত অবশ প্রাণীদিগকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিতেছেন, কিন্তু তিনি যাবতীয় কর্ম্মে নির্লিপ্ত হইয়াও উদাসীনভাবে অবস্থিত আছেন; তিনি কদাচ সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যের বিষয়ীভূত হয়েন না। অধিকৃত জ্ঞান স্বরূপ ঈশ্বরের অধিষ্ঠান প্রভাবে জগন্মাতা প্রকৃতিই সমুদায় জগৎ প্রসব করিতেছেন। তাঁহার সত্যতা আশ্রয় করিয়াই প্রত্যেক পদার্থ পৃথক্ পৃথক্ সত্যরূপে প্রকাশিত হইতেছে। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ এবং পুষ্প ফলাদি প্রকৃতি হইতেই অহর্নিশী আবির্ভূত হইতেছে, প্রকৃতি হইতেই এই বিশ্বসংসার বারংবার উৎপন্ন এবং প্রকৃতিতেই বিলীন হইতেছে। হে রাজন্! এই বিজ্ঞান-সমন্বিত গুহ্যতমজ্ঞান অবগত হইলে মানবগণ অমঙ্গল হইতে বিমুক্ত হইবে, ইহা অতি নিগূঢ় গুহ্যতম পরম পবিত্র ফলপ্রদ।"

তৃতীয় অধ্যায়।

রাজা বলিলেন, "হে দেব! সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পূজা, দান ও যজ্ঞাদির প্রভেদ ও ফল কি? জীবগণ কিরূপে উপাসনা, যোগ সাধন, ঈশ্বরস্বরূপ দর্শন ও মুক্তিলাভ করিতে পারে? এবিষয় যথাতত্ত্ব বর্ণন করুন।" মুনি বলিলেন, "হে রাজন্! আসুরস্বভাব লোকে ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্মে নিবৃত্তির বিষয় অবগত নহে। তাহারা শৌচ, আচার, নিয়ম, নিষ্ঠা ও সত্যবিবর্জ্জিত এবং দম্ভ, অভিমান, মদ ও অপবিত্র মদ্য, মাংসাদিতে অনুরক্ত হইয়া মোহবশত, 'আমি এই দেবতার আরাধনা করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিব, এই দেবতার পূজা করিয়া শত্রু জয় করিব, এই দেবতার পূজা করিয়া অনন্তসুখ লাভ করিব' এই প্রকার বিবিধ চিন্তায় আসক্ত হইয়া, নানা দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয় এবং কামভোগকে পরম পুরুষার্থ সাধনজ্ঞান করিয়া, আমরণ অপরিসীম চিন্তায় আক্রান্ত ও বহুবিধ আশাপাশে বদ্ধ হইয়া নানাবিধ অপকার্য্য, ঘৃণিত বৃত্তি দ্বারা অর্থ সংগ্রহ ও অন্যের সুখসম্মান বিনাশ করিয়াও স্বীয় সুখসম্মান বৃদ্ধি করিয়া স্বয়ং জনসমাজে পূজিত হইতে প্রাণপণে চেষ্টা পায় এবং স্বীয় স্বার্থসাধনার্থে তামসিক দান, যজ্ঞ ও পূজা ইত্যাদি করিয়া, নরকের দ্বারস্বরূপ কাম, ক্রোধ ও লোভ ইত্যাদি দ্বারাই নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করত বিনাশিত হইয়া থাকে। যে কার্য্য আত্মপীড়াজনক ও অন্যের উৎসাদনার্থ অনুষ্ঠিত হয় তাহা তামসিক। সৎকার, মান,

পূজ্যলাভ ও দম্ভ প্রকাশার্থ আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত কার্য্য রাজসিক, ইহা অনিয়ত ও ক্ষণিক। আর ফলাকাঙ্ক্ষা বিরহিত হইয়া মনের একাগ্রতা সহকারে ধর্ম্মোদ্দেশে ঈশ্বরের প্রীতিতে যে দান, যজ্ঞ, কি পূজাদি করা যায় তাহাই সাত্ত্বিকী হয়। সাত্ত্বিকী ব্যতীত অন্য প্রকার দান, যজ্ঞ, পূজাদি কথনই ঈশ্বরের প্রীতিপ্রদ হইতে পারে না। প্রত্যুপকার বা স্বর্গাদি লাভাশয়ে ক্লেশ সহকারে যে পূজা, কি দান, যজ্ঞাদি যাহা অনুষ্টিত হয় তাহা রাজসিক, ইহা ক্ষণিক-সুখপ্রদ ও আমোদক। আর অনুপযুক্ত স্থানে, অনুপযুক্ত কালে, অনুপযুক্ত পাত্রে, সৎকার রহিত, তিরস্কারের সহিত যে পূজা, বা দান, অথবা উপকার করিয়া প্রত্যুপকার বাসনা, কি উপকৃত ব্যক্তিকে পরুষবাক্য দ্বারা, বা অন্য কোন প্রকার ক্লেশ প্রদান করিলে তাহা তামসিক হয়। আর 'অমুক কার্য্য আমি করি, তবেই অমুক প্রকার সুখভোগ করিতে পারিব' এই প্রকার ভাবুকগণ ব্যবসায়ী মধ্যে গণ্য হয়। ফলত যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রীতিলাভ কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক সুখভোগ অথবা স্বর্গাদি লাভাশয়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের অর্থের ন্যায় তাহার সেই সমস্ত ধর্ম্মাচরণই বিফল হইয়া যায়। পৌরাণিক স্বর্গলাভ দ্বারা যে মুক্তি, উহা কল্পনাকৃত। সাত্ত্বিক ভাবেতে, বিমলব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানেতে যাঁহার অন্তঃকরণ আলোকিত তাঁহার জন্ম, জরা, মৃত্যু ক্লেশ পাইতে হয় না; তাঁহাকে কোনরূপ পাপেও স্পর্শ করিতে পারে না, কর্ত্তব্যানুরোধে প্রাণীবধ করিলেও তাঁহাকে পাপে লিপ্ত বা প্রাণীবধ জনিত ফল ভোগ করিতে হয় না। সাত্ত্বিক ভাবাবলম্বী ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ হইলেই ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদিত ও মানবগণ মুক্তি-

বর্ত্মে অধিরূঢ় হইতে পারে। মায়া মোহাদি হইতে উত্তীর্ণ হইলে বেদান্ত প্রতিপাদ্য নির্ব্বেদ লাভে সমর্থ হইলে জঠর যাতনা ভোগ করিতে হয় না। প্রথমাবস্থায় জ্ঞানোন্নতি নিমিত্তই বিবিধ যাগ, যজ্ঞ, পূজাদি করার বিধান প্রকাশিত হইয়াছে। ভক্তি জ্ঞানযোগে চিত্তের ঐকান্তিকতা ও একাগ্রতা জন্মিলেই নিভৃত স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক যোগ সাধন করা যাইতে পারে। অতএব যাবৎ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত না হয়, যাবৎ শীতোষ্ণতা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ, ক্লেশাদি সহিষ্ণুতা না হয়, যাবৎ অন্তর হইতে সংসার বাসনাদি বিদূরিত না হয়, এবং যাবৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া আত্মা দ্বারা পরমাত্মাকে ধ্যান করার ক্ষমতা না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত শৌচ, আচার, নিয়ম ও নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া বর্ণ ও আশ্রমোচিত সর্ব্বপ্রকার শুভানুষ্ঠান পূজা, যাগ যজ্ঞাদি করা বিহিত; দেখুন,—

"ত্রয়ীসাঙ্খ্যোযোগঃ পশুপতি মতং বৈষ্ণবমিতি।
প্রভিন্নে প্রস্থানে পর মিদমদঃ পথ্যমিতিচ॥
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিল নানা পথ জুষাং।
নৃণা মেকো গম্য স্ত্ব মসি পয়সামর্ণব ইব॥"

(মহিম্নস্তব ৭।)

"ইত্যাকার প্রমাণ বাক্যের প্রতি নির্ভর করিয়া পৌরাণিকগণ উপদেশ করিয়াছেন যে, 'ভক্তি যোগ, বৈরিতা, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ বা কাম, ইহার যে কোন উপায়েই হউক ঐকান্তিকতার সহিত ঈশ্বরকে চিন্তা করিলেই তদনুযায়ী উত্তম ফল প্রত্যক্ষিভূত হইয়া থাকে। যেমন কাম হেতু গোপীগণ; ভয়হেতু কংস এবং মারীচ; বৈরিতা হেতু রাবণাদি রক্ষগণ; বিদ্বেষ হেতু হিরণ্যকশিপু, শিশুপাল প্রভৃতি; স্নেহে যশোদা, বাৎসল্যে অদিতী,

কৌশল্যা, দৈবকী; বন্ধুত্বে পাণ্ডুপুত্রগণ; সম্বন্ধে বৃষ্ণিবংশীয়গণ; ভক্তিহেতু ধ্রুব, প্রহ্লাদ এবং নারদাদি মুনিগণ তাঁহার সাহচর্য্য লাভ করিয়াছেন, তদ্রূপ ঐকান্তিকতার সহিত তাঁহাকে যে যেরূপে ভাবে করুণাময় ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া সেই রূপেই সাধকের আশানুযায়ী ফল প্রদান করিয়া থাকেন। শাস্ত্রকারগণ আরও বর্ণন করিয়াছেন যে,—

'সৃষ্টি স্থিত্যন্তকরণাৎ ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাত্মিকাঃ।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান এক এব জনার্দ্দনঃ॥
ব্রহ্মত্বে সৃজতে চৈব বিষ্ণুত্বে পাতি নিত্যশঃ।
রুদ্রত্বে চৈব সংহর্ত্তা একো দেবস্ত্রিধা স্মৃতঃ॥'

(অগ্নিপুরাণ সর্গানুশাসন অধ্যায়।)

'ব্যক্তং স্থূলমিদং বিশ্বং প্রগাসীত্তমসা বৃতং।
একমেব পরংব্রহ্ম জ্যোতিরূপং সনাতনং॥
একমেব পরংব্রহ্ম গুণত্রয় বিভেদতঃ।
বিষ্ণ্বাদি সংজ্ঞাভেদেন ত্রিধা রূপেণ ব্যজ্যতে॥'

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।)

সোপাধিব্রহ্ম—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, রুদ্র, হরি, হর, দুর্গা, কালী তারাদি ব্রহ্ম তেজোৎপন্ন মুর্ত্তি বা রূপ বিশেষ। ঐ মূর্ত্তি বা রূপ জড়ের অতীত, সগুণ, সক্রিয়; অথচ নির্গুণ, গুণাতীত, স্বেচ্ছাময়। এক মাত্র পরব্রহ্মই উপাসকগণের উপাসনার অভিপ্রায় অনুসারে উপাসনার নিমিত্ত, প্রকৃত স্বরূপ ব্যঞ্জনার নিমিত্ত, জগতের সামঞ্জস্য রক্ষার নিমিত্ত এবং স্বভাবের অনুরোধে নানারূপে প্রকাশিত হইয়াছেন; আত্মগত প্রভেদ নাই। তবে, পৌরাণিকগণের বর্ণনায় কোন কোন স্থলে যে সমস্ত মানুষিক ভাব, বৈষম্য

প্রভেদ দৃষ্ট হয় তাহা ভ্রান্ত বুদ্ধির পরিচায়ক মাত্র। ঐ প্রকার বর্ণনায় যে সমস্ত দোষ আছে তাহা অনালোচ্য, যাহা গুণ তাহাই গ্রহণীয়। ঈশ্বর কর্ত্তৃক সাধকগণের প্রবৃত্তি ও সাধনানুসারে প্রকাশিত রূপ ধ্যান চিন্তা ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। যোগী-গণ তেজঃ ধ্যান করিতেছে, ভোগীগণ ভগবতীশক্তিধ্যান করি-তেছে, বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে ধ্যান করিতেছে, শৈবগণ শিবকে ধ্যান করিতেছে, ইত্যাদি প্রকারে সত্বাদি গুণ ত্রয়ের তারতম্য বশতঃ প্রবৃত্তি ও ক্ষমতানুসারে সকলেই সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" চিৎ স্বরূপ পরব্রহ্মকেই ধ্যান করিতেছে। তত্ত্বজ্ঞানী না হওয়া পর্য্যন্তই প্রভেদ দৃষ্ট হয়, বাস্তব প্রভেদ কিছুই নাই। অতি পূর্ব্বে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি সাক্ষাৎ পূজা ছিল না। মানবগণকে পরস্পর পরস্পরের অবজ্ঞায় প্রবৃত্ত দেখিয়া এবং সংসার বাসনাকৃষ্ট অস্থির মানস ব্যক্তিগণের চিত্তের স্থৈর্য্য নিমিত্তই সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্বজ্ঞানী যোগীগণ ত্রেতাদি যুগে স্থূল অর্থাৎ সগুণব্রহ্মের প্রতিমূর্ত্তি সাক্ষাৎ রাখিয়া ঐ সগুণ ব্রহ্মের নানারূপে পূজা ধ্যান ধারণার বিধান প্রকাশিত করিয়াছেন। মৃত্তিকা, শীলা, কি কাষ্ঠাদিদ্বারা নির্ম্মিত ঐ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ যাহা কিছু মনুষ্যাকৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃশ্যমূর্ত্তি তাহা কল্পনাকৃত, ব্রহ্মবিভূতির পরিচায়ক মাত্র। সাধকের মনোভিষ্ট সিদ্ধার্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি অনুসারে সত্বাদি গুণত্রয়ের তারতম্য বশতঃ কেবল চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত রূপক ব্যাজে ঐ স্থূলমূর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ—

"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনো মতং।
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ?"

(শ্রুতিঃ কেনোপনিষৎ।)

"সত্যং বিজ্ঞানমানন্দ মেকং ব্রহ্মেতিপশ্যতেঃ।
সভাবাদ্ব্রহ্ম ভূতস্য কিংপূজা ধ্যানধারণাঃ॥"

"নৈবকর্ম্মা বিমুক্তঃ স্যান্নচ মন্ত্রেন বা নরঃ।
আত্ম স্যাত্ম নমাজ্ঞেয় মুক্তো ভবতি মানবঃ॥"

"মনসা কল্পিতা মূর্ত্তি নৃণাঞ্চেৎ মোক্ষসাধিনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজনো মানবাস্তদা॥"

(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

"নকায় ক্লেশ বৈধর্য্যং ন তীর্থায় ন তাশ্রয়ঃ।
কেবলং তন্মনোমাত্রং জয়েন সম্যাতিপদং॥"

(য়োগবাশিষ্ট)

"সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারস্ত নিশ্চলং।
এতৎ তত্ত্বোপদেশেন ন পুনর্ভব সম্ভব॥"

"কৃত্বা মুর্ত্তিপরিজ্ঞানং চেতনস্য ন কিংকুরু।
নির্ব্বেদ সমতা যুক্ত্যা যস্ত্য রয়তি সংস্থতে॥"

(অষ্টাবক্রসংহিতা, প্রথম ও নবম প্রকরণ)

"মৃচ্ছিলা ধাতু দার্ব্বাদি মূর্ত্তা বীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তি তপসা মূঢ়া পরং শান্তি ন যান্তিতে॥"

(মহানির্ব্বাণতন্ত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ)

"উপেক্ষ্য তৎতীর্থযাত্রাং জপদীনেব কুর্ব্বতাং।
পিণ্ডং সমুৎস্বজ্য করং লেঢ়ীতি ন্যায় আপতেৎ॥"

(পঞ্চদশীধ্যানদীপ)

"বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ,—
সংন্যাস যোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধসত্বাঃ,—
ভতস্তুতং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মান, মিত্যাদি।—

(শ্রুতিবাক্য)

"ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরংব্রহ্ম বিদি ত্বৈবং সুখী ভবেৎ॥"

"বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিশ্চিন্ত তত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ॥"

"বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বংরূপ নামাদি কল্পনং।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়॥"

(মহানির্ব্বাণ, আত্মজ্ঞান নির্ণয়।)

"অরূপ ভাবনা গম্যং পরং ব্রহ্ম কুলেশ্বরী।
নির্ম্মলং নিষ্কলং নিত্যং নিগুর্ণং ব্যোমসন্নিভং॥"

"চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিগুর্ণাস্যা শরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

"অরূপং রূপিণং কৃত্বা কর্ম্মকাণ্ড রতা নরাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানামৃতোনন্দ পরাঃ সুকৃতিনো নরাঃ॥"

(কুলার্ণব তৃতীয় ও ষষ্ঠ উল্লাস)

"অভ্যাস নিগৃহীতেন মনসা হৃদয়াশ্রয়ং।
জ্যোতির্ম্ময়ং বিচিন্বন্তি যোগিন্ সত্বাঃ বিমুক্তয়ে॥"

(রঘুবংশ দশম সর্গ।)

"যোমাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মা নমীশ্বরং।
হিত্বাচ্চাং ভজতে মৌঢ়াৎ ভস্মানেব জুহোতিসঃ॥"

(পঞ্চদশী ধ্যানদীপ)

"সংসার বিষয়াসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোস্মীতি বাদিনম্।
কর্ম্ম ব্রহ্মো ভয় ভ্রষ্টং তং ত্যজে দন্ত্যজং যথা॥"

"ব্রহ্মোনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ব জ্ঞান পরায়ণাঃ।
যদ্ যৎকর্ম্ম প্রকুর্বীতং তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥"

"আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ,—
যদ্যপ্যধীতাঃ সহ ষড়ভিরঙ্গৈঃ।
ছন্দাং স্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি নীড়ং—
সপক্ষাইব জাত পক্ষাঃ॥" (যোগবাশিষ্ট)

"যোগো জীবাত্মনোঃ রৈক্যং পূজনং শিব কেশবৌ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিদু যো ন যোগ নচ পূজনং॥"
(মহানির্ব্বাণ উত্তর গীতা)

"একব্যাপী সমঃ শুদ্ধো নির্গুণঃ প্রকৃতে পরঃ।
জন্ম বৃদ্ধ্যাদি রহিত আত্মা সর্ব্বগতোঽব্যয়ঃ॥
সিত নীলাদি ভেদেনং যথেকং দৃশ্যতে নভঃ।
ভ্রান্তদৃষ্টিভিরাত্মপি তথৈকঃ সন্ পৃথক পৃথক॥"
(বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ, দ্বিতীয় অধ্যায়)

"অনন্তং কর্ম্ম শৌচঞ্চ তপোযজ্ঞ স্তথৈবচঃ।
তীর্থ যাত্রাদি গমনং যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি॥"
(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ উত্তরগীতা)

হে রাজন্! বিহায় নাম রূপাণি'—'সাকারমনৃতং'—'অরূপ ভাবনা গম্যং—' 'নৈবকর্ম্মা বিমুক্তঃ—'ইত্যাদি প্রমাণ দেখিয়াই অজিতাত্মা সংসারবাসনাকৃষ্ট চঞ্চলমতি কামনাপরতন্ত্র ব্যক্তিগণ যদি ঐ পথে পরিচালিত হয়, তাহাহইলে বিমান হইতে পতনোন্মুখ পক্ষহীনপক্ষীরন্যায় যে অধঃপতিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 'মনসা কল্পিতামূর্ত্তি' গ্রাহ্য না করিয়া, 'ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা' অর্থাৎ ব্রহ্মকর্ত্তৃক প্রকাশিতরূপ ধ্যান পূজা করিবে। ঐ রূপ ব্যতীত মৃচ্ছিলা ধাতু দার্ব্বাদি দ্বারা 'নির্ম্মিতমূর্ত্তিই ঈশ্বর' এই জ্ঞানে কেহই ঐ মূর্ত্তি পূজা করে নাই, করিবেও না।

সাকার ও নিরাকার উপাসনা ভেদ ও ইহার মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃষ্ট তাহা উল্লিখিত শাস্ত্রির প্রমাণে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে নিগুর্ণ নিরাকার পরংব্রহ্মের ধ্যান ধারণা করিতে, সর্ব্বপ্রকার বাসনা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া স্বেচ্ছাশূন্য, শান্ত, চিন্তা-হীন, নিদ্রাহীন, নিঃসঙ্গ, এবং বালকবৎ স্বভাববিশিষ্ট যে জ্ঞানে হওয়া যায় সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সামর্থবান্ লোক নিতান্ত বিরল। অতএব যদিচঃ—

"উত্তমো ব্রহ্ম সদ্ভাবো, ধ্যান ভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোহধমো ভাবো, বাহ্যপূজা ধমাধমঃ॥"—

তথাপি লোক চরিত্র,সংসর্গ এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত এইক্ষণ কাল অনুসারে সোপাধি ব্রহ্মউপাসনা নিরূপাধি ব্রহ্মউপাসনা হইতে প্রশস্ত এবং বর্ত্তমানকালের অনুষ্ঠেয়। 'আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ—।' 'অভ্যাস নিগৃহীতেন—।' অনন্তং কর্ম্মশৌচঞ্চ—।' ইত্যাদি উপদেশ বাক্য প্রতি বিবেচনা না করিয়া চলিলে সুফল পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র। স্থূলধ্যান যোগ অভ্যাস না করিয়া কেহই সূক্ষ্মধ্যানে অধিকারী হইতে পারে না।" 'আদৃশ্যে ভাবনা নাস্তি, দৃশ্যমেতদ্বিনশ্যতি; অবর্ণমীশ্বরং ব্রহ্ম কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ ?'——

"অনেক স্থলে এই প্রশ্নোত্তরে সালম্ব সমাধি বিষয়ে উপদেশ আছে বটে, কিন্তু তাহা সংসারী লোকের পক্ষে সুদুর্ল্লভ। অতএবই সোপাধি ব্রহ্ম উপাসনা ধ্যান ধারণা প্রশস্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।"

"শব্দ, রস, গুণাস্বাদন তদুৎপাদক বস্তু না হইলে যেমন কোনমতেই তাহা অন্ধকে বুঝান যাইতে পারে না, কুমারী

পতি-সহবাস-জনিত সুখ যেমন অকুমারীকে বুঝাইতে পারে না, ব্রহ্ম পদার্থও তদ্রূপ বুঝাইবার সাধ্য নাই। কাম, ক্রোধ, স্নেহ, ভয়, মমতাদি আমাদের শরীরেই আছে, তথাপি আমরা অন্যকে তাহা দেখাইব দূরে থাকুক নিজেও দেখি না, ব্যবহারে জ্ঞানোপলব্ধি হইলেও কিন্তু আবার ঐ লব্ধজ্ঞান অন্যকে যেমন পরিগ্রহ করাইতে অক্ষম, তদ্রূপ ঈশ্বর-সত্ত্বা বুঝাইবারও কোন উপায় নাই; যোগীব্যক্তিই তাহা কেবল নিজে নিজে প্রকাশ-সম্পন্ন-চিত্ত দ্বারা অনুভব ও দর্শন করিতে পারেন। দুগ্ধ মধ্য-স্থিত জল, ঘৃত, ছানা, লবণী ইত্যাদি যেমন আমরা দেখিতে পাই না, যথারীতি কার্য্যদ্বারা যাবত বিভিন্ন না হয়; তদ্রূপ যোগাচারী সিদ্ধ পুরুষগণ একমাত্র যোগ প্রভাবেই ব্রহ্মরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। একটি শরীর হইতে হস্ত পদ শিরঃ অস্থি রক্ত রস চর্ম্ম অস্ত্রাদি পৃথক্ পৃথক্ করিলে শরীর নামক বস্তু স্থানান্তরিত না করিলেও যেমন সেই শরীরটি দেখিতে পাই না, এবং একটি গৃহ হইতে ক্রমশ বাঁস বেত ছন খুঁটী চাল বেড়াদি বিভিন্ন করিলে যেমন ঐ ঘর আর থাকে না, এবং একটি পুষ্প হইতে ক্রমশ এক একটি করিয়া দল কেশর বৃন্তাদি পৃথক করিলে পুষ্প নামক বস্তু স্থানচ্যুত না করিলেও যেরূপ আর সেই সুন্দর পুষ্পটি দেখিতে পাই না, তদ্রূপ ব্রহ্মরূপী হরি হরাদি পরিত্যাগ করিলেও আমরা সেই নির্গুণ সচ্চিদানন্দ পরমাত্মারূপী পরব্রহ্মকে দেখিতে পাইব না। কেবল 'চক্ষু পে'লে যাঁহা হইতে চক্ষে তাঁরে দে'খলে নারে,—।' ইত্যাদি বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতেই দিন যাইবে। বিশেষণযুক্ত না হইলে কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই,

পাইবে না। জড়ের অতীত দেহীরূপধারী ব্রহ্মরূপ ধ্যান ধারণা অভ্যাস যোগ প্রভাবেই তাঁহাকে অনুভব ও প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে এবং তখন 'অরূপভাবনাগম্য' হইতে পারে। যে যাঁহার উপাসক সে তাহার সেই উপাস্যকে ব্রহ্ম জ্ঞানে ধ্যান পূর্ব্বক শাস্ত্রিয় মতানুসারে তাঁহার বর্ণাত্মক-বীজ নাম জপ করিতে করিতে যে কত অনন্তকোটী জীবের নিস্তার হইয়াছে হইতেছে ইয়ত্তা নাই, অদ্যাপিও কত শত আশ্চর্য্য প্রত্যক্ষফল প্রত্যক্ষিভূত হইতেছে, বর্ণনাতীত। যে তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না, সে অবিশ্বাসী; যে তাহা দেখিতে পায় না, সে অন্ধ; যে তাহা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে না, সে হৃদয় হীন।"

"যেমন বস্ত্রের উপরের ময়লা সহজেই দূর হইতে পারে, মধ্যগত মর্জ্জাগত ময়লা অবস্থা বিশেষে ক্ষারাদি জলযোগে অগ্নি দ্বারা সিদ্ধ ও বিশেষ রূপে ধৌত না করিলে দূর হইতে পারে না, তদ্রূপ জ্ঞানিগণের দৈবাৎ কৃত পাপরূপ ময়লা সহজেই দূর হইতে পারে, অজ্ঞানীর মর্জ্জাগত স্বভাবসিদ্ধ আভ্যাসিক কুপ্রবৃত্তি অজ্ঞানতাদি বিশেষ উপায় অবলম্বন এবং ধর্ম্মালোক ব্যতীত দূর হইতে পারে না। জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত না হইলে অদৃশ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব হইতে পারে না। কর্ম্মকাণ্ড বাহ্য পূজাদি এবং জপ ধ্যান দ্বারা ক্রমশ ভক্তি জ্ঞান লাভ হইলে এবং সাধনা দ্বারা ঈশ্বরের সর্ব্ব ব্যাপিত্ব বোধ দৃঢ়তর হইলে তখন আর বাহ্য পূজাদি কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজন থাকে না। অন্তরে আন্তরবৃত্তি দ্বারা যে যে ভাবে পূজা করিতে হয় মহর্ষিগণ অজ্ঞলোকদিগকে তাহা সহজে দেখাইয়া বুঝাইবার

নিমিত্তই যাগযজ্ঞাদি পূজা প্রণালী বিবৃত করিয়াছেন। পাপীগণের পাপ বোধে উপাস্য দেবতার নাম কীর্ত্তণ শ্রবণ মনন স্মরণাদিতে যেরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং চিত্তশুদ্ধ হয়, মুনিগণ প্রণীত ব্যবস্থামত দান যজ্ঞাদি দ্বারা কখনও তদ্রূপ হইতে পারে না। তাহাতে কৃত পাপের শান্তি হইলেও পাপীর পাপজনিত হৃদয়-মালিন্য দূর হইতে পারে না। ঐ মালিন্য দূর করিতে বিভূ গুণ কীর্ত্তন, তৎ প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, নির্ভর এবং সর্ব্ব জীবে দয়া প্রকাশই এক মাত্র মহৌষধ। রোগী ব্যক্তি অজ্ঞাতেও রোগোপযুক্ত ঔষধ সেবন করিলে যেমন রোগোন্মুক্ত হয়, তদ্রূপ অবহেলা ক্রমে তাঁহার নাম স্মরণ, গুণগান এবং তীর্থাদি পর্য্যটনে সাধু সহবাস দ্বারা ভক্তি বৃদ্ধি, ভগবন্নাম স্মরণে চিত্ত শুদ্ধি ও আত্ম প্রসাদ লাভ হইয়া থাকে।"

"হে রাজন্? দিবা, রাত্রি, মাস, পক্ষ, ঋতু, অয়ন, বর্ষ, প্রভৃতি অবিরাম গতিতে পরিভ্রমণ করিতেছে, জীবগণের আয়ু বল জীবনের সহিত ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, মৃত্যুছায়া অবিরত শরীরিগণের অনুগমন করিতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও যাহাদিগের চিত্ত গৃহে আবদ্ধ হয়, যাহাদিগের ইন্দ্রিয় সকল অদান্ত থাকে, তাহাদের বুদ্ধি আপনা হইতেই হউক বা গুরু হইতেই হউক অথবা অপরের দৃষ্টান্ত দেখিয়াই হউক কোনরূপেই ঈশ্বরে অর্পিত হইতে পারে না। যদিচ সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বর সকল প্রাণীতেই গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তথাচ যতদিন মনুষ্যের শরীর বিষয়-বিমোহ বিমুক্ত সাধুগণের পদধূলিতে অভিষিক্ত না হয়, ততদিন তাহার হৃদয় ঈশ্বরের চরণ স্পর্শ করিতে পারে না। সাধুজনের

সহিত মিলন ব্যতীত বুদ্ধির জড়তা, মনের অশান্তি ও অসত্য-ভাব, পাপ তাপ দূর হইতে পারে না।—

"যস্যাত্মবুদ্ধি কুনপে ত্রিধাতুকে;
স্বধিঃ কলত্রাদিষু ভৌমইয্যধিঃ।
যৎ তীর্থবুদ্ধি সলিলেষু ন কর্হি চিৎ জনে,
সভিজ্ঞেষু স এব গোখড়।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ)

যাহার নশ্বর পার্থিব শরীরে এবং স্ত্রী পুত্রাদিতে আত্মবুদ্ধি, সলিলাদিতেই তীর্থবুদ্ধি এবং প্রতিমাদিতে দেবতা বুদ্ধি, অথচ সাধুতে তাহা নাই, সাধুবাক্যে বিশ্বাস নাই, সে গরুর গাধা পশু হইতেও ঘৃণিত। গর্ভস্থ জীব যেমন দশমাস জননীজঠরে থাকিয়াও ভুক্ত অন্নের ন্যায় জীর্ণ হয় না, তদ্রূপ রজোঃ তমো গুণাক্রান্ত ব্যক্তিগণ দান যজ্ঞ ব্রত পূজাদি যতই করুক না কেন তাহাতে তাহাদের অজ্ঞানতা মোহ মূঢ়তাদি কখনও জীর্ণ (ক্ষয়) হইতে পারে না। গুরুউপদেশে বিশ্বাস এবং সাধুসহ বাস দ্বারা আপনা আপনিও ভাগ্য বশত আজ্ঞানতাদি বিনষ্ট হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে, আধুনিক পণ্ডিত অপেক্ষা নিরক্ষর মূর্খ লোকেও সাধুসহবাসে ধর্ম্মকর্ম্মে মতি গতি হইলে আশু ফল লাভে সক্ষম হইতে পারে, কিন্তু তাহা কদাচিৎ; সকলের ভাগ্যে ঘটে না। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে,—

"অধিকারীতু বিধিবদধীত বেদ বেদাঙ্গ ত্বেন পাততো-হধিগতাখিল, বেদার্থহস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা, কাম্যনিষিদ্ধ বর্জ্জন পুরঃসরং, নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন, নির্গত নিখিল কল্মষতয়া নিতান্ত নির্ম্মল সান্তঃ সাধন চতুষ্টয় সম্পন্নঃ প্রমাতা।" (বেদান্তসার।।

শিক্ষা, কল্পো, ব্যাকরণ, পঞ্চবিধ-নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দঃ এই ষড়ঙ্গযুক্ত বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, গীতা, সংহিতা, তন্ত্র, উপনিষৎ ও পুরাণ, এবং সাঙ্খ্য, পাতঞ্জলাদি দর্শন বিজ্ঞানাদি জ্ঞানশাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন, অধ্যয়নে অক্ষম হইলে শ্রবণ মননাদি দ্বারা বেদ বেদান্তাদির স্থূলরূপে অর্থবোধ হইলে, ইহ বা জন্মান্তরের কাম্য ও নিষিদ্ধ কার্য্য পরিহার পূর্ব্বক আত্মা ও ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া সংন্ন্যাস যোগে বুদ্ধির নির্ম্মলতা ও জ্ঞানের উদয়, ঈশ্বরানুভব ও ঈশ্বর লাভে সক্ষম (অধিকারী) হইতে পারে। এক্ষণ আর কি বলিব অভিপ্রায় প্রকাশ করুন।”

চতুর্থ অধ্যায়।

অনন্তর রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ মহাত্মা শুকদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন “হে ভগবন্! আপনার নিকট তত্ত্বোপদেশ যতই শ্রবণ করিতেছি ততই শ্রবণেচ্ছা বলবতী হইতেছে, হে দেব! মানবগণের মোহজাল দূর হইয়া যাহাতে আত্মতত্ত্ব ও বিবেক জ্ঞান এবং যোগ সিদ্ধি লাভ হইতে পারে উপদেশ করুন।” মহর্ষি নরপতির আগ্রহে পরম প্রীত হইয়া রাজাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন “হে রাজন! জগদম্বা মায়ার দুইটি রূপ বিক্ষেপ শক্তি, আর আবরণ শক্তি। এই দুইটি শক্তি মধ্যে প্রথমটি মহত্তত্ত্বাদি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে বিশ্বকে প্রকাশ করে এবং অপরটি সকল জ্ঞানকে আবরণ করিয়া অবস্থিতি করে। চৈতন্য অপ্রকাশিত অবস্থাতেই মনুষ্যগণ বিক্ষেপ

শক্তি-কল্পিত জগৎকে সত্য বলিয়া প্রত্যয় করে। বাস্তব জগতস্থ স্থূল পদার্থ সকলই স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা। এই দেহ ও সংসার বনস্পতির দৃঢ় মূল স্বরূপ এবং ইহাই পুত্রদারাদি উৎপত্তির মূল। এই দেহ না থাকিলে পুত্রাদি উৎপত্তি ও সংসার রক্ষা হয় না এবং ঈশ্বর ধ্যানোপাসনাদিও হইতে পারে না। এ নিমিত্তই এই দেহের সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং দেহীগণের দীর্ঘ—জীবন বাঞ্ছনীয়। যখন প্রাণিগণের বুদ্ধি সত্ত্ব গুণাবলম্বিনী হয় তখন জাগ্রদবস্থা, রজো গুণাবলম্বিনী হইলে স্বপ্নাবস্থা, আর তমো গুণাবলম্বিনী হইলে সুপ্ত্যবস্থা হইয়া থাকে। প্রাণীর এই তিনটি অবস্থা মাত্র। কিন্তু প্রাণী বা জিবাত্মা সর্ব্বদাই জাগ্রত ও চৈতন্য শীল। মুমূক্ষু ব্যক্তিগণ পরমাত্মা হইতে জীবাত্মাকে কখনও ভিন্ন জ্ঞান করেন না। চক্ষুই দর্শনেন্দ্রিয়, কিন্তু তথাপি চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিও যেমন আলো ব্যতীত কিছুই দেখিতে পায় না, জীবগণও তেমন জ্ঞান-যোগ ব্যতীত জীবাত্মা পরমাত্মায় অভেদ স্বরূপত্ব দেখিতে পায় না। যেমন স্রোত জলে নিপতিত বালুকানিচয় স্রোতবশে পরস্পর সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া থাকে, যেমন জলের বিম্ব সকল জলে উদয় হইয়া পরস্পর সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া থাকে, যেমন বীজ হইতে অন্যান্য বীজ উৎপন্ন হয় এবং নাও হয়, বিশেষ নিয়ম নাই, সেইরূপ অনুষ্ঠিত ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মানুসারে মায়াবশে বাধ্য হইয়া প্রাণিগণ প্রাণিগণের সহিত নানা রূপে ও সম্বন্ধে সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া থাকে। জনক ভাবও বীজের ন্যায় মাত্র, সংযোগ বিয়োগও মায়া-বিজৃম্ভিত। আগ্রহ সহকারে ভাল মন্দ যে কোন চিন্তা করিবে চিন্তা কর্ত্তাকে তদনুরূপ হইতে হইবে।

যেমন সুষুপ্তি অবস্থায় অহঙ্কার অভাবে সংসার প্রতীতি হয় না, সেইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষ অহঙ্কার শূন্য হয় বলিয়া তাঁহার ও সংসার জ্ঞান থাকে না। অতএব মায়া-পরিণাম মনের ধর্ম্ম অহং, মমতা, আমি, আমার ইত্যাকার জ্ঞান পরিত্যাগ করাই বিহিত। দেহে আত্মবুদ্ধি করিলেই কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ ভ্রাতা, কেহ পুত্র, কেহ প্রিয়, বা কেহ অপ্রিয় হইয়া থাকে। কিন্তু যখন দেহকে আত্মা হইতে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইবে তখন আর কে কাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, প্রিয়, বা অপ্রিয়? বিশুদ্ধ স্ফটিকমণি যেমন রক্ত, নীল, পীতাদি বর্ণ সংসর্গে তত্তদ্বর্ণের সমবর্ণ বলিয়া বোধ হয়, এবং অগ্নি সহবাসে উত্তপ্ত লৌহ পিণ্ড যেমন অগ্নিরূপে ও অগ্নি লৌহবৎ বর্ত্তুলাদিরূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ জীবের বাসগৃহ এই স্থূল শরীর সংসর্গানুসারেই জীবরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু "তত্ত্বমসি" বাক্য বিচার করিলেই জীব যে সংসর্গশূন্য অজ ও অদ্বিতীয় ইহা জানা যায়। "তৎ" পদে পরমাত্মা, "ত্বং" পদে জীব, "অসি" পদ দ্বারা উভয়ের অভেদ জ্ঞাপন হইতেছে। 'আমি' বলিলে জীবাত্মাকে বুঝায়। ঐ জীবাত্মা আর পরমাত্মা যে এক ও জীবাত্মা চিৎস্বরূপ এবং ইহাই "তত্ত্বমসি" বাক্যের স্বারসিক অর্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি স্বারসিক অর্থ আপাততঃ অসঙ্গত বোধ হয় বলিয়া ঐ স্বারসিক অর্থ পরিত্যাগ করিয়া এস্থলে লক্ষণা সাধিত অর্থ স্বীকার করিতে হইবে। ভক্তিমান ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠ সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ ও তৎপ্রসাদে অধিগত 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যবিচার দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার

অভেদ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ বুঝিতে পারিলেই জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে।”

“হে নরনাথ! অভিলাষ যাহার বুদ্ধিনাশ করে, পার্থীব সমস্ত ধন ধান্য স্ত্রী তাহার হইলেও তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে না। ভোগেচ্ছা ভোগ্যবস্তুর উপভোগ দ্বারা কখনই শান্ত হয় না, বরং ঘৃতসংযুক্ত বহ্নির ন্যায় ক্রমশই বৃদ্ধি পায়। যখন পুরুষ শমদর্শী হইয়া সর্ব্বভূতে রাগ দ্বেষাদি অমঙ্গল ভাব প্রকাশ না করে, তখন তাঁহার সর্ব্বদিক্ সুখময় হয়। প্রত্যেকেরই ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ‘আমি একাকী যে বেশে পৃথিবীতে আসিয়াছি সেই বেশেই যাইব। স্ত্রী পুত্র ধন জন ঐশ্বর্য্যাদি পূর্ব্বে ছিল না, পরেও আমার থাকিবে না, মধ্যে কয়েকদিন হইয়াছিল, এইক্ষণ কিবা নাই; যাঁহার প্রসাদে লাভ হইয়াছিল, তৎপ্রসাদে হয়ত আবার হইতে পারে।’ কিন্তু যাহা ছিল না, তাহা থাকিবে না, ইহা নিশ্চয়। কর্ম্মবশেই জন্ম জীবন, মরণ, কোন অবস্থাদিই চিরস্থায়ী নহে।’ কিন্তু কাল-প্রভাবে মোহপ্রযুক্ত কোশকারী কীট যেমন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে করিতে অবশেষে নিজ নির্গমনের পথও রাখে না, সেইরূপ বিষয়াসক্ত কামিনীগণের ক্রীড়া মৃগ স্বরূপ পুরুষ, পুরুষের ক্রীড়ার পুত্তলী কামিনীগণ অতৃপ্তকাম হইয়া লোভ বশত কর্ম্ম করিতেই থাকে। পরমার্থ চিন্তা করিতে অসমর্থ হইয়া তাহারা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপে তাপিত হইয়া মোহ বশত মায়া প্রভাবে পৃথিবীতেই কর্ম্মানুসারে পশু পক্ষী, সরীসৃপ, মানব, দানব, ভূত, প্রেত, পিশাচাদিরূপে নানা যোনীতে ভ্রমণ করিয়া থাকে। সূর্য্যের গমনাগমনে যে আয়ু

ক্ষয় হইতেছে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাপ্রযুক্ত কেহ তাহা লক্ষ্য করিতেছে না; জন্ম জরা বিপদ মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিয়াও লোকে ত্রাসযুক্ত হইতেছে না! এক এক কার্য্যে শত শতবার প্রবৃত্ত হইয়াও নিবৃত্ত হইতেছে না! নটের ন্যায় কখন বালক, কখন প্রৌঢ়, কখন যুবক, কখন বৃদ্ধ, কখন ধনী, কখন দরিদ্র নানা বেশ ধারণ করিয়া শেষে জরাজীর্ণ দেহে নানা প্রকার দুর্দ্দশা ভোগ করত কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াও আবার কালক্রমে পুনরায় হায়! সেই সংসারেই আসিতেছে।! মহারাজ! স্থিরভাবে ধন, জন, জীবন, যৌবনের ও সংসারের অনিত্যাদি বিষয় মনে মনে পর্য্যালোচনা করিলেই বিবেক জ্ঞান উপস্থিত হইতে পারে। দেখুন ক্ষিতি, তেজ, ব্যোম, অব্, মরুত এই পাঞ্চভৌতিক জড়-পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত ভিতরে অস্থি, মাংস, স্নায়ু, অন্ত্র, ক্রমি, ক্লেদ, পিত্ত, বাত, রেত, রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্রাদি পরিপূরিত; উপরে চর্ম্ম, নখ, লোম, কেশ দ্বারা আচ্ছাদিত; অশুচির আকর, ক্ষণভঙ্গুর, শোক সমূহের আশ্রয়, রোগরাশির বিশ্রাম স্থল, শুক্র শোণিতের পরিণাম স্বরূপ, মৃত্যুর আস্পদ এই শরীর সর্প, কুম্ভীর, ব্যাঘ্র, শৃগাল, কুক্কুরাদির ভক্ষোপযুক্ত মাংস মেদাদিময় যে চরমে ক্রমি, বিষ্ঠা, বা ভস্ম নাম প্রাপ্ত হইবে, তাহা যে ব্যক্তি চিত্তে ধারণা করিতে পারে না, সে "মনুষ্য" নামের কলঙ্ক। এই শরীর বীজ-সেক্তার? না মাতার? না ক্রেতার? না অন্ন দাতার? না বলী ব্যক্তির? না অগ্নির? না শৃগাল' কুকুর, শকুন, গৃধিণী কি ব্যাঘ্র, কুম্ভীরাদির? শরীর বিষয়ে যখন এত দূর সন্দেহ তখন এত অহঙ্কার কেন? ইহার জন্য আবার প্রাণীহিংসা, পরপীড়নাদি কেন? যাহারা শরীর সম্বন্ধে উল্লিখিত অবস্থাদি

সম্ভবতঃ জ্ঞান করিতে না পারে তাহারা নরাকৃতি পশু বিশেষ। চৌরকর্ত্তৃক কোন প্রতিবেশীর গৃহের সামান্য ধনাদি অপহরণ শ্রবণে গৃহীগণ স্বগৃহের বিশেষরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু কৃতান্তরূপ দুর্জ্জয় দস্যু দেহরূপ গৃহে প্রবেশীয়া অহরহ মনুষ্যকে বলপূর্ব্বক যে লইয়া যাইতেছে এবং জীবগণ বিবিধ দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতেছে তাহা দেখিয়াও যাহাদের মায়া মোহ দূর হইয়া চৈতন্য না হয় তাহাদিগকে শরীরের পূর্ব্বোক্ত অবস্থা গতি ও শরীর বিজ্ঞান, শৈল্য শাস্ত্রাদি বুঝাইয়া দিবে। তাহা জ্ঞাত হইলে সৌভাগ্য থাকিলে আত্মাতে সংবদ্ধ ধর্ম্মভাব বিবেক জ্ঞানোদ্দীপিত হইয়া চৈতন্যলাভ এবং মানবগণ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিবে। আত্মতত্ত্ববিবেকজ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভের আর উপায় নাই।”

“বেদশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন, দেশবিদেশ পরিভ্রমন এবং অন্যান্য উপায়ে যে সকল জ্ঞান হয় যতদূর সাধ্য ঐ জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিবে। নতুবা ঐ জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে পরিশ্রম পণ্ডশ্রম, এবং উহা ভয়াবহ ফল প্রদ হইয়া থাকে। কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা সংসার বন্ধন হইতে কেহই মুক্তিলাভ করিতে পারে না; ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া ঐ কার্য্য করিলে তাহা বণিকবৃত্তি তুল্যমাত্র। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মোপাসনা ব্যতীত জীবের আর মুক্তি নাই। মনুষ্য নদী পার না হওয়া পর্য্যন্তই নৌকার্থী: হয়, নদী উত্তীর্ণ হইলে যেমন নৌকার আর প্রয়োজন থাকে না, ত্যাগ করে; এবং ধান্যার্থী যেমন তৃণ সহ ধান্যাদি আনিয়া তৃণগত ধান্যাদিগ্রহণে তৃণ গুলিকে পরিত্যাগ করে তদ্বৎ নানাবিধ গ্রন্থাভ্যাস করিয়া সামান্য জ্ঞানে ও বিশেষানুভব জ্ঞানে তৎপর হইয়াই বেদশাস্ত্র গ্রন্থাদি সমস্ত পরিত্যাগ

করিবে। আবার জ্ঞানযোগে পরমাত্মা স্বরূপ সচ্চিদাত্মাকে অবলোকন করিলেই জ্ঞানযোগ ও সাধনাদি পরিত্যাগ করিবে।"

"যথাছমৃতেন তৃপ্তস্ত পয়সা কিং প্রয়োজনং।
এবং তৎপরমংজ্ঞাত্বা বেদেনাস্তি প্রয়োজনং।"

"উল্কা হস্তো যথা কশ্চিদ্দ্রব্য মালোক্য তাং ত্যজেৎ।
জ্ঞানেন জ্ঞেয় মালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেৎ॥"

(ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ উত্তরগীতা।)

"কেহ বেদ পাঠ করিলেই বেদজ্ঞ হয় না। বেদার্থ ও বেদ তাৎপর্য্য গোচর যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা হইলেই বেদজ্ঞ হয়। এবং ঐ জ্ঞানেই কর্ম্ম কাণ্ডাদি সমস্ত ভস্মিভূত হইয়া পরম শান্তি প্রদান করিয়া থাকে। যাবৎ আত্মতত্ত্ব প্রত্যাক্ষানুভব না হয় তাবৎ কালই যোগাভ্যাস ও প্রাণায়াম ধারণাদিতে যত্ন করিবে। ক, খ, গ প্রভৃতি অক্ষর সমূহ অভ্যাস দ্বারা যেমন ক্রমে ক্রমে সকল শাস্ত্র শিক্ষালাভ করা যায় সেই প্রকার ভক্তি বিশ্বাসের সহিত যোগ শাস্ত্র অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। পাঞ্চভৌতিক শরীর আমমৃত্তিকাময় কলসের ন্যায়, জীবন জলের ন্যায় এবং যোগ অগ্নির ন্যায়। যেমন জলপূর্ণ আমমৃত্তি-কাময় কলস গলিত হইয়া ক্ষয় হয়, উহাকে অগ্নিদ্বারা পোরাইয়া লইলে অপেক্ষাকৃত দৃঢ় ও ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই জীবন বিশিষ্ট শরীরও নিরন্তর জীর্ণ শীর্ণ ক্ষয়িত হইতেছে, যোগাভ্যাস দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লইলেই তদ্দ্বারা কার্য্য সম্পাদন হইতে পারে। আসন, প্রাণসংরোধ, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি যোগের এই ছয়টি অঙ্গ। ষট্‌কর্ম্মদ্বারা শরীরের শোধন, আসন দ্বারা দৃঢ়তা, মুদ্রার দ্বারা স্থিরতা,

প্রত্যাহার দ্বারা ধীরতা, প্রাণায়াম দ্বারা শরীরের লঘুতা এবং ধ্যান দ্বারা আত্মাতে প্রত্যক্ষতা ও সমাধি দ্বারা সকল প্রকার বাসনা হইতে নির্লিপ্ততা লাভ হইয়া থাকে। কেহ কেবল নিষ্কামী হইলেই যোগাভ্যাস করিতে পারে না, ভোগ বাসনা আকাঙ্ক্ষাদি পরিশূন্য হইতে হইবে। আত্ম সংযমই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। শরীরের সংশোধনের নিমিত্ত পূরক, (শরীরের মধ্যে শ্বাস বায়ু প্রবিষ্ট করা) কুম্ভক, (শ্বাস বায়ু রোধ করিয়া শরীর মধ্যে যথা সম্ভব বায়ু ধারণ করা) এবং রেচক (শ্বাস ত্যাগ করা) এই ত্রিবিধ উপায়ে প্রাণায়াম করিতে হয়। যোগ শাস্ত্র অভ্যাস দ্বারা এই সমস্ত কার্য্যের নিয়ম, ভাব ও উদ্দেশ্য অবগত হইয়া মাতৃকাবর্ণ সকলের ও ইষ্ট মন্ত্রের যথা বিধি পুরশ্চরণ করিয়া যোগাভ্যাস তৎপর হইলেই ক্রমশ শরীর ও মন বিশুদ্ধ ও কলুষ বিহীন এবং রোগ বিহীন ও দীর্ঘজীবী হয়। ধ্যান ধারণাদি যোগতত্ত্ব নিকরের রূপ, গতি, স্বাদ, মণ্ডল, লক্ষণ এবং নাড়ীজ্ঞান স্বরোদয় তত্ত্বাদি যে ব্যক্তি বিজ্ঞাত হইতে পারেন তিনি শূদ্র বংশজ হইলেও যোগীপদবাচ্য হইবেন। সর্ব্ব প্রকার প্রবৃত্তির নিরোধ পূর্ব্বক ভোগ বাসনা আকাঙ্ক্ষাদি পরিশূন্য হইয়া একাগ্রতা ঐ কান্তিকতার সহিত যোগাচরণ দ্বারা সিদ্ধ হইলেই বাক্‌সিদ্ধ, অন্তর্য্যামিত্ব, দূর-দৃষ্টি, দূর-শ্রবণ, অতি সূক্ষ্মদর্শন ; এবং মনকে উপাদান কারণ করিয়া ইচ্ছানুসারে অন্যরূপ আকৃতি ধারণ, পর শরীরে প্রবেশ, অন্তর্ধ্যান ইচ্ছানুসারে গমনাগমন, শূন্যপথে অবিরোধ ও অনায়াসে বিচরণ, বায়ুব্যূহে দেহ ধারণ ; অণিমা, লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রাপ্ত, দেব তুল্যতা, ইচ্ছামৃত্যু ও মৃত্যুঞ্জয়ত্ব লাভ হইয়া থাকে।”

"পঞ্চেন্দ্রিয়ের ন্যায় রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দে এই পাঁচটি লইয়াই যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি। পতঞ্জলিমতে যোগ আট ভাগে বিভক্ত যথা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। আবার ঐ যম দশ প্রকার, নিয়ম দশপ্রকার আসন প্রধানত আট প্রকার, প্রাণায়াম তিন প্রকার, প্রত্যাহার পাঁচ প্রকার, ধারণা পাঁচ প্রকার, এবং সমাধি একই প্রকার। ইহার এক একটি করিয়া ক্রমে ঐ ঐ বিষয় সমস্ত অভ্যাস করিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন; হয়ত একজন্মে কুলাইতেও না পারে, অতএবই ভগবান্ ভক্তিযোগের প্রাধান্যতা স্পষ্টত বুঝাইয়াছেন। যোগশিক্ষা ও যোগানুষ্ঠান করিতে হইলে নাড়ীজ্ঞান ও স্বর সাধনাদি প্রণালী সর্ব্বাগ্রে জ্ঞাতব্য। এবং শরীরস্থ চক্র পদ্মাদির বিবরণ জ্ঞাত হইতে হয়। উহা অতি কঠিন ব্যাপার, এজন্যই ঐ পথে অন্ধজীবগণ যাইতে পারে না, সুতরাং পুনঃ পুন এই মর্ত্ত্য ভুমেই নানারূপ দেহ ধারণ ও গর্ভ যাতনাদি দ্বারা দুঃখ ভোগ ও রৌরবে পতন হইয়া থাকে। যোগাচরণ ধ্যান ধারণাদি করিতে যে ব্যক্তি যতকাল অক্ষম তাহার পক্ষে ততকাল সোপাধি ব্রহ্মোপাসনা পূজা, যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডই বিহিত ও অনুষ্ঠেয়।"

"সচ্চিদানন্দ স্বেচ্ছাময় নিরুপাধি, কি সোপাধি ঈশ্বর তত্ত্ব জ্ঞানাদি বদ্ধ অবস্থার মানুষকে বুঝান যায় না, যেহেতু ইহলোকে তাহার কোন দৃষ্টান্ত নাই। যে কোন দিন ঘৃত, মাখন, মধু, তিক্ত, টকাদি খায় নাই, তাহাকে যেমন ঐ ঐ বস্তু ব্যতিত অন্য বস্তু দ্বারা কি কথা দ্বারা তাহার প্রকৃত আকার গুণ কি স্বাদ বুঝান যাইতে পারে না, তদ্রূপ যোগী

ব্রহ্মচারী ব্যক্তিও তাঁহার লব্ধ ঈশ্বর-তত্ত্ব জ্ঞান অপরকে স্থূলাকৃতি বস্তুর ন্যায় দেখাইতে কি বুঝাইতে পারেন না, অন্যের ত কথাই নাই। পূজা জপ তপ ধ্যান ধারণাদি করিতে করিতে চিত্ত প্রকাশ হইলেই সেই স্বপ্রকাশ সচ্চিদানন্দ দয়া করিয়া সাধকের ভাবানুযায়ী রূপে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন তাহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই।"

"আত্মা প্রকাশ সম্পন্ন চৈতন্যময়, কিন্তু নিষ্ক্রিয়; মনঃ জড় কিন্তু সক্রিয়। জ্ঞান গুণটি এ দুয়ের কাহাতেও নাই। এই দুই পদার্থ যখন একত্র সংযুক্ত হয় তখনই আত্মাতে জ্ঞান-গুণ উৎপন্ন হয়। যেমন সূর্য্যালোকে গ্রহ নক্ষত্রাদি দৃষ্টি গোচর হয় না; কাষ্ঠে অগ্নি, জলে শৈত্য গুণ দৃষ্ট হয় না, তাহা যেমন দ্রব্যগুণ, সঙ্ঘর্ষণ ও সংযোগ ব্যতীত বুঝাইয়া কি দেখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না, তদ্রূপ নিগূঢ় যোগতত্ত্ব জ্ঞান বিষয় ধ্যান যোগ সমাধী ব্যতিত অন্য উপায়ে দেখাইয়া কি বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে কিম্বা উপলব্ধি হইতে পারে না। আদর্শে দর্শন কালে বস্তু বিপরীত ক্রমে দেখায় কেন? জল-তটস্থ বৃক্ষাদির জল মধ্যে প্রতিবিম্ব বিপরীত ভাবে নিম্নশিরঃ দেখায় কেন? জল কম্পিত হইলে ঐ বৃক্ষাদির ছায়া কম্পিত দেখায় কেন? বাষ্প ধুমাকার বর্ণ হীন, তবে আকাশে নীল, পীত, লোহিতাদি দেখায় কেন? স্বজাতিয় বস্তুদ্বয় একত্রিত হইলে তাহার প্রত্যেকটি লক্ষ্য না হইবারই বা কারণ কি? ইত্যাদির কারণ যেমন অতিদূরত্ব, অতিসামিপ্য, ইন্দ্রিয় বা গোলকের অবহিত বা কোন প্রকার বিকার ঘটনা হওয়া, অমনোযোগ, অতি সূক্ষ্ম অভিভব, স্বজাতিয় বস্তুর সম্মিলন এবং অনভিব্যক্ত্যাদি চাক্ষুষ

জ্ঞানের প্রতিবন্ধক, তদ্রূপ চিত্তোৎকর্ষও অধ্যাত্মতত্ত্ব-বিবেক-জ্ঞান লাভের কতকগুলি যে প্রতিবন্ধক আছে, দর্শন বিজ্ঞানাদি জ্ঞান শাস্ত্র আলোচনা ও যোগাভ্যাস দ্বারা তাহা বিদূরীত করিলেই মানবগণ সফল-কাম হইতে পারে; অন্যথায় বিফল মনোরথ হইয়া থাকে। দিগভ্রান্ত ব্যক্তিকে শত শত যুক্তি দেখাইলেও নিজদিগ প্রত্যক্ষ দেখিয়াও যেমন তাহার ঐ ভ্রান্তিজ্ঞান দূর হয় না, যাবত না মন ও দর্শনেন্দ্রিয়ের বৈজাত্য উপলব্ধি হয়; তদ্রূপ ঔপদেশিক 'ানে ভ্রম থাকিলে কদাচিৎ তাহা যুক্তি দ্বারা বাধিত হইতে পারে। আধ্যাত্মিক ভ্রম নিবৃত্ত করিতে হইলে সাক্ষাৎকার, যুক্তি ও উপদেশ দ্বারা নিবৃত্ত করিতে হইবে। এমন অনেক জ্ঞান আছে যাহা ইন্দ্রিয় যুক্তি বা উপদেশ দ্বারা জন্মে না, কেবল ব্যবহারাধীন উৎপন্ন হইয়া দৃঢ় সংস্কারে আবদ্ধ হয়। এই ব্যবহারাধীন সমুৎপন্নজ্ঞানের কথক গুলি ইন্দ্রিয়ক জ্ঞানের মধ্যে, কতকগুলি যৌক্তিক জ্ঞানের মধ্যে, আর কতক ঔপদেশিকজ্ঞান মধ্যে প্রবৃষ্ট হইয়া আছে। ধ্যান ধারণাদি যোগাভ্যাস করিতে করিতে মনুষ্যের এক প্রকার সামর্থ্য উৎপন্ন হয় এবং তদ্বলেই তাঁহারা ত্রিকালদর্শী ও যথাভূত অর্থের জ্ঞাতা হন। যোগাভ্যাস দ্বারা অন্তঃকরণের রজঃস্তম অংশ অর্থাৎ জড়তা, অপ্রকাশ ও বিক্ষেপাত প্রভৃতি কারণীভূত পদার্থ সকল অভিভূত হয় এবং তদ্বলেই অন্তঃকরণ প্রকাশ সম্পন্ন হইয়া থাকে। অযোগী, অব্রহ্মচারী, অবিবেকী ব্যক্তির কখনও অন্তঃকরণ প্রকাশসম্পন্ন হইতে পারে না, ইহা সর্ব্ব প্রকার বাহ্য উপায়ের অতীত ও দুর্লভ্য। উপযুক্ত গুরুর উপদেশে বিশ্বাস পূর্ব্বক অনুকূল যুক্তি তর্ক দ্বারা বিঘ্নদূর করতঃ

অসম্ভব ও বিপরীত ভাবনাদি মনোদোষ পরিত্যাগ করিয়া বহির্মুখী-ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ান্তর হইতে প্রত্যাহৃত ও অন্তর মুখীন করিয়া ধ্যান নিষ্ঠ হইতে পারিলেই চিত্ত প্রকাশ সম্পন্ন, আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ এবং ঈশ্বরানুভব হইয়া থাকে।”

“যেমন বৃক্ষের ফলেতেই কেবল জন্মাদি ষড়্‌বিধ বিকার দৃষ্ট হয়, কিন্তু বৃক্ষ সম ভাবেই অবস্থিতি করে; এই প্রকার আত্মা একই ভাবে রহিয়াছে। কালবশত উৎপন্ন দেহই কেবল জন্মাদি—উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় এবং বিনাশ রূপ ষড়্‌বিধ বিকারে ব্যাপৃত হইতেছে। মণিময় মালার মধ্য স্থিত সূত্র যেমন সকল মণিতেই অনুস্যূত থাকে, অথচঃ তৎসমুদায় মণি হইতে ভিন্ন, সেই প্রকার অন্বয় ব্যতিরেক রূপ বিবেক দ্বারা প্রথমে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করিয়া শরীর ও আত্মার এবং ঈশ্বর ও তাঁহার কার্য্যের প্রার্থক্য, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে করিতে যখন প্রজ্ঞাবান ও অব্যগ্র হইবে তখন আত্মাকে জ্ঞাত হইয়া পরম পুরুষ পূর্ণব্রহ্ম চিন্ময় সচ্চিদানন্দের অনুসন্ধান পাইবে। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই সকল বুদ্ধির বৃত্তি। এই সকল বৃত্তি যৎ কর্ত্তৃক অনুভূত হয় তিনিই পরম পুরুষ। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থা বুদ্ধিরই পরিণাম, আত্মার নহে। ঐ সকল অবস্থা ত্রৈগুণ্য ও কর্ম্ম জনিত। যেমন পুষ্পের গন্ধ বায়ু সহিত মিলিত হইলে, ঐ গন্ধটি বায়ুর বলিয়াই বোধ হয়, তদ্রূপ আত্মা বুদ্ধির সহিত অন্বিত থাকায় ঐ অবস্থা ত্রয় আত্মার বলিয়াই অনুভূত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আত্মার ঐ সকল অবস্থা নাই। দেহী আত্মার অনুবর্ত্তী দেহ দ্বারা কর্ম্ম আরম্ভ করে, সেই কর্ম্ম দ্বারা পুনরায় দেহেরই আরম্ভ করিয়া

রাখে। সুতরাং কর্ম্মও দেহ উভয়ই অজ্ঞানতা নিবন্ধন বিস্তৃত হয়। অতএব নিষ্কামী হইয়াই সাধুশীল ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের প্রীতি কামনায় তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিয়া থাকেন। নির্ম্মল নিষ্কাম ভক্তিযোগ ব্যতিত ব্রাহ্মণত্ব, কি দেবত্ব, কি ঋষিত্ব, কি বহু দর্শিতা, কি যাগ যজ্ঞ ব্রত দান, কি তপস্যাদি কিছুই ঈশ্বরের প্রীতি জনক হইতে পারে না। "একস্য ত স্যো বো পা স ন য়াঃ পারত্রিক মৈহিকঞ্চঃ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনাঞ্চ তদুপাসন মেব॥" (তন্ত্র)

"বিশ্বের হিত করিলে বিশ্বপতি প্রীত হন, তিনি প্রীত হইলে জগৎ প্রীত, তিনি তুষ্ট হইলে জগৎ তুষ্ট, তাঁহার উপাসনা করিলে সকল দেবতাই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। শৈশবে বালিকা-গণ যেমন পুত্তলিকা ক্রোড়ে ধারণ ও তৎপ্রতি অপত্যবৎ যত্ন প্রকাশ এবং কথন কথন গৃহিনী সাজিয়া বালি দ্বারা ক্রীড়া করিয়া থাকে, কিঞ্চিৎ জ্ঞানোন্নতি হইলে আর ঐরূপ অথোচিত ক্রীড়া করিবার প্রয়োজন থাকে না, তদ্রূপ পরমার্থতত্ত্ব জ্ঞান লাভ হইলে আর অন্য দেবদেবীর অযথোচিতরূপে পূজা, যাগ যজ্ঞাদি কিছুরই প্রয়োজন থাকে না। সাত্ত্বিকী মতানুসারে ভিন্ন অন্য প্রকার কার্য্য ঈশ্বরের প্রীতিপ্রদ হইতে পারে না; বরং তদ্দারা পূর্ব্বসঞ্চিত ধর্ম্ম ধ্বংস হইয়া থাকে॥ বাস্তবিক কর্ম্ম দ্বারা, মন্ত্রোপাসনা দ্বারা, পূজাদ্বারা মুক্তি লাভ হয় না; কেবল আত্মাদ্বারা পরমাত্মাকে জানিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হইতে পারে। যদিচ বেদাদিতে স্বারূপ্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তির বিধান দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু তাহা সুদূরপরাহত, অনায়াসলব্ধ নহে; বিশে-ষত তন্মধ্যেও মহানির্ব্বাণভিন্ন অন্য ত্রিবিধ মুক্তিই যে নির্দ্দিষ্ট

কালের অধীন ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে তাহার সম্পূর্ণই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। অন্তরে ঈশ্বর চিন্তা করার নাম ধ্যান, ঈশ্বর স্বরূপের পূজাই আরাধনা; শিব, শক্তি এবং কেশবের যে পূজা তাহাকেই পূজা বলে। পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ সাধনের নাম তপস্যা, আর জীবাত্মা পরমাত্মাতে যে অভেদ জ্ঞান তাহাকেই যোগ বলা যায়। যিনি চরম সময়ে ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধও অন্তঃকরণ হৃদয়ে সমাহিত পূর্ব্বক অপ্রমত্ত ও ভক্তিসম্পন্ন হইয়া যোগবলে প্রাণবায়ু ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে সংস্থাপন করত বিক্ষেপ হৃদয়ে ঈশধ্যান পরায়ণ হন, তিনি মোক্ষলাভ করেন। বিশ্বপতির বিশ্বব্যাপী শিব মহানভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, কেহই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না। যোগ সাধন করিতে হইলে, যোগারূঢ় ব্যক্তি নিঃসঙ্গ সংযতদেহে নিরন্তর একান্তে অবস্থিতি পূর্ব্বক আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পুরঃসর চিত্তকে সমাধান করিবে, পবিত্র আসনে উপবেশন পূর্ব্বক চিত্তের একাগ্রতা সহকারে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়া সংযমন করত, চিত্ত বিশুদ্ধি নিমিত্ত যোগানুষ্ঠান করিবে; ব্রহ্মচর্য্যস্থিত প্রশান্তচিত্ত যোগীর মন স্ববৃত্তি হইতে উপসংহৃত হইবে; তাঁহার দেহের মধ্যভাগ, মস্তক, গ্রীবা অবক্র ও অচলভাবে ধৃত হইবে এবং ইতস্তত দৃষ্টি পরিহার পূর্ব্বক নাসাগ্রভাগ অবলোকন ও উপাস্য দেবতার ধ্যান করিবে। যোগী ব্যক্তি এই প্রকার সংযতচিত্ত হইয়া আত্মাকে সমাহিত করিলে, নির্ব্বাণ প্রাপ্তির সাধনভূত শান্তিলাভ করিতে পারেন। এই যোগানুষ্ঠানে বহুভোজী, অভোজী, অতি নিদ্রাশীল বা অতি জাগরণশীল ব্যক্তির ক্ষমতা নাই। যিনি আহার গতি, কার্য্য, চেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিতরূপে করেন,

তিনিই এই যোগ সিদ্ধি করিতে সক্ষম হইতে পারেন। যখন বাহ্যচিন্তা নিরুদ্ধ হইয়া সাধকের চিত্ত আত্মাতে সংলগ্ন হয়, তখন সেই সর্ব্বকাম-নিস্পৃহ সাধক 'যোগী' বলিয়া কথিত হন। এই প্রকার শুভানুষ্ঠাননিরত হইলে, জীবগণ মুক্তি বর্ত্মে অধিরূঢ় হইতে পারে। যে ব্যক্তি সমুদায় ইন্দ্রিয়গণকে সংযমন পূর্ব্বক মনকে স্ববশ ও নিবাত নিষ্কম্প-দীপশিখাবৎ অবিচলিত রাখিয়া, বিমল ব্রহ্মজ্যোতি চিন্তা দ্বারা তন্মধ্যে পরংব্রহ্মরূপ ভূতভাবন কেশবকে জানিতে পারেন, এবং যে ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীতেই তাঁহার (ঈশ্বর) অবস্থিতি জানিতে পারেন এবং জলে, স্থলে, শূন্যে, ভীষণ বনে, গাঢ় তিমিরাবৃত অন্ধকার স্থানে অদৃশ্যভাবে সর্ব্বব্যাপী ভূমা মহেশ্বরের অবস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাঁহার কখনও দুর্গতি লাভ হয় না। এই প্রকার জ্ঞানবান ব্যক্তিরই তপোফল লাভ হইতে পারে এবং এই প্রকার জ্ঞান-লাভকেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভ ও জ্ঞানচক্ষু প্রকাশিত হওয়া বলে।"

পঞ্চম অধ্যায়।

মহর্ষি প্রমুখাৎ বহুবিধ নীতি ও তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ লাভ করিয়া পুলকিত চিত্তে মহর্ষিকে প্রণিপাত পূর্ব্বক রাজা বলিলেন হে ভগবন্! আপনার অমৃতায়মান বাক্য যতই শ্রবণ করিতেছি ততই শ্রবণেচ্ছা বলবতী হইতেছে। অনেক কথা অবগত হইলাম তথাপি আশা নিবৃত্ত হইতেছে না, অতএব পুনরায় প্রার্থনা করিতেছি হে দেব! ঈশ্বর কিরূপ? তিনি সাধকের

নিকট কিরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন? কৃপাবলোকনে ঈশ্বরতত্ত্ব মোক্ষজ্ঞান বিবেক বিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন।” রাজেন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক মুনি বলিলেন, “হে রাজর্ষে! আমরা পরিমিত মনুষ্য, আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও দর্শনাদি সকলই পরিমিত; সুতরাং সেই অসীম অপরিমিত অনন্ত ভূমা মহেশ্বরের রূপ কি প্রকারে বর্ণন করিব? তাঁহার অন্ত নাই, শেষ নাই, তুলনা নাই; তিনি অচিন্ত্য ও অব্যক্ত তাঁহাকে কেহই বর্ণন করিতে পারে না। তিনি এক সৎস্বরূপ. সত্য, অদ্বৈত, পরাৎপর, স্বপ্রকাশ, সদাপূর্ণ, সচ্চিদানন্দ, নির্ব্বিকার, নিরাধার, নির্ব্বিশেষ, নিরাকুল, গুণাতীত, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বদর্শী, বিভু, সর্ব্বভূতে অন্তর্গত, সর্ব্বব্যাপী, সনাতন ইন্দ্রিয়াতীত, ইন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত, লোকাতীত, বিশ্বের কারণ; বাক্য ও মনের অগোচর। তিনি বিশ্বের সমস্তই জানিতেছেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে দেখিতে পারে না। তিনি কালের কাল, যমের যম, বেদান্ত প্রতিপাদ্য। নির্ব্বিশেষ পরমাত্মা কেবল সত্তা মাত্র। দ্বন্দ্বহীন সংসারবাসনাবর্জ্জিত শমদর্শী যোগিগণ সমাধি দ্বারাই তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া থাকেন। মন নিরাকার, অথচ আমরা মনের সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, স্নেহ, মমতা, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি নিরাকার ভাব সকলকে যেমন স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়া থাকি, সেইরূপ নিরাকার পরমাত্মার স্বরূপ সকলও হৃদয়ঙ্গম করা যায়। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই ত্রিবিধ যোগে ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত হইয়া তাঁহার পূজার মধুরতা আস্বাদন করিতে হয়। তিনিই প্রকৃতি, তিনিই পুরুষ, তিনিই সোপাধি এবং নিরুপাধি ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তিত। যে

তাঁহাকে দেখে নাই, সে তাঁহাকে কল্পনা করিতেও পারে না। শব্দ, গন্ধ, গুণাস্বাদন ইত্যাদি যেমন কেহ প্রকাশ করিয়া বলিতে কি স্পষ্টরূপে বুঝাইতে পারে না, তদ্রূপ তাঁহাকে দেখিলেও বর্ণন করা দুঃসাধ্য। ভক্তগণের অভিলাষ পূর্ণ করিতে তিনি সাধকের ভাবানুসারে সাকার রূপে অবতীর্ণ ও প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকেন। যে সময়ে ধর্ম্মক্ষয় ও অধর্ম্মের আবির্ভাব হয়, সেই সময়ে সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য প্রতি যুগে করুণাময় ঈশ্বর জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া থাকেন। যিনি এই অলৌকিক জন্ম ও কর্ম্ম যথার্থ রূপে অবগত হইতে সমর্থ হন তিনি দেহান্তে ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারেন। ঈশ্বর সত্ত্ব রজঃ তম এই গুণত্রয়ে বিভক্ত হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং এই প্রকার তিনিই নানাদেশে প্রকৃতিপুরুষ নানারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রাণীগণের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন এবং করিতেছেন। সেই পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দই চেতনাচেতন প্রকৃতিপুরুষ শিবাশিব রূপে গুণাতীত হইয়াও নানাগুণদ্বারা দেবতা; মনুষ্য, তির্য্যক, স্থাবর, জঙ্গমাদি সমস্ত প্রাণীতে গূঢ়রূপে আত্মারূপে নির্লিপ্ত ভাবে অভেদাত্ম হইয়াও ভেদরূপে অবস্থিত থাকিয়া ক্রীড়া করিতেছেন।”

“ঈশ্বরের বিভুতির ইয়ত্তা নাই, অতএব তাঁহার বিভুতি পৃথক রূপে জানিবারও আবশ্যক নাই; অনাদি ব্রহ্ম পদার্থই বিশ্বপতির নির্ব্বিশেষ রূপ, জীবাত্মা তাঁহার ছায়া স্বরূপ। সনাতন আত্মা সর্ব্বদেহে অবস্থিতি করিলেও অনাদিত্ব ও নির্গুণত্ব প্রযুক্ত কোন প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেননা, এবং কোন প্রকার কর্ম্মফলেও লিপ্ত হন না। যেরূপ আকাশ সমুদায় পদার্থে ব্যাপ্ত থাকিয়াও

কোন পদার্থে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা সকল দেহে অবস্থিত থাকিয়াও দৈহিক দোষ গুণে লিপ্ত হন না। প্রিয় বস্তুর মধ্যে যেমন জীবন শ্রেষ্ঠ, জ্ঞেয় পদার্থের মধ্যে সেইরূপ আত্মা শ্রেষ্ঠ। আত্মাকে জ্ঞাত হইয়া জীবন্ত রাখিতে পারিলেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। হে রাজন্! সেই ভূতভাবন ভগবান হৃষীকেশই সত্য স্বরূপ, অমৃত স্বরূপ, পবিত্র ও পবিত্রতার কারণ স্বরূপ; তিনিই ওঁ, তৎ, সৎ, নিত্য ও পরব্রহ্ম ধ্রুব স্বরূপ, জ্যোতি স্বরূপ ও সনাতন। তাঁহা হইতেই এই নিখিল নিরুপম বিশ্ব সৃজন হইয়াছে। তিনিই জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্মাদি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্ত্তা। আত্মাতে যে পঞ্চভূত গুণাত্মক পঞ্চ ইন্দ্রিয় আছে, তৎসমস্ত হৃষিকেশ হইতে বিভিন্ন নহে। তিনি অব্যক্তাদি স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত। আদর্শে যেরূপ আত্ম-বিম্ব প্রত্যক্ষীভূত হয়, তদ্রূপ যোগনিরত যতিপ্রধান যোগীগণ ধ্যান ও যোগ প্রভাবে তাঁহাকে আত্মাতে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।”

রাজা বলিলেন, “হে দেব! ঈশ্বরের স্তব কি? তাঁহাকে কি বলিয়াই বা প্রণাম করিতে হয়? মুনি বলিলেন, “হে রাজন্! ঈশ্বরের প্রণাম ও স্তব করিবার কোন একটি নির্দ্দিষ্ট ভাবা বা শব্দ নাই; যে কোন ভাষাই হউক, যাহার মাতৃভাষা যেরূপ, সেই ভাষাতেই তাঁহার প্রণাম ও স্তব করা কর্ত্তব্য। নীতিবাক্যে বিশ্বাস ও দৃঢ়তা না থাকিলে, কেহই শ্রেয়ো লাভ করিতে পারে না। মানবগণ অজ্ঞতা নিবন্ধন অবাস্তবিক ধর্ম্মোপদেশ বিশ্বাস করিয়া, সত্যের সহিত অসত্য, বিদ্যার সহিত অবিদ্যা প্রবেশ করাইয়া নিরয়গামী হইতেছে। অতীন্দ্রিয় অচিন্ত্য পরমেশ্বরের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে না পারিয়াই তাঁহাকে নানারূপে

কল্পনা করিয়া, বিভিন্ন ভাবে ভাবনা এবং স্বীয় উপাস্য দেবতা ভিন্ন, অন্যান্য দেব দেবীকেও উপাস্যসম সর্ব্ব শক্তিমান জ্ঞান করিয়া স্তব, প্রণাম ও পূজা করিতেছে; ইহা ভক্তিশাস্ত্র বিরুদ্ধ অবৈধ। উপাস্য দেবতা ব্যতীত অন্যান্য দেব দেবীর পূজা করা কাহারও আবশ্যক হইলে সে স্থলে মাত্র অভিলষিত প্রার্থনা, কি 'ধর্ম্মে মতি গতি, উপাস্য দেবতায় ভক্তি প্রীতি হউক' এইরূপ প্রার্থনা করিবে। 'উপাস্য দেবতাই সর্ব্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব শক্তি সম্পন্ন, তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলে কি দেবতা, কি যক্ষ, কি রক্ষ, কি নাগ, কি নর, কি কিন্নর, কি ভূত, কি প্রেত, কি পিচাশ, কি দৈত্য, কি দানব ভূচর খেচর জলচর কেহই কিছু করিতে পারে না; তিনিই সর্ব্বাশ্রয় ও সর্ব্ব নিয়ন্তা।' এই প্রকার জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস দৃঢ়তা ও তৎপ্রতি নির্ভর ব্যতীত কেহই ধর্ম্মের দুর্গম পথে অগ্রসর এবং বিপদ হইতে নিরাপদ হইতে পারে না। এবং দান যজ্ঞ ব্রত পূজা জপ তপাদিও সিদ্ধিফল প্রদ হইতে পারে না। ধর্ম্মশাস্ত্র এবং বিবেক জ্ঞান অনুসারে যিনি সর্ব্বোচ্চ, শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বব্যাপী, জীবজীবন স্বরূপ এক মাত্র তিনিই উপাস্য দেবতা, মুক্তিদাতা বিধাতা। হে রাজন্! যতিন্দ্রিয় যোগিগণ পরাৎপর কল্পতরু মহেশ্বরকে যে বাক্য বলিয়া ধ্যান, স্তব ও প্রণাম করিয়া থাকেন, যাহা প্রত্যহ নিয়মিত রূপে পাঠ অথবা শ্রবণ করিলে পাপরাশি দূরীকৃত, শত্রুক্ষয়, সুখৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি এবং চরমে পরমপদ লাভ হয় এইক্ষণ তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন।"

"সামগ দ্বিজগণ সামদ্বারা যাঁহার স্তব করেন, যিনি আদি পুরুষ ঈশান, যিনি নিত্য ও ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপ, যিনি সত্যস্বরূপ

সর্ব্বব্যাপী, অদ্বিতীয় সনাতন ব্রহ্ম; যিনি সাকার অবস্থায় চঞ্চল, নিরাকার অবস্থায় সুস্থির, তেজঃস্বরূপ; যাঁহার সাকার নিরাকার প্রকৃতি পুরুষ অবস্থা বিদ্যমান আছে, বহু সংখ্যক হোতৃগণ যজ্ঞে যাঁহাকে আহ্বান করেন, যিনি ঘটাদিরূপে অনিত্য ও নিত্যানিত্য জগৎ স্বরূপ, যিনি ভক্তের আশানুরূপ ফল প্রদায়ক, যিনি সমস্ত বিশ্বের সৃজনকর্ত্তা, যিনি অব্যয়, সনাতন, পরম পুরুষ বিষ্ণু; যিনি অনঘ, বরেণ্য, কল্যাণাকর-স্বরূপ চরাচর জগদ্গুরু ঈশ্বর তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে এই বলিয়া ধ্যান, স্তব ও প্রণাম করিবে।—

"যা ভাবানল কুণ্ডলী কুলপথোদ্দানাভ শোভাকরী।
মূলে পদ্ম চতুর্দ্দলে কুলবতী নিঃশ্বাস-দেশাশ্রিতা॥
সাক্ষাৎকাঙ্ক্ষিত কল্পবৃক্ষলতিকা সুপ্তাস্বয়ম্ভূপ্রিয়া।
নিত্যা যোগীভয়াপহা বিষহরা গুর্ব্বম্বিকা ভাব্যতে॥"—

"ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎ কারণায়।
নমস্তে চিতে সর্ব্ব লোকাশ্রয়ায়॥

নমো হ দ্বৈত তত্ত্বায় মুক্তি প্রদায়।
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেক স্বরেণ্যং।
ত্বমেক ঞ্জগৎ পালকং স্বপ্রকাশং॥

ত্বমেক ঞ্জগৎ কর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ।
ত্বমেক স্পর ন্নিশ্চল ন্নির্ব্বি কল্পং॥

ভয়ানা ন্ত্বয় ন্তীষণ ন্তীষণানাং।
গতিঃ প্রাণিনা ম্পাবন ম্পাবনানাং॥

শব্দ্যাচ্চৈঃ পদানি ম্রিয়ন্তু ত্বমেকং।
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং॥

বয়ন্তাং স্মরামো বয়স্তা ন্তজামো।
বয়ন্ত্বা জগৎ সাক্ষি রূপ ন্নমামঃ॥

সদেক .ন্নি ধান ন্নি রালম্ব মীশং।
ভবা ম্ভোধি পোতং শরণং ব্রজাম॥"——

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দ্বাতীতং গগন সদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যং॥
একং নিত্যং বিমল মমলং সর্ব্বদা সাক্ষি ভূতং।
ভবাতীতং ত্রিগুণ রহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥"

"আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্তং পরমাত্ম স্বরূপকং।
স্থাবরং জঙ্গম ঞ্চৈব প্রণমামি জগন্ময়ং॥"

"নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনং।
নিত্য বোধং চিদানন্দং গুরু ব্রহ্ম নমাম্যহম্॥"

"সাকার ঞ্চ নিরাকারং সগুণং নির্গুণং প্রভুম্।
সর্ব্বাধার ঞ্চ সর্ব্ব ঞ্চ স্বেচ্ছারূপং নমাম্যহম্॥"—

"হে দেব! তুমি সর্ব্বশক্তিমান, আদি পুরুষ ঈশান; হৃদয়েশ্বর! তুমি অন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় বলে আমার এই নির্জ্জীব বাক্যকে সজীব করিতেছ এবং হস্ত পদ শ্রবণ ও ত্বগাদি ইন্দ্রিয় ও প্রাণকে রক্ষা করিতেছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি অন্তর্য্যামী সর্ব্বদর্শী, তুমি একাস্বীয় শক্তিতে আশ্রয় করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান ও কারণ স্বরূপে তাবৎ পদার্থ সৃজন করিয়া সূর্য্যের ন্যায় অসৎলোক দিগের অন্তরেও প্রাকাশিত হও তোমাকে নমস্কার। হে নাথ! তোমার প্রসাদে জীব নিত্য

মুক্ত হয়; তুমি পরিশুদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, চৈতন্য স্বরূপ, নির্ব্বিকার, জীবগণের প্রাণস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি জ্ঞানময়, প্রেমময়, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ; তুমি রাগ, দ্বেষ, সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব রহিত; তুমি নিত্য নির্ম্মল বিশুদ্ধ মুক্তস্বরূপ, আভাস শূন্য, নিরাকার, পরমাত্মা স্বরূপ জগন্ময়, তোমাকে নমস্কার। তুমি আমার মানসিক অবস্থা দেখিতেছ, তোমা ব্যতীত তপোফল দাতা আর কে আছে? হে জগন্নিয়ন্তঃ, জগৎ-পতে, অগতির গতি, দুর্ব্বলের বল প্রভো! তুমি সকলদেবতার উচ্চ, সুতরাং মহাদেব; বিশ্বের পাতা এজন্য বিষ্ণু; জগতের অশিব নাশ কর বলিয়া শিব; তুমি দুর্গতি নাশক এজন্য দুর্গা; কালভয় কলুষ নাশিনী কালী; ত্রিতাপে ত্রাণ কর বলিয়াই তুমি তারা, তোমাকে নমস্কার। তোমার আদি নাই, সুতরাং অনাদি; অন্ত নাই এজন্য অনন্ত; তুমি অচিন্ত, অপ্রমেয়, অপার মহিম তেজোরূপ, নির্গুণ, নির্ব্বিকার 'ওঁ তৎ সৎ' এবং 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তোমাকে নমস্কার। তুমি শিবশিবারূপে জগতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছ। তুমিই অনন্ত শক্তিরূপিণী। তুমি বুদ্ধি, স্মৃতি, ধৃতি, মেধা, লজ্জা, ভয়, মমতা; তুমি জল, স্থল, অনল, অনীলরূপে জগতে বিরাজিত। সর্ব্ব প্রকারশক্তি রূপ রস গন্ধ্যাদি যাবতীয় শক্তিরই তুমি আধার স্বরূপা। তুমি চন্দ্রের বিভা, সূর্য্যের আভা, শাক্তের শক্তি, ভক্তের ভক্তি, প্রাণীগণের প্রাণ স্বরূপা তোমাকে নমস্কার। তুমি শিবের শিবানী, ঈশের ঈশানী, ব্রহ্মময়ী প্রকৃতি রূপিণী; মা! মহামায়ে, অম্বিকে, অভয়ে, জগদ্ধাত্রি, জগদম্বে! আমি কোথায় কি অবস্থায় ছিলাম, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায়

যাইতেছি, শেষের স্থান কোথাও থাকিলে তথায় যাইয়াইবা আমার কি অবস্থা ঘটিবে, জানি না; আমি ত্রিতাপে তাপিত, সংসার ভয়ে ভীত হইয়াছি, শান্তি প্রদান কর। দয়াময়! আমি তোমার,—আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। যোগীন্দ্রগণ তোমার যে মূর্ত্তি ধ্যানযোগে চিন্তা করিয়া থাকেন, তুমি যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন করিয়াছিলে, যে মূর্ত্তি গ্রহণান্তর যোগমায়া ও অবিদ্যার সৃষ্টি করত জীব সকলকে মায়া-দৃঢ়পাশে আবদ্ধ রাখিয়াছ, যুগে যুগে যে মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া দুর্দ্দান্ত দুষ্টগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলে, এবং যে মূর্ত্তিতে কল্পান্তঃকালে স্থাবর জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের সংহার করিয়া থাক, বিশ্বনাথ! জগন্নাথ! একবার সেই মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া পাপপঙ্ক হইতে পরিত্রাণ কর। 'ওঁ নমঃ শিব হরি ওঁ'—
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি, হরি ওঁ।"

মহাত্মা শুকদেব রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎকে এবম্বিধ প্রকারে বহুবিধ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। তদ্দর্শনে নরপতি কিয়ৎকাল পরে প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন ব্রহ্মন্, হে ভগবন্! ভবদীয় অনুগ্রহে আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম। হে মহাভাগ! এইক্ষণ আর একটি বিষয় শ্রবণে আমার ইচ্ছা বলবতী হইতেছে, উপদেশ করিয়া সংশয় দূর করুন। দেব! জাতি পতিত অপেক্ষা কর্ম্ম পতিতই সমধিক নিন্দনীয়, তথাপি অনেকেই কর্ম্ম পতিতাপেক্ষা জাতি পতিত নীচ বর্ণজ, যাহারা ব্রাহ্মণকুলে জাত নহে তাহাদিগকে এবং স্ত্রীলোকদিগকে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং ওঙ্কারাদি প্রণব উচ্চারণ করিতে অনধিকারী বলিয়া থাকে।

যদি তাহাই সঙ্গত হয় তবে তৎপক্ষে কি বিহিত? ঐ প্রণব কাহাকে বলে, এবং তাঁহাকে কিরূপে চিন্তা ও জপ করিতে হয়? এবং যাহারা চেষ্টা করিয়াও চিত্তের চঞ্চলতা দূর করিয়া মন স্থির করিতে অক্ষম তাহাদের পক্ষে কি বিশেষ কোন উপায় নাই? আর 'বিহায় নাম রূপাণি' ইত্যাদি প্রমাণানুসারে নাম রূপাদি পরিত্যাগ করাই যদি সঙ্গত হয়. তাহা হইলে ধ্যান ধারণাদি পক্ষে কি বিহিত? মহর্ষি এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন নৃপ! আপনি ধন্য, উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন, আপনার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেছি শ্রবণ করুন্। বংশ পতিত অপেক্ষা কর্ম্ম পতিতই সমধিক নিন্দনীয় এবং অনধিকারী। পিতা মাতার, বিশেষ বিশেষ দোষ গুণ স্বভাব প্রকৃতি ধর্ম্মাধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয় বৃত্ত্যাদি সন্তানে বর্ত্তে। পূর্ব্ব জন্মের সৌভাগ্য-বল না থাকিলে নীচ বর্ণজ ব্যক্তিগণের সহজে ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। পিতা মাতার বৃত্তি স্বভাবানুসারেই অধিক স্থলে সন্তান পরিচালিত হইয়া থাকে; কদাচিৎ অন্যথাও হয়। এই সকল তত্ত্ব আপনি জ্ঞাত আছেন। যাহার মস্তিষ্কে যে বিষয় স্বভাবত প্রবৃষ্ট উদ্ভাবিত হইতে না পারে তাহাকে সেই বিষয়ে পরিচালিত হইতে দিলে বিশেষ কার্য্যকারী হইতে পারে না, অতএবই যে যে বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত তাহাকে সেই বর্ণাশ্রমোচিত কার্য্যে নিযুক্ত রাখার বিধি ব্যবস্থিত হইয়াছে। ফলতঃ কর্ম্ম-পতিত, সত্ত্বগুণ বর্জ্জিত, পাপাত্মা ব্যতীত অপরের পক্ষে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন, আবশ্যক মতে প্রণবাদি জপে কোন বাধা নাই। আর যেমন গো, অশ্ব, মনুষ্য, বানর বলিলে এক একটি প্রাণী মাত্র বোধ হয়, তাহাতে ছোট, বড়, শ্বেত, কাল ইত্যাদি কিছুই বোধ

হয় না, তদ্রূপ ওঙ্কারই ঈশ্বরের নাম। এই নাম দ্বারা আহুত হইয়া তিনি ভক্তের উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন। "ওঁ" এই অক্ষরই বেদরূপধেনুর বৃষভ স্বরূপ এবং পরম ব্রহ্মকোষ বলিয়া কথিত। এই অক্ষর চারিটি মাত্রা সমন্বিত অকার, উকার, মকার এবং অর্দ্ধমাত্রা অর্থাৎ চন্দ্র বিন্দু। এই বিশ্ব, পঞ্চভূত, ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক এবং সমস্ত দেবতা ও যজ্ঞ সকল ওঙ্কার প্রণবে প্রতিষ্ঠিত। ইহার প্রথম মাত্রা লোহিত বর্ণা, দ্বিতীয় মাত্রা সমুজ্জলদীপ্তি রাজি বিরাজিতা, তৃতীয় মাত্রা বিদ্যুৎ-সন্নিভা, এবং চতুর্থ মাত্রা শ্বেত বর্ণা। কি জাত, কি জায়মান সমস্ত পদার্থই ওঙ্কারে প্রতিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি নিষ্কামী ও ভক্তি-যুক্ত হইয়া এই ওঙ্কার জপ করিতে পারে সেই ব্যক্তিই মুক্তি লাভ করিবে। ইহাতে গুণ কর্ম্মানুযায়ী জাতি ব্যতীত বংশগত জাতি বিচার নাই। দেখুন—

"জাতঞ্চ জায়মানঞ্চ তৎ সর্ব্বং রুদ্র উচ্যতে।
তস্মিন্নেব পুনঃপ্রাণাঃ সর্ব্ব মোঙ্কার উচ্চতে॥"

"প্রবিলীনাং তদোঙ্কারে পরংব্রহ্ম সনাতনং।
তস্মাদোঙ্কার জাপি যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥"

"ব্রহ্ম ক্ষত্র বিশঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়শ্চাত্রাধি কারিণঃ।
ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বা নুপনীতো ঽ থবা দ্বিজঃ॥
বনস্থো বা বনস্থো বা যতিঃ পাশুপত ব্রতী।
বাহুনাত্র কিমুক্তেন যস্য ভক্তি শিবার্চ্চনে॥"

(শিবগীতা ১৫। ১৬। অঃ)

আরও দেখুন বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন ও প্রণবাদি জপে দেব দেব মহাদেব পার্ব্বতীকে লক্ষ্য করিয়া কি বলিয়াছেন।

"বেদশাস্ত্র পুরাণানি সামান্য গণিকা ইব।
ইয়ন্তু সাম্ভবী-বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূ রিব॥" (তন্ত্র)

"তন্ত্রোক্তং প্রণবং শৈব মোক্ষার্থান্তে শুচিন্তয়েৎ।
বেদোক্ত প্রণবংব্রহ্ম ব্রাহ্মণস্য পরং পদং॥

পুরাণোক্তঞ্চ ক্ষত্রস্য, বৈশ্যস্য তন্ত্রোক্তং শিবে।
ত্রিবিধ পট্যতে শক্তো ব্রহ্মজ্ঞ যো ভবার্ণবে॥"

"বেদোক্তং প্রণবং দেবিং ব্রাহ্মণেপি সদাজপেৎ।
পুরাণোক্তং জপেৎ ক্ষত্রে বৈশ্যে চ তন্ত্রোক্তং জপেৎ॥"

"ইষ্টজাগে বৌষট্, স্বধা, স্বাহা চ ওঁ স্ত্রী শূদ্রয়ো।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্র বর্ণস্তে ত দ্বিধিঃ।
সঙ্করানাঞ্চ সর্ব্বেষাং প্রণব ব ন্ন মো জপেৎ॥"

(তত্ত্বসারতন্ত্র ৭ম পটল।)

ওঙ্কারের 'অ, উ, ম' এই অবয়বের মধ্যে কোন না কোনটির সহিত যোগ করিয়াই তন্ত্রের মূলমন্ত্র সকল আবির্ভূত হইয়াছে। সেই ওঙ্কারের রূপ, তাহার অর্থ চিন্তন রূপ ঈশ্বর প্রণিধান অভ্যাস করিতে করিতে জীব তত্ত্বের জ্ঞান এবং বক্ষমান ব্যাধি প্রভৃতি অন্তরায়ের বিনাশ হয়। ওঙ্কার যথানিয়মে উচ্চারণই ঈশ্বরানুশীলন। এই নিমিত্ত যোগী যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন যে—

"অদৃষ্ট বিগ্রহো দেবো ভাব গ্রাহ্যো মনোময়ঃ।
তস্মোঙ্কারঃ স্মৃতো নাম তেনাহূত প্রসীদতি॥"

"হে ভূপতে! এই সমস্ত জগতই ওঙ্কারের বাচ্য এবং

ওঙ্কারই জগতের বাচক। নির্জ্জন স্থানে শক্তিঅনুসারে যথাচিত আশনে উপবিষ্ট ও বিজিতান্তঃকরণে নিঃসঙ্গ ও আত্ম-নিষ্ঠ হইয়া ঈশ ধ্যান করিবে। সমাধিসিদ্ধির পূর্ব্বে সচরাচর নিখিল জগৎকে ওঙ্কারে বোধিত মনে করিবে। "জগৎ ওঙ্কারের বাচ্য এবং ওঙ্কারই জগতের বাচক।" যত দিন জ্ঞান না হয় চিত্তস্থির না হয় ততদিন এইরূপ চিন্তা করিবে। এবং চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন ও চঞ্চলতা দূর করিবার নিমিত্ত ঈশ-ধ্যান-নিষ্ঠ হইয়া প্রণব বা মায়াশক্তিবীজ মন্ত্র জপ করিবে। নির্জ্জন সমতল পবিত্র স্থানে সুখাসনে উপবেশন করতঃ মনোমধ্যে অকারাদি বর্ণত্রয়ে গ্রথিত পবিত্র ওঙ্কার বা মায়াশক্তিবীজ মন্ত্র জপ করিলেই চিত্ত চাঞ্চল্য অপনীত ও চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদিত হয় এবং যেরূপ কাষ্ঠ না থাকিলে অগ্নি নির্ব্বাণ হয় সেইরূপ চিত্ত অল্প কাল মধ্যেই শান্ত হইয়া উঠে; কামাদি হইতে চিত্ত ক্ষোভ, বা চিত্ত চঞ্চল হইয়া স্থান ভ্রষ্ট হইতে পারে না। এইক্ষণ আপনার শেষ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন।—

"অকার-পদ বাচ্য জাগ্রদবস্থা, সাক্ষী বিরাট পুরুষ; উকার-পদবাচ্য স্বপ্ন সাক্ষী হিরণ্যগর্ভ; মকার-পদবাচ্য সুষুপ্তি সাক্ষী প্রাজ্ঞ। 'অ-উ-ম' ইত্যাকার ওঙ্কারে ঐ রূপ চিন্তা করিবে। বিকার যুক্ত মনকে বাক্যে, বাক্যকে বর্ণ সমূহে, বর্ণ সমূহকে ওঙ্কারে, ওঙ্কারকে বিন্দুতে, বিন্দুকে নাদে, নাদকে প্রাণ বায়ুতে এবং প্রাণ বায়ুকে ব্রহ্মে ন্যাস করিবে। ইন্দ্রিয়দিগকে মনে, মনকে প্রাণে, প্রাণকে অপানে, অপানকে মৃত্যুতে, মৃত্যুকে পঞ্চভূতের ঐক্যস্বরূপ দেহে, দেহকে রজ, তম ও সত্ত্ব নামক গুণত্রয়ে, গুণ ত্রয়কে সকলের আরোপ-কারণ

অবিদ্যায়, অবিদ্যাকে জিবাত্মায়, এবং জীবাত্মাকে সাক্ষী স্বরূপ অব্যয় ব্রহ্মে লীন করিয়া ভাবনা করিবে।”

'অ' 'উ' 'ম' ইহার অকারকে উকার মধ্যে বিলীন ভাবনা করিবে। অনন্তর মকারে হিরণ্য গর্ভ পুরুষ এবং দ্বিতীয় বর্ণকে বিলীন ভাবনা করিয়া কারণ স্বরূপ প্রাজ্ঞ পুরুষকে ও মকারকে চিদ্‌ঘন পরমাত্মাতে বিলীন ভাবনা করিবে। বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন, বুঝাইয়া দেওয়া সহজ সাধ্য নহে। আচ্ছা, আর একটি এতদপেক্ষা সহজ উপায় বলিতেছি অবধান করুন্। কামিনী গণের ও কামিনীসঙ্গীব্যক্তিগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভয়শূন্য নির্জ্জন প্রদেশে যথোচিত আসনে সরল শরীরে উপবেশন পূর্ব্বক যথা সুখে ক্রোড়ে হস্তদ্বয় রাখিয়া নিজ নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক পুরক, কুম্ভক, রেচক দ্বারা প্রাণ বায়ুর পথ শোধন করিবে, ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া বিপর্য্যয় ক্রমে ও অল্পে অল্পে আয়ত্ত করিবে। অবিচ্ছিন্ন ঘণ্টানাদ সদৃশ হৃদয়ে অবস্থিত মৃণাল-সূত্র-তুল্য ওঙ্কারকে প্রাণবায়ু দ্বারা ঊর্দ্ধে উত্তোলন পুর্ব্বক তথায় উহার মস্তকে বিন্দু যোজনা করিবে। এইরূপ ওঙ্কার সংযুক্ত প্রাণায়াম ত্রিসন্ধ্যা দশবার করিয়া অভ্যাস করিবে। এইরূপ প্রাণায়ামে সক্ষম হইলে একমাস মধ্যেই প্রাণবায়ু জয় করিতে পারিবে। স্বীয় উপাস্য দেবতার রূপ ধ্যান করিয়া সর্ব্বব্যাপক ঐ চিত্তকে আকর্ষণ ও এক প্রদেশে ধারণ করিবে; তখন অন্যান্য অঙ্গ আর চিন্তা করিবে না, কেবল উপাস্য দেব বা দেবীর সুন্দর হাস্যযুক্ত মুখ ভাবনা করিবে। চিত্ত তথায় স্থান প্রাপ্ত হইলে উহাকে আকর্ষণ করিয়া সর্ব্ব কারণ স্বরূপ আকাশে ধারণ করিবে; পরে

তাহাও ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপে সংযুক্ত করতঃ 'ধ্যাতা ও ধ্যেয়' এই বিভাগও চিন্তা করিবে না। চিত্ত এইরূপে ধৃত হইলে আত্মা পরমাত্মাকে দেখে, এবং তখন "সোহং" এই জ্ঞানটি লাভ হয়। হে ধামন্মহারাজ! অবিবেকী অযোগী অব্রহ্মচারী ব্যক্তিগণের এই সমস্ত বিষয় আলোচনায় কিছুমাত্র অধিকার বা উপকার নাই। নাম রূপাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহানির্ব্বাণ যোগ সাধন দৈববল ব্যতীত কখনও মনুষ্যভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। অতএব যতকাল মায়া-বশে শরীরাদির প্রতি আত্মা বলিয়া জ্ঞান থাকে, ঐকাত্ম্য দর্শন জ্ঞান ও গুণগণে সঙ্গহীনতা-বৈরাগ্য না জন্মে ততকাল বিধি-বোধিত কর্ম্মের অধীন থাকিবে; বৈদিক বিধির সহিত একত্রিত করিয়া তন্ত্রোক্ত বিধিমতে (শৌচাচার নিয়ম নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া) প্রাণ সংযম, ভূতশুদ্ধ্যাদি এবং হৃদয়াদি ন্যাস করিয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ, উপাস্য দেবতার ধ্যান পূজাদি করিবে। বিভূগুণকীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, সেবন, সাধু-সহবাস এবং কায়মনোবাক্যে স্বতঃ পরতঃ সর্ব্ব প্রাণীরহিত সাধন স্বীয় বর্ণ ও আশ্রমোচিত ক্রিয়াকলাপ দ্বারা শুদ্ধচিত্ত এবং শম দমাদি সাধন লাভ করিয়া পশ্চাৎ আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের জন্য সদ্-গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।" মহর্ষি এই বলিয়া রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎকে বিবিধ যোগ ধর্ম্ম সর্ব্ব বেদান্তের সার পরম ভাগবত বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়া পরিশেষে পরিবর্ত্তনশীল নশ্বর জগতের সংসারের অনিত্যতা বিষয় বর্ণন করিতে লাগিলেন। বলিলেন, হে রাজন্! আর কি বলিব? এই যে সকল স্থাবর জঙ্গমাত্মক সৃষ্ট পদার্থ দৃষ্ট হইতেছে, যুগক্ষয়কালে সমুদায়ই পুনর্ব্বার অন্ত-র্হিত হইবে। বসন্তাদি প্রত্যেক ঋতুতে যেমন ফল কুসুমাদিরূপ

নানাবিধ ঋতুচিহ্ন লক্ষিত হয়, তদ্রূপ কল্পারম্ভে ভাব পদার্থ সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। এই প্রকার সময়ে সময়ে ভূত সংহার-কারী অনাদি অনন্ত নিত্য কালচক্র নিরন্তর পরিবর্তিত হই-তেছে। জীবগণ আত্মকৃত অপরাধের দণ্ড স্বরূপ রোগ, শোক, দুঃখে প্রপীড়িত হইয়া অবিশ্রান্ত হাহাকার করিতেছে; কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে। ভূতগণ সর্ব্বদা সংসার আবর্ত্তনে ঘুরিতেছে,এবং সেই আবর্ত্তন হইতেই জল বুদ্বুদের ন্যায় প্রাণীগণ উৎপন্ন হইয়া কিয়ৎকাল এই সংসারে বিচরণ করিয়াই আবার লয় প্রাপ্ত হইতেছে। রাজন্! মহামোহময় দারুণ সঙ্কট সমা-কীর্ণ ঘোর ভৌমনরক-যন্ত্রণা ভয়ে কেন বিমোহিত হন? আর যমালয় কোথায়? পৃথিবীতেই যমালয়, পৃথিবীতেই শান্তি সুখের স্বর্গালয় বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহার চক্ষুস্ফুট হয় নাই, সেই দেখিতে পারে না। অগণ্য হর্ম্ম্যমালায় বিভূষিত, জন মানবে পরিপূর্ণ স্থানও ঘোর অরণ্যে পরিণত এবং অরণ্যও কালে আবার দুস্তর সাগর গর্ভে নিমগ্ন হইয়া থাকে। বিশ্বপতির এই সংসারের কিছুই স্থিরতর দেখা যায় না। কোথায় সেই পূর্ব্বতন বেদ-তত্ত্বজ্ঞ ধর্ম্মনিরত তপোধনগণ? প্রবল প্রখর প্রতাপান্বিত মহা-তেজা রাজন্যগণই বা কোথায়? রাজা বেনো, কীর্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, রঘু, দশরথ, রাম, রামচন্দ্র, ভীষ্ম, ভীম, ধনঞ্জয় এবং হিরণ্য-কশিপু, অন্ধক, মহিষাসুর, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজীত, বালী, সুগ্রীব, কংস প্রভৃতি এবং অপরাপর দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, নাগ, নর, গন্ধর্ব্বাদি সকলেই জগদন্তকারী কালচক্রের আবর্ত্তনে বিদলিত হইয়াছে? ত্রৈলোক্যে অজর অমর কেহই নাই। কানন দগ্ধীভূতকারী দাবানল সদৃশ করাল কৃতান্ত নিয়তীক্রমে

নিয়তই নানা[illegible] পরিগ্রহ এবং কৌশল উদ্ভাবন করিয়া প্রাণী-গণকে নিষ্পেষণ করিতেছে। জীবনের চরমদশা সন্মুখীন দেখিয়া গত জীবনের তাবৎ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া, কে না দুঃসহ অন্তরতাপে দগ্ধীভূত হইয়া থাকে? দেখুন, সময় চিরকাল সমান থাকে না, একের অবসান অন্যের উত্থান স্বতই সংঘটিত হই-তেছে! বিশ্বপতির এই অখণ্ড নিয়ম চিরদিনই এইরূপ অখণ্ড রহিবে। এক প্রভাত হইতে অপর প্রভাত পর্য্যন্ত প্রত্যেক সময়ের ভাব চিন্তা করিলে প্রতিক্ষণেই নব নব ভাব দৃষ্ট হয়। প্রাতঃকালের স্নিগ্ধতা ও সৌন্দর্য্য মধ্যাহ্নে থাকে না, অপরাহ্নে পুনর্ব্বার আর একপ্রকার দর্শন রমণীয় প্রকৃতির শোভা প্রকটিত হয়; জলদমালা বিবিধ আকারে নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া মনোমোহন শেভা সৌন্দর্য্যালোকে বিস্তীর্ণ করে, আবার ক্ষণকাল পরেই সেই সকল ভাব তিরোহিত হইয়া তিমিরা-বৃত গাঢ় অন্ধকারে পরিপূর্ণ হয়। শুক্ল প্রতিপদ তিথী হইতে চন্দ্র ক্রমশ বর্দ্ধিত হইয়া পৌর্ণমাসিতে ষোলকলায় পরিপূর্ণ হয়, আবার তৎপর দিন হইতেই অংশ পরম্প-রার ধ্বংস হইয়া যায়; তিমিরাবৃত অমাবস্যাতে পক্ষোৎ-পত্তির সেই নির্ম্মল জ্যোতির কিছুই থাকে না। এই প্রকার আমাদের বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থার তুলনা করুন; মনুষ্য প্রথমে পঙ্গু ও পরাধীন এবং সংজ্ঞা বিহীনা-বস্থায় থাকে; দ্বিতীয়ে পৌঢ়াবস্থার কমনীয় দৃশ্য রূপ লাবণ্য সৌন্দর্য্য ও সুকুমার্য্য দেখুন, বৃদ্ধাবস্থার অত্যাচারে একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। হায়! তখন কোথায় শোভা? কোথায় দর্প, কোথা বল, কোথা বীর্য্য, চ্যাক্ চিক্যই বা কোথায় যায়?

প্রাতে যে পুষ্পটি কলিকা থাকে, মধ্যাহ্নে সে প্রস্ফুটিত হইয়াই আবার কিয়ৎকাল পরে মলিন ও বিবর্ণ হইয়া যায়! এই প্রকার জীব ও নির্জ্জীব পদার্থের নিরন্তর পরিবর্ত্তন হইতেছে। কাল যায়, কাল আসে; দিন যায়, দিন আসে; ঋতু যায় ঋতু আসে; কিন্তু আয়ু যায়, আর আসে না! সময় যায়, আর আসে না! যাহা যাইতেছে, আর আসিবে না। যতদিন ধনোপার্জ্জনে সমর্থ থাকে, ততদিন পরিবার অনু-রক্ত থাকে; যখন দেহ জরাজীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন কেহ আর সাদরসম্ভাষণও করে না। দিন যামিনী, সায়ংকাল ও প্রভাত, শীত ও বসন্তাদি পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিতেছে; কাল ক্রীড়া করিতেছে; পরমায়ু গত হইতেছে; অঙ্গ শিথিল মস্তক শ্বেতবর্ণ এবং বদন দন্তহীন হইয়াছে; তথা-পিও আশাবায়ু পরিত্যাগ করিতেছে না! আশা ভাণ্ড পরিপূর্ণ হইতেছে না! রোগ, শোক দুঃখে প্রপীড়িত; কেহই নিকটে নাই; যার ইচ্ছা হয় একটুকু না হয় কাঁদিতেছে; কিন্তু শান্তিদান কে করিতে পারে? এই কি মরীচিকা! শান্তি কৈ? কোথা শান্তিদাতা, বিনা সেই এক মাত্র—? এখন কোন্ অদূরদর্শী বলে, মৃত্যু সুখ-প্রদ নয়! কে বলে, মৃত্যু না থাকিলে ভাল হইত? নানা প্রকার দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে প্রপীড়িত, স্খলিতদন্ত, পলিত-কেশ, ললিত চর্ম্ম ও জরাজীর্ণতাগ্রস্ত হইলে সকলেই অবজ্ঞা করে সর্ব্ব প্রকারে পরাধীন হইতে হয়, দেহভারও বহন করা ক্লেশকর হয়, তখন অথবা মনে করুন, জলমগ্ন হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ, উদ্ধারেরত উপায় নাই; কি ভয়ানক যন্ত্রণা! অস্ত্রঘাতে শরীর

খণ্ড খণ্ড হইতেছে ; অগ্নিতে শরীর ক্রমশঃ দহিতেছে ; কণ্টকাঘাতে, সর্পাঘাতে, শ্বাপদ কর, নখর, দশনে বহুযত্নের সুরক্ষিত শরীর ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, কি অসহ্য যাতনা ! এইকালে বন্ধু, বান্ধব, স্ত্রী, পুত্র, কি করিতে পারে, বিনা সেই মৃত্যু ? করুণাময় জগৎপিতা করুণাময়ী জগজ্জননী সন্তানের দুঃখে দুঃখিত হইয়াই তখন মৃত্যু প্রেরণ পূর্ব্বক বিপন্নকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। নতুবা মনে করুন, ঐরূপ অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, শান্তিদায়িনী তখন বিপন্নকে সস্নেহে অঙ্কে ধারণ না করিলে কতবড় ভীষণ যাতনার কারণ হইত ? মাতৃক্রোড় পাইলে শিশুগণ যেমন পরম প্রীতি লাভ করে, মৃত্যুরূপিনীর আশ্রয়লাভে বিপন্ন ব্যক্তিও তদ্রূপ পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।”

“হে রাজন্। নাট্যলয় হইতে পৃথিবী আর অধিক কি ? নাট্যালয়ে অভিনায়কগণ নাটকের ভাবানুসারে অপ্রাকৃত বিষয় দর্শন করাইয়া যেরূপ দর্শকদিগের চিত্ত বিনোদন করিয়া থাকে, শোক দুঃখ হর্ষ ও বিষাদাদি উৎপাদন পূর্ব্বক বিবিধভাবে ভাসাইতে থাকে, কিন্তু নিরূপিত সময় অতীত হইলে তাহার আর কিছুই থাকে না ; এবং স্বপ্নে রাজ্য লাভ ও সুখ দুঃখ ভোগাদি সম্বন্ধে নিদ্রাভঙ্গ হইলে যেরূপ জ্ঞানোদয় হয়, ভবরাজ্যের ক্রীড়া কৌতুক সুখ দুঃখ ভোগ বিষয়াদিও প্রায় তদ্রূপ। মাতৃগর্ত্ত হইতে যে শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি প্রাপ্ত হইয়া জন্ম ধারণ করিয়াছি তাহাও ত আমার নয় ; আমার হইলে উহারা প্রকৃতির বিরুদ্ধে আমার ইচ্ছামত কার্য্য করে না কেন ? তৎসমস্তই প্রকৃতিবশে

ভাল মন্দ শুভাশুভ নানা অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, এবং হস্ত পদ চক্ষু কর্ণাদি আপন আপন কার্য্যই করিতেছে। তবে আমি কার? কে আমার? পিতা মাতা ভ্রাতা স্ত্রী পুত্র জীবন যৌবন? না, তাহাও ত নহে! সময় আগত হইলে কেহই কাহারও অপেক্ষায় থাকিতে পারে না; প্রকৃতিরও প্রয়োজনের বাধ্য হইয়াই চলিবে। মহারাজ! যেমন রাত্রি প্রভাত হইলেই প্রতি পলে পলে দিবসের স্থায়িত্ব খর্ব্ব হইয়া দিবা অবসান হয়, তদ্রূপ প্রতিক্ষণেই আয়ুর হ্রাসতা প্রাপ্ত হইতেছে। দিবসের যেমন একটি স্থায়িত্বকাল অবধারিত আছে, জীব-জীবনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তেমনও কিছু জানা যায় না। অতএব জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধি অনুসারে যখন যাহা কর্ত্তব্য তখনই তাহা সম্পাদন করিবে। আপনি ভগবদ্ভক্ত, জ্ঞানচক্ষে সমস্তই দেখিতেছেন। স্বস্থানে যাইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। এইক্ষণ বাহ্য দৃষ্টি ও চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বর ধ্যানে চিত্ত অর্পণ করুন। আমি এইক্ষণ গমন করি। মঙ্গলময় মহেশ্বর আপনার মঙ্গল বিধান করুন। ওঁ নমঃ শিব হরি ওঁ,—ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি, হরি ওঁ।”—এই বলিয়া মহাত্মা শুকদেব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর নরপতি পরীক্ষিৎ মৃত্যুকাল সম্মুখীন জানিয়া ধ্যান-যোগে পরম কারুণিক ঈশ্বর সমীপে মনোগত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়-কন্দর অভূতপূর্ব্ব আনন্দ প্রবাহে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল। চিত্তচাঞ্চল্য অপনীত ও হৃদয়া-বেগ দূরীভূত হইয়া, মুখমণ্ডলে শান্তিচিহ্ন প্রকটিত হইল, অশান্তি দূরে গেল। তিনি আশ্বস্ত হইয়া প্রফুল্লমনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ

প্রদান করিতে লাগিলেন। সপ্তম দিবসীয় দিনমণি অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। তখন রাজা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এমনকালে একটি সর্প অলক্ষিতরূপে তথায় উপস্থিত ও তক্ষকরূপে পরিণত হইয়া রাজাকে আক্রমণ করিলে রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ ভবলীলা পরিহার পূর্ব্বক মৃত্যু ক্রোড়শায়িত হইলেন। তদ্দর্শনে অমাত্য ও বন্ধু বান্ধবগণ মহা ভীষণ শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে নানাস্থানে ভূমি লুণ্ঠিত হইয়া আর্ত্তনাদে আকাশ পথ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। পতিপ্রাণা মাদ্রবতী পতিকে তদবস্থা অবলোকন করিয়া, নীরব নিস্পন্দভাবে, একদৃষ্টে অনিমেষ নয়নে পতিদেহ দেখিতে লাগিলেন। সংজ্ঞা দূরে গেল, চেতনা বিলুপ্ত হইল; মুখ দরিদ্র ও ম্লান ভাবাপন্ন; চক্ষে বারি, মুখে শব্দ নাই। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে পর, ক্রমশ পতিবিয়োগ জনিত শোকের কিঞ্চিৎ সমতা হইয়া আসিল, নয়নে বারিবিন্দু সঞ্চারিত হইতে লাগিল; অমনি আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন; দরদরিত ধারে শোকাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তখন পতির মৃতদেহ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রোদন করিতে করিতে মৃত পতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞ! পতিহীনারমণী, অসীম জলধি মধ্যে নিপতিত কর্ণধার বিহীন নৌকাস্বরূপ, তাহার কোন উপায় নাই। পতি ব্যতীরেকে নারীর মরণই শ্রেয়স্কর। নাথ! তোমা ব্যতীরেকে অদ্য হইতে এ হতভাগিনীর ক্লেশপ্রদ হৃদয়-বিদারক মনোবেদনা সঞ্জাত হইল। আমি নিতান্ত মন্দভাগিনী; বোধ হয়, আমি কোন দম্পতীর

প্রণয়ভঙ্গ করিয়াছিলাম; তাহা না হইলে আমার ভাগ্যে এ যন্ত্রণা কেন উপস্থিত হইল! আমি কি সুখে এই দগ্ধ দেহ ধারণ করিব? হা জীবিতেশ্বর! অনিবার্য্য শোকে আমার শরীর জর্জ্জরীভূত ও হৃদয় বিদির্ণ করিতেছে। যে পাপীয়সী পতিবিরহিনী হইয়া মুহূর্ত্তকালও জীবিতা থাকে, তাহাকে ইহ-লোকেই দুঃসহ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।" রাজ্ঞী এই প্রকার বলিতে বলিতে আর বলিতে পারিলেন না। তাঁহার বাক্য গদ্‌গদ ও অপরিস্ফুট হইয়া আসিল; হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল; চিন্তা ও শোকে অধীরা হইয়া—"হে করুণাময়, বিশ্বপতি! তোমার ইচ্ছাই ভক্তের বল, বুদ্ধি ও সম্পত্তি; এজন্যই সাধক আপনাকে আর কোন বিষয়ে নেতা না করিয়া, কেবল তোমার সাহায্যই ভিক্ষা করিয়া থাকেন, এবং সকল প্রকার বিপদে উদ্ধার পাইয়া, বিশ্বাসের অত্যুচ্চ শিখরে আরো-হন করিয়া তোমার স্বর্গাতীত মহান্ সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করেন। তোমার করুণাভিন্ন, তোমার প্রতি নির্ভর ব্যতীত কে ধর্ম্মের দুর্গম পথে অগ্রসর হইতে পারে? কোন্ ব্যক্তিই বা আপনার সমস্ত তেমার হস্তে অর্পণ না করিয়া আত্মাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে? বিশ্বনাথ! তুমি সর্ব্বদর্শী; আমি তোমা বইত আর কিছুই জানি না। এক মাত্র তুমিই শরণ্য, বরেণ্য, মুক্তিদাতা বিধাতা। আমি অসহায় ও বান্ধব বিহীনা হইয়াছি; আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম; আমাকে তোমার প্রেমময় বিশালাঙ্কে স্থান প্রদান কর; কৃতান্তদূতের বিভীষিকা হইতে পরিত্রাণ কর।" পতিব্রতা রাজ্ঞী এই প্রকার বহুবিধ প্রার্থনা করতঃ আত্মাস্থ

হইয়া পরিশেষে প্রিয় পুত্রকে নিকটে আহ্বান্ পূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস! যখন নিজের শরীরের সহিতই জীবের চিরসহবাস লাভের সম্ভাবনা নাই, তখন অপর কাহারও সহিত চিরবাস ঘটিবার সম্ভাবনা কোথায়? কাল আগত হইলে কেহই তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। অদৃষ্ট জীবগণ কিয়ৎকালের জন্য দর্শনপথে আসিয়া পরে আবার দর্শন পথাতীত হইয়া থাকে। বৃদ্ধি হইলেই পতন, শরীর ধারণ করিলেই মরণ; পূর্ব্বে যাহা ছিলনা, পরেও তাহা থাকে না; সদ্ভাব হইলেই অভাব হইয়া থাকে। কালের নিকট কেহই প্রিয় বা দ্বেষ্য নাই। কাল কাহারও বিষয়ে উদাসীন থাকেন না। তিনি সকলকেই আকর্ষণও পরিবর্ত্তিত করিতেছেন। শোক দুঃখ চিন্তা দ্বারা শোক দুঃখ বিনষ্ট হয় না, বরং বর্দ্ধিতই হয়। অতএব বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা মানস দুঃখ এবং ঔষধ দ্বারা দৈহিক দুঃখ বিনষ্ট করিবে। জ্ঞানের এই সামর্থ্যকে বালকের সহিত সমতা করিবে না। দুষ্ট অশ্বন্যায় ধাবমান ইন্দ্রিয়গণের অনুগমন করিলেই মানবগণ সংসার চক্রে চক্রবৎ বিঘূর্ণীত হইয়া থাকে। অনিষ্ট সংঘটন এবং প্রিয় বস্তুর বিঘটন নিবন্ধন অল্পবুদ্ধি অজ্ঞান ব্যক্তিরাই দুঃখ যুক্ত হয়। চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত এই সংসার-চক্রে ভ্রমণ করতঃ যাঁহারা মুগ্ধ না হয় তাঁহারা সংসার ত্রিতাপে তাপিত হয় না। অহংত্ব, মমত্বাদি, অভিমান কর্ম্মফল, ভোগাকাঙ্ক্ষাদি ত্যাগ পূর্ব্বক শম, দমাদি বিশিষ্ট না হইতে পারিলে অনাময়পদ লাভ হইতে পারে না। বাবা! দেখ, আমি কালকর্ত্তৃক আকর্ষিত হইতেছি। সর্ব্বান্তরদর্শী ভূত-ভাবন কালান্তক কাল সর্ব্বনিয়ন্তার আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত

এইক্ষণ আমার আর গতি নাই। তুমি যথার্থ হিত নীতি উপদেশ প্রতি মনোযোগী এবং আত্মবান্ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া শোক দুঃখ পরিহার করিবে।" রাজ্ঞী এই বলিয়া ধীরভাবে যোগাসনে উপবেশন পূর্ব্বক পার্থিব ধন, জন, বন্ধু, বান্ধব, সুখ, দুঃখাদি পথিকের পক্ষে মৃগ তৃষ্ণিকার ন্যায় মায়ারচিত ও স্বপ্ন তুল্য বোধে সর্ব্বত্র সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যোগবলে আপনি যে কে তাহা বুঝিতে পারিয়া ত্রিগুণময় উপাধি পরিত্যাগ করত ভাগবতী গতি লাভ করিলেন।

সম্পূর্ণ।